দি বেস্ট লেড প্ল্যানস

সিডনি সেলডন

সূচিপত্র

গল্প শুরুর আগে......2
অলিভারের দিনগুলো......97
নির্বাচনের দিন......183
ওয়াশিংটনে দুটো শহর......278
ওভাল অফিস......352

গল্প শুরুর আগে

ওই পুরুষটি চেয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে মুঠো বন্দী করতে। মেয়েটি চেয়েছিল প্রতিশোধ নিতে। প্রিয় দিনপঞ্জিকা–এই সকালে এমন একজনের সঙ্গে আমার দেখা হল, যাকে আমি বিয়ে করতে চলেছি।

এভাবেই এক তরুণীর দিন যাপনের ইতিকথা লেখা হয়েছে। সে জানতো না একটু বাদেই কি ঘটনা ঘটতে চলেছে।

তার নাম লেসলি স্টুয়ার্ট, সে অসাধারণ রূপসী এবং তার দুচোখে স্বপ্নের ইশারা, সে জেনেছিল পুরুষের হাতেই পৃথিবীর সব শক্তি লুকিয়ে থাকে।

অলিভার রাসেল, দক্ষিণ অঞ্চলের একটি ছোট্ট প্রদেশের গভর্নর। শেষপর্যন্ত তিনি তার তীব্র নারীতৃষ্ণার কারণ অনুসন্ধানে সফল হয়েছিলেন কী?

এভাবেই সিডনি সেলডন মানুষের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খকে নিয়ে এক রহস্য রোমাঞ্চ ভরা কাহিনী শুরু করেছেন। অলিভার চেয়েছিলেন হোয়াইট হাউসের যুদ্ধে জয়লাভ করতে। লেসসির ইচ্ছে ছিল অলিভারকে এমন আনন্দ দিতে যা তিনি কখনও পাননি। এভাবেই তাদের দুজনের মধ্যে এক অসম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শুরু হয় ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্র..

.

০১.

লেসলির ডায়েরিটা শুরু হয়েছিল এইভাবে প্রিয় ডায়েরি, এই সকালে এমন একজন পুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে যাকে আমি বিয়ে করবো।

সহজ সরল স্বীকারোক্তি। কিন্তু, লেসলি কী জানতো এর পরের ঘটনা পরম্পরা তাকে কোন পথের পথিক করে দেবে!

.

দিনটা একই রকমভাবে শুরু হয়েছে। লেসলির মনে একই রকম আশা ও আনন্দ। জ্যোতিষীকে সে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না। কিন্তু সেদিন সকালবেলা লেক্সিংটন হেরাল্ড লিডার। পত্রিকাতে সে একটা প্রতিবেদন দেখে অবাক হয়ে গেল। বিখ্যাত জ্যোতিষীর লেখা প্রবন্ধ বলা হয়েছে–এবার আপনার জীবনে নতুন চাঁদের উদয় হবে। আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। ২৩শে জুলাই থেকে ২২শে আগস্ট–সব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। আজকের দিনটা আপনার কাছে লাল অক্ষরের দিন হবে। এর জন্য প্রস্তুত হন, এটাকে পুরো উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

লেসলি ভাবল, আজ কী ঘটবে? আকাশের দিকে তাকালেন, একই রকম মেঘের খেলা। একই রকম গতানুগতিক জীবন।

লেসলি লেক্সিংটন কোম্পানির পাবলিক রিলেশনস এগজিকিউটিভ। আজ সারাদিন তাকে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হবে। তার মধ্যে...

.

কুড়ি বছরের মেয়েটি ছিল অত্যন্ত আবেদনী চেহারার অধিকারিনী। যে কোনো পুরুষ তাকে দেখলেই প্রেমে পড়ে যেত। হ্যাঁ, তার অসম্ভব আমন্ত্রণী চেহারা সকলকে আকর্ষণ করতো। চোখের তারায় কি এক অদ্ভুত দ্যুতি খেলা করতো। চুলের রং মধুর মতো, যথেষ্ট লম্বা এবং আকর্ষণীয়। লেসলির এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী তার কানে কানে শুনিয়ে ছিল সেই গোপনমন্ত্র–তুমি সুন্দরী, তোমার মাথাটা খুব পরিষ্কার, তোমার স্ত্রী-অঙ্গটিও সুন্দর। একদিন তুমি পৃথিবীর রানী হবে।

লেসলি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, বুদ্ধ্যাঙ্ক পৌঁছে গেছে একশো সত্তরের ঘরে। কিন্তু এই রূপ? এটা কি আমার চলার পথের অন্তরায়?

পুরুষেরা তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় না, তাদের চোখের তারায় শুধুই আমন্ত্রণী ইশারা ফুটে ওঠে।

ওই কোম্পানিতে আর দুজন পুরুষ সেক্রেটারী কাজ করে, অর্থাৎ লেসলি সেখানকার একমাত্র মহিলা। সব মিলিয়ে পনেরো জন পুরুষ কর্মচারি আছে। তাদের মধ্যে লেসলিকে নানা অস্বস্তিকর পরিবেশের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। ধীরে ধীরে সে সব ব্যবস্থার সাথে আপস করতে সমর্থ হয়েছে।

.

একজন পার্টনার, জিম বেলি। বছর চল্লিশ বয়স। আরেকজন আল টমকিন্স। বয়সে জিমের থেকে দশ বছরের ছোটো। লেসলিকে পটাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লেসলি সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

এমন কি একদিন রেগে গিয়ে লেসলি বলেছিল–বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।

গল্পটা সেখানেই শেষে হয়ে গেছে। আল জানতেন, এই সংস্থায় লেসলি একটি উজ্জ্বল রত্ন।

মনে পড়ে যায়, চাকরিতে যোগ দেবার পর প্রথম সপ্তাহ। কফি খেতে খেতে লেসলি তার বান্ধবীদের জোকস শোনাচ্ছিল।

–এক পরীর গল্প। তিন পুরুষ গিয়েছিল এক পরীর কাছে। প্রথম পুরুষ বলেছিল–হে পরী, তুমি আমাকে পঁচিশ শতাংশ বুদ্ধিমান করে দাও। আবেদন মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় পুরুষটির ইচ্ছে ছিল, পঞ্চাশ শতাংশ বুদ্ধির। তার আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল।

তৃতীয় পুরুষ বলেছিল, আমাকে একশো শতাংশ বুদ্ধিমান করো।

মুহূর্তের মধ্যে সে এক নারীতে পরিণত হয়।

লেসলি জানে এই আপাত কৌতুকের অন্তরালে কোন সত্যিটা লুকিয়ে আছে।

.

সকাল এগারোটা। জিম বেলি লেসলির ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করলেন।

তিনি বললেন–আমাদের একটা নতুন ক্লায়েন্ট আসছেন। আমি চাইছি তুমি এই ব্যাপারটা দেখাশোনা করো।

লেসলির ঘরে অনেক ফাইলের বোঝা। তা সত্ত্বেও নতুন একটি?

লেসলি জানতে চেয়েছে–কে?

–তুমি কি অলিভার রাসেলের নাম শুনেছো?

প্রত্যেকেই অলিভার রাসেলের নাম জানে। স্থানীয় অ্যাটর্নি, গভর্নর পদের প্রার্থী। কেনটাকির সর্বত্র অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ পটভূমি আছে তার, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, এই প্রদেশের সবথেকে স্মরণযোগ্য ব্যাচেলার বলা হয় তাকে। টেলিভিশনের পর্দায় মাঝেমধ্যে তার মুখ ভেসে ওঠে। স্থানীয় রেডিও স্টেশনে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ভারী সুন্দর চেহারা তাঁর। কালো এলোমেলো চুল, কালো দুটি চোখের তারা। অ্যাথলেটের মতো সুগঠিত দেহ। মুখে উষ্ণ হাসি। বলা হয় তিনি নাকি লেক্সিংটন শহরের সব মেয়েকেই শয্যাসঙ্গিনী করেছেন।

মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো কথা মনে পড়ে গেল লেসলির। লেসলি জানতে চাইল হ্যাঁ, ওঁর নাম আমি শুনেছি। কী করতে হবে?

উনি যাতে কেনটাকির গর্ভণর হতে পারেন, তার জন্য সাহায্য করতে হবে। উনি এখুনিএখানে এসে পড়বেন।

.

কয়েক মিনিট পরেই অলিভার রাসেল পৌঁছে গেলেন। ফোটোগ্রাফির থেকেও আরো আকর্ষণীয় তার চেহারা।

লেসলির সাথে তাকে পরিচিত করানো হল। তিনি বললেন–তোমার কথা অনেক শুনেছি, তুমি আমার প্রচার পরিকল্পনার দায়িত্ব নেবে ভাবতেই কেমন ভালো লাগছে।

–লেসলি ভেবেছিল, ভদ্রলোক বোধহয় অহংকারি হবেন। কিন্তু না, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত চুম্বক ক্ষমতা আছে।

লেসলি জানতে চেয়েছিলেন একবারে প্রথম থেকেই শুরু করি কেমন। মিস্টার, আপনি কেন গভর্নর হতে চাইছেন?

ব্যাপারটা খুবই সোজা, কেনটাকি এক অসাধারণ রাজ্য। আমরা এখানে বাস করি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের কাছে এই রাজ্যটার আলাদা কোনো সম্মান নেই। আমার মনে হয় বারোটা প্রদেশ মিলেও যা দিতে পারবে না, কেনটাকিএকাই তা দিতে

পারবে। আমাদের দেশের মহান ইতিহাস এই রাজ্য থেকেই শুরু হয়েছিল। এখানেই আমরা প্রাচীনতম বাড়িটি বানিয়েছি। কেনটাকি থেকেই দুজন প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব ঘটেছে। এই রাজ্যের প্রকৃতি উজার করে দিয়েছে অসাধারণ সম্পদ। এখানে উত্তেজক ভিলা আছে, কল্লোলিনী নদী আছে, আছে অসাধারণ তৃণক্ষেত্র। আমি চাই পৃথিবীর সর্বত্র এই রাজ্যের কথা পৌঁছে যাক।

নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস, প্রতিটি শব্দ ঠিকরে বেরোচ্ছে। লেসলি বুঝতে পেরেছিল, নাঃ, ভদ্রলোক হয়তো কাজে সফল হবেন।

তখনই ওই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী–নতুন চাঁদ এসে তোমার জীবনটাকে আলোকিত করে দিক।

.

অলিভার চলে গেলেন। লেসলি জিম বেলির অফিসে ঢুকল স্যার, ওঁকে আমার ভালো লেগেছে। আমার মনে হচ্ছে উনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করবেন।

জিম চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বললেন–ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

-কেন?

–আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। তুমি রাসেলকে সর্বত্র দেখে থাকবে, বিল বোর্ডে এবং টেলিভিশনে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

–তাতে কী হয়েছে?

–এই ব্যাপারটা বন্ধ করতে হবে।

–কেন?

রাসেলকে ঘিরে অনেক গুজব। কেউ কেউ বলে থাকেন রাসেলের অন্তরালে কালো টাকার খোঁজ আছে। এই ব্যাপারটা তার ভাবমূর্তির ক্ষতি করবে।

কিন্তু, আমার তো মনে হয় উনি খুবই আত্মপ্রত্যয়ী।

–আমি জানি।

উনি কেন আমাদের কাছে এসেছেন?

–ওঁর সাহায্য দরকার ছিল। উনি প্রচার পরিকল্পনার জন্য আমাদের নিযুক্ত করেছেন। হয়তো গভর্নর অ্যাডিসনের কথা ওঁর মনে ছিল। গত দুসপ্তাহের রেকর্ড দেখো। রাসেল কিন্তু ক্রমশই পেছনের দিকে চলে যাচ্ছেন। উনি এক বিখ্যাত আইনজীবী।

-তাতে কী হয়েছে? ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বুঝতে হবে।

সেই রাতে লেসলি নতুন ডায়েরিতে লিখেছিল–প্রিয় ডায়েরি, এই সকালে এমন একজনের সাথে আমার দেখা হয়েছে, যাকে আমি বিয়ে করবো!

লেসলির ছোটোবেলা–অসম্ভব বুদ্ধিমতী, বাবা ছিলেন ইংরাজির অধ্যাপক, মা গৃহকর্ত্রী। লেসলির বাবা যথেষ্ট সুপুরুষ, দেশপ্রেমি এবং বুদ্ধিজীবী, মেয়েকে যত্ন করতেন। তারা কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। মেয়েকে ডাকতেন ছোট্ট খুকি বলে। ছোটো থেকেই লেসলি অসাধারণ রূপসী। তার সুস্নাত ব্যবহার সকলকে আকর্ষণ করতো। চোখের সামনে কোনো খারাপ সে দেখতে পারতো না। নবছরের জন্মদিন, বাবা তার জন্য বাদামী ভেলভেটের সুন্দর পোশাক এনেছিলেন, লেসের ঝালর দেওয়া। এই পোশাক পরে যখন লেসলি ঘুরে বেড়াতো, মনে হতো সে বুঝি সত্যিই এক জলপরী।

এক সকাল, লেসলির জীবনটা হারিয়ে গেল। মা বললেন, কাঁদতে কাঁদতে ডার্লিং, তোমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

লেসলি বিশ্বাস করতে চায়নি বাবা কবে ফিরে আসবে?

-সে আর কখনও আসবে না।

প্রতিটি শব্দ বুঝি তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাত।

লেসলি ভেবেছিল, মা বুঝি বাবাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মায়ের জন্য দুঃখ, বিবাহ-বিচ্ছেদের আকাঙ্খ, আইনের ঝামেলা।

দিন কেটে সপ্তাহ, সপ্তাহ কেটে মাস। প্রতি মুহূর্তে লেসলির চিন্তা, টেলিফোনের ঝনঝনাৎ শব্দ, বাবার কণ্ঠস্বর। কিন্তু সেই শুভক্ষণ কখনও এল না।

লেসলির এক বৃদ্ধা কাকিমা সবকিছু বললেন। তিনি বললেন, লেসলির বাবা এক বিধবার প্রেমে পড়েছেন। ভদ্রমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। লেসলির বাবা তার সঙ্গে চলে গেছেন ওই মহিলার বাড়িতে, লাইসটোন স্ট্রিটে। একদিন বাজারের পথে লেসলির মা বাড়িটা দেখিয়েছিলেন। কণ্ঠে তিক্ত আভাস।

লেসলি ভেবেছিল বাবার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু, সেটা কি সম্ভব?

শুক্রবার, স্কুলের পরে লেসলি গিয়ে হাজির হল লাইসটোন স্ট্রিটের ওই বাড়িতে। ডোরবেল বাজিয়ে দিল। দরজা খুলে গেল, লেসলির বয়েসী একটি মেয়ে। লেসলি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালে। একই রকম বাদামী ভেলভেটের পোশাক, লেসের ঝালর।

ছোট্ট মেয়েটি বলল–তুমি কে?

ভয়ে লজ্জায় অপমানে লেসলি পালিয়ে গেল।

.

বছর কেটে গেল, মা নিজের কাজে ব্যস্ত। জীবনের প্রতি উদাসীন। লেসলি বুঝতে পারলো, দিন অবসান হবে। লেসলি দেখতে পেল, মৃত্যুর সাথে মায়ের লড়াই। তারপর? মায়ের মৃত্যু, ভাঙা হৃদয়ের অন্বেষণ।

লেসলি বুঝতে পেরেছিল, পৃথিবীর সব পুরুষ এভাবেই বিশ্বাসঘাতকের কাজ করে।

মায়ের মৃত্যু, লেসলি এবার এল তার কাকিমার বাড়িতে। পড়াশোনা করল ভালোভাবে। কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হল। তখনই সে অসামান্যা রূপসী। বিভিন্ন মডেল কোম্পানি তার পাশে ঘুর ঘুর করছে। ছোট্ট দুটি প্রেম পর্ব, একজন কলেজের ফুটবল হিরো, অন্যজন অর্থনীতির অধ্যপক। দুজনেই লেসলিকে বিরক্ত করেছিল। আসলে লেসলি ছিল তাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমতী।

স্নাতক ডিগ্রি পাবার আগে কাকিমার মৃত্যু হল। লেসলি বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কাজের জন্য আবেদন করল। চাকরি পেল বেলি অ্যান্ড টমকিন্স এজেন্সিতে। শুরু হল নতুন জীবন।

তারপর? তারপর আর কী!

.

সেক্রেটারী হিসেবে লেসলির কাজ শুরু হয়। তাকে সমস্ত মিটিং-এ যোগ দিতে হতো। সে চিন্তা করতে কীভাবে বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনাগুলোকে আরও তীক্ষ্ণ করা যেতে পারে। মাঝে মধ্যে ছোটো ছোটো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতো।

এভাবেই তার কর্মধারা আরও সফল হয়ে ওঠে। তারপর? তারপর আরেকটু পদোন্নতি!

.

পরের সপ্তাহে একটি মিটিং, নতুন একটা বিউটি সো্‌েপ বাজারে এসেছে। সেটা জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

কিন্তু কীভাবে?

বলা হল এই বিউটি সোপটা সুন্দরীরা মাখতে পারে।

লেসলি বলেছিল- এইভাবে না, বলতে হবে এটা সকলের জন্য। যে কোনো কুৎসিতকে আমরা এই সাবান মাখিয়ে সুন্দরী করবো।

হ্যাঁ, লেসলির ঘোষণাই জয়যুক্ত হল।

এক বছর কেটে গেছে, লেসলি তখন জুনিয়র কপিরাইটার।দুবছর পর সে হল অ্যাকাউন্ট এগজিকিউটিভ। তখন তাকে বিজ্ঞাপন এবং পরিকল্পনা দুদিকেই তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হচ্ছে।

.

অলিভার রাসেল, লেসলির এজেন্সির সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। অলিভারের পদার্পণের পর দুসপ্তাহ কেটে গেছে। বেলি ভেবেছিলেন, ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। ভদ্রলোক হয়তো ঠিকমতো অর্থ দিতে পারবেন না। কিন্তু লেসলি এই ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

.

ট্র্যাঙ্গেল পার্কের একটি বেঞ্চ, লেসলি এবং অলিভার বসে আছেন। ভারী সুন্দর একটি সকাল। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে লেকের দিক থেকে।

অলিভার বললেন আমি রাজনীতি ঘেন্না করি।

লেসলি তাকালো অবাক চোখে তাহলে কেন এই জগতে?

–আমি ব্যবস্থাটার পরিবর্তন চাইছি। এটা আমার ভালো লাগছে না। যে সমস্ত মানুষ এই দেশটাকে চালাচ্ছেন, তাদের মাথায় বুদ্ধি নেই, পরিকল্পনা নেই, সফলতার আকাঙ্খ নেই। এ ব্যবস্থাটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করব।

অলিভার বলে চলেছেন, লেসলি অবাক বিস্ময়ে সব কিছু শুনছে। সত্যি, ভদ্রলোকের জ্ঞানের বহর দেখলে অবাক হতে হয়। এমন মানুষকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আহা, উনি কবে সেনেটর হবেন। হয়তো একদিন...

.

অলিভারের প্রচার পরিকল্পনাটা মোটেই ভালো নয়। খুব একটা পয়সা-কড়ি নেই, কর্মচারিদের বেতন দিতে পারেন না। টেলিভিশনের সাহায্য নেই, রেডিও নেই, কাগজে কোনো বিজ্ঞাপন নেই। এখন যিনি গভর্নর, সেই গ্যারি অ্যাডিসনের সঙ্গে লড়াই করা কী করে সম্ভব? ভদ্রলোক যথেষ্ট পরিচিত, অসামান্য ভাবমূর্তির অধিকারী। লেসলি অলিভারকে নানা কথা বলেছিল, বলেছিল অলিভার যেন কোম্পানি পিকনিকে অংশ

নেন। ফ্যাক্টরি পরিভ্রমণ করেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কিন্তু এভাবে কী এগোনো যেতে পারে?

একদিন জিম বেলি লেসলির কাছে জানতে চাইলেন- তুমি কি ওর রেজাল্ট দেখেছো? নাঃ, অলিভারের কোনো আশা নেই। আরও–আরও নীচে নেমে গেছেন তিনি।

লেসলি ভেবেছিল, না, এই ডুবন্ত মানুষটাকে উদ্ধার করতেই হবে।

.

ডিনারের আসর, লেসলি এবং অলিভার।

অলিভার শান্তভাবে জানতে চাইলেন–আমার পরিকল্পনা কী ব্যর্থ হয়েছে?

লেসলি বলেছিল- এখনও অনেক সময় আছে। আগে, ভোটারদের মন বোঝার চেষ্টা। করুন।

-তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমার জন্য অনেক করেছে।

লেসলি তাকালো অলিভারের চোখের দিকে। আহা, এমন সুন্দর সুপুরুষ।

লেসলি ভাবল, কীভাবে আমি আরও বেশি সাহায্য করবো?

যখন লেসলি উঠে দাঁড়াল, এক পরিবার সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক বললেন–অলিভার, আপনি কেমন আছেন?

অলিভার হাতে হাত দিলেন। হ্যালো পিটার, এ হল লেসলি স্টুয়ার্ট, আর এ হল পিটার ট্যাগার।

ট্যাগার লেসলির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যালো লেসলি। এ হল আমার বউ বেটলি, এ হল এলিজাবেথ আর ও হচ্ছে রেবেকা।

অহংকার আর গর্ব ঝরে পড়ছে তার গলা থেকে ছিটকে আসা প্রতিটি শব্দে।

পিটার ট্যাগার অলিভারের দিকে তাকালেন। কী হচ্ছে? কেন এমন হচ্ছে বলো তো?

–আমি বুঝতে পারছি না পিটার।

–তুমি আরেকটু ভালোভাবে চেষ্টা করো। জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে।

এভাবেই শেষ হল এই সংলাপ।

.

লেসলি থাকে একঘরের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে। লেক্সিংটন শহরের একপ্রান্তে। তারা যখন বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে, অলিভার বললেন–লেসলি, মনে হচ্ছে এটা এমন একটা যুদ্ধ যেখানে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমি ভাবছি ব্যাপারটার এখানেই ইতি ঘটাবো।

না, লেসলির কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা অলিভারকে অবাক করেছে, আপনি পালাতে পারবেন না। আমরা আবার নতুনভাবে শুরু করবো।

অলিভারের বিস্মিত চোখ- তুমি বলছো? আবার শুরু করা যাবে?

–হ্যাঁ, আমি আন্তরিকভাবে বলছি।

অলিভার লেসলির অ্যাপার্টমেন্টে এলেন। লেসলি তাকালো তার চোখের দিকে–আপনি কি ভেতরে আসবেন?

দৃষ্টি বিনিময়ের পর হ্যাঁ, আসছি।

কী করা উচিত? লেসলি ছটফট করছে। কিন্তু? এভাবেই কী শুরু হতে পারে?

হ্যাঁ, বন্য আবেগ এবং উন্মাদনা। সময় অনন্তকাল। মনে হল এমন আনন্দ লেসলি এর আগে কখনও পায়নি।

সমস্ত রাত তারা এক সঙ্গে কাটিয়েছিল। ব্যাপারটার মধ্যে যাদু ছিল। অলিভার সব কিছু দিয়েছেন, আনন্দ-সুখ-সন্তুষ্টি। এক বুনো জন্তু, লেসলি ভেবেছিল, হে ঈশ্বর, আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম।

.

সকাল হয়েছে, কমলালেবুর জুস, গরম ডিম সেদ্ধ, টোস্ট এবং শুয়োরের মাংস। লেসলি বলেছিল–শুক্রবার গ্রিন লেভার লেকে একটা পিকনিকের আসর। অনেক মানুষের সমাবেশ। আমি আপনার জন্য সবকিছু করে রাখবে। আপনি ভাষণ দেবেন। রেডিওতে কিছুটা সময় কিনতে হবে। সকলের কাছে এই ভাষণ পৌঁছোতে হবে।

না, প্রতিবাদ, অত টাকা আমার পকেটে নেই।

–কেন? কীসের চিন্তা? এজেন্সি টাকা দেবে।

এজেন্সি দেবে না, লেসলি জানতো। জিম বেলির সঙ্গে কথা বলা যায় কী? বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু লেসলির একান্ত ইচ্ছে, প্রচারটা এভাবেই শুরু হোক।

.

পিকনিকে দুশো মানুষের সমাবেশ। অলিভারের ভাষণ অসাধারণ।

তিনি বলেছিলেন–এই দেশের অর্ধেক তোক ভোট দেয় না। পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে এখানে ভোটের হার সবথেকে কম। যদি পরিবর্তনটা আপনারা সত্যি সত্যি চান, তাহলে নাগরিকের দায়িত্ব পালন করুন। আরেকটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আপনি ইচ্ছে করলে আমার বিরুদ্ধ প্রার্থীকেও ভোট দিতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার মত প্রকাশ করুন। এটাআমাদের মহান গণতান্ত্রিক অধিকার।

হাততালি আর হাততালি!

.

একটির পর একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অলিভার যোগ দিচ্ছেন। তিনি ছোটোদের একটা ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করলেন। একটা সেতু জনগণের হাতে তুলে দিলেন। মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র, দানসভা, আরও কত কী। তা সত্ত্বেও ভোটে সম্ভাব্য ফলাফলে পিছিয়ে আছেন তিনি। কেন? কারণটা বুঝতে পারছেন না। শেষ অবধি তারা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে ট্র্যাঙ্গেল পার্ক পার হয়ে চলে এলেন অ্যানটিক মার্কেটে। শনিবারের সন্ধ্যেবেলা। ছোট্ট রেস্টুরেন্টে ডিনার, অলিভার লেসলির হাতে ফুলের গোছা তুলে দিয়েছিলেন। ভালোবাসার শব্দ বিনিময় করা হয়েছিল।

একটি অসাধারণ উপহার, লাভমেসিন বলছে, ডার্লিং, তুমি কোথায়? প্রতি মুহূর্তে আমি তোমাকে অনুভব করছি।

-কী অসাধারণ এই মেসিনটি। আমি এটার প্রেমে পড়ে গেছি।

না, ওকে সুখী করে লাভ নেই, লেসলি, সত্যি আমি তোমাকে ভালোবাসি!

.

একটির পর একটি উত্তেজক ঘটনা ঘটে চলেছে। এক রবিবার রাসেল ফর রিভারে র‍্যাফসিঙের আসর বসল। হঠাৎ নদীটা ভয়ংকর হয়ে উঠল। মনে হয় লেসলি বুঝি ডুবে যাবে। সাড়ে তিন ঘণ্টার এই অভিযান। লেসলি এবং অলিভার নৌকোতে চড়ে বসেছে।

ভারী আনন্দঘন মুহূর্ত। হাতে হাত। কেবিনে বসে ভালোবাসা বিনিময়, ফিরে আসা বাস্তব পৃথিবীতে।

সন্ধ্যেবেলা, অলিভার নিজের হাতে ডিনার তৈরি করেছেন। ভাউ ফাইডের সুন্দর বাড়িতে লেক্সিংটনের কাছে এক ছোট্ট শহর। সয়সেস, পেঁয়াজ, রসুন, কত রকম পাতা, তার সাথে আলুসেদ্ধ, স্যালাড, লাল মদ।

লেসলি বলল–আপনি তো চমৎকার রাঁধতে পারেন, আঃ, প্রিয়তম, এত সুন্দর রান্না আমি কখনও খাইনি।

–তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার জন্য আরও অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

উনি বেডরুমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটু বাদে একটা ছোট্ট বোতল নিয়ে এলেন। তার ভেতর টলটলে তরল পদার্থ।

–এটা হল ওই জিনিসটা।

–এটা কী?

তুমি উন্মাদনার নাম শুনেছো?

–হ্যাঁ শুনেছি।

–উন্মাদনা, যে ওষুধটির নাম, এটা হল সেই তরল।

ডার্লিং, এটার দরকার কী, তুমি কি এটা ব্যবহার করো নাকি?

না, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এটা ব্যবহার করা উচিত।

–এই প্রথম?

–হ্যাঁ।

–এটা বাইরে ফেলে দেবে?

–হ্যাঁ।

অলিভার বাথরুমে চলে গেলেন। ক্রাসের শব্দ হল।

তিনি বললেন–সব চলে গেছে। কে বলছে এইভাবে ওষুধ খেয়ে যৌন অনুভূতি আনতে হয়? আমার হাতে এমন সুন্দর প্যাকেট থাকতে?

বন্য আক্রমণ। হ্যাঁ, সেই অরণ্য সংগীত বেজে উঠেছে। অসম্ভব উত্তেজনা। আবেগ এবং আদর। বৃষ্টি ঝরার মতো ভালোবাসা। এক যাদুদণ্ড, কে সেই ম্যাজিসিয়ান? হ্যাঁ, উনি হলেন অলিভার রাসেল।

.

শনিবার সকালবেলা, অলিভার এবং লেসলি পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অসাধারণ দৃশ্যাবলী।

লেসলি বলল–এত সুন্দর জায়গায় এর আগে আমি কখনও আসিনি।

এসো, তোমাকে আরও ভালো জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছি।

সামনে একটা বাঁক। পথের ধারে গাছের ডালে লেখা আছে লেসলি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

অসাধারণ প্রস্তাব, লেসলি তাকাল অলিভারের দিকে। কথা বলতে পারছে না।

সে অলিভারকে জড়িয়ে ধরে বলল–তুমি কী করবে?

লেসলি বলল, আমি ভাবতেই পারছি না, আমার এই ভাগ্য?

–শোনো, আমি এক গভর্নর হয়ে তোমার স্বামী হব না। তুমি একটা ভালো অ্যাটর্নিকে বিয়ে করছো, এটা বলতে পারি।

লেসলি হেসে ফেলল। বলল–বাঃ, সুন্দর বলেছো তো, কথাটা মনে রেখো কিন্তু।

.

কয়েক রাত কেটে গেছে, লেসলি পোশাক পরছে, অলিভারের সঙ্গে ডিনারের আমন্ত্রণ। টেলিফোন বেজে উঠল।

–ডার্লিং, খারাপ খবর আছে। এই মাত্র আমাকে একটা মিটিং-এ যেতে হবে। ডিনারটা ক্যানসেল করতে বাধ্য হলাম। ক্ষমা পাব তো সুন্দরী?

লেসলির ঠোঁটে হাসি- মৃদু শব্দ- তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

.

পরের দিন সকালবেলা, স্টেট জার্নাল পত্রিকার একটি কপি লেসলির হাতে। শিরোনাম কেনটাকির নদীতে এক রমণীর মৃতদেহ। গল্পটা এই রকম–আজ সকালবেলা বছর কুড়ির একটি মেয়ের নগ্ন মৃতদেহ পাওয়া গেছে কেনটাকি নদীতে। লেক্সিংটন শহর থেকে দশ মাইল পূর্বে। তার মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ করা হচ্ছে, মৃত্যুর কারণ জানবার জন্য...

কেন মারা গেল? প্রেমিক ছিল কি? স্বামী? আমি তো বেঁচে আছি, প্রতি মুহূর্তে নতুন করে বাঁচার আনন্দ খুঁজে নিচ্ছি। যে মেয়েটিকে লেসলি কখনও চোখে দেখেনি, তার জন্য ঝরে পড়ল একরাশ অনুমান এবং সীমাহীন বেদনা।

.

লেক্সিংটনের সকলে আসন্ন বিয়ে নিয়ে খুবই উৎসাহী। লেক্সিংটন একটা ছোট্ট শহর। অলিভার রাসেল নামকরা ব্যক্তিত্ব। বলা হল, এক আদর্শ দম্পতি। অলিভারের রং ঘন তামাটে বর্ণের, লেসলির মুখখানা অসাধারণ। আহা, এমন মধুর মতো উজ্জ্বল চুল।

আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল এই খবর।

জিম বেলি বললেন–মনে হচ্ছে ভদ্রলোক খুবই ভাগ্যবান।

লেসলির ঠোঁটে হাসি, আমরা দুজনেই।

–তুমি কি চাকরি ছেড়ে দেবে? অন্য কোথাও চলে যাবে?

না, সাধারণ বিয়ে। আমরা চ্যাপেল চার্চে যাব।

কবে ওই শুভ ঘটনাটা ঘটবে?

–ছ সপ্তাহের মধ্যে।

.

কদিন কেটে গেছে।

স্টেট জার্নালে আবার খবর প্রকাশিত হল। শব ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। মেয়েটির নাম লিসা বারনেট্টি। তার মৃত্যুর কারণ হল উন্মাদনা আনতে পারে এমন একটি তরল। বাজারে এই তরল বিক্রি হয় না। চোরা পথে কিছু কিছু বোতল চলে আসে।

লেসলির মনে পড়ল অলিভারের কথা। ভাগ্যিস ওই বোতলটা ফেলে দেওয়া হয়েছে, মনে মনে ভাবল সে!

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে আসন্ন বিয়ের প্রস্তুতিতে। এত কাজ করতে হবে। দুশো জনের কাছে আমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে গেছে। লেসলি একজনকে মেড অফ অনার নির্বাচিত করেছে। তার পোশাক কিনতে হল। গ্যালেরিনা চুলের গ্রেজ। ম্যাচ করা জুতো, হাতে গ্রোক। নিজের জন্য সে টেডি মলে চলে গেল। মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে পারে এমন স্কার্ট কিনলো। পছন্দ করা জুতো, লং গ্রোক।

অলিভার কালো কোটের অর্ডার দিয়েছিল, ডোরাকাটা ট্রাউজার। ধূসর রঙের ওয়েস্ট কোট। সাদা সার্ট, ডোরাকাটা এ্যাশট।

অলিভার লেসলিকে বললেন–সব কিছু ঠিকঠাক আছে। রিসেপশনের ব্যাপারটাও তৈরি হয়েছে। সকলেই আসবেন আমি কথা দিচ্ছি।

লেসলির সমস্ত শরীরে শিহরণ–ডার্লিং, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

.

বৃহস্পতিবার রাত, এক সপ্তাহ বাকি আছে। অলিভার এলেন লেসলির অ্যাপার্টমেন্টে।

লেসলি, একটা খারাপ খবর আছে। আমার ক্লায়েন্টের কিছু সমস্যা হয়েছে। আমাকে। প্যারিসে উড়ে যেতে হবে।

–প্যারিস? কদিনের মধ্যে ফিরবে?

দু-তিন দিন, খুব বেশি হলে চার। তারপরেও হাতে অনেকটা সময় থাকবে।

লেসলির চিন্তিত মুখ–পাইলটকে বোলোলা সাবধানে প্লেনটা চালাতে।

-হ্যাঁ, বলবো।

অলিভার চলে গেলেন। লেসলি খবরের কাগজের পাতায় চোখ মেলে দিল। সেই জ্যোতিষী, কী লিখেছেন?

লেখা আছে–জুলাই তেইশ থেকে আগস্টের বারো, পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে যাবেন না। অযথা ঝুঁকি নেবেন না। সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে।

লেসলি আবার ওই সাবধানবাণী পড়ল। একটু বিরক্ত হল। ভেবেছিল টেলিফোন করবে অলিভারের কাছে। তাকে জানাবে না যেতে। ব্যাপারটা হাস্যকর, লেসলি ভাবল, নাঃ, জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করে কী লাভ!

.

সোমবার, লেসলি এখনও পর্যন্ত অলিভারের খবর পায়নি। অফিসে ফোন করেছে। কর্মচারী বলেছে কোনো খবর নেই। মঙ্গলবার, অলিভার কোনো কিছু বলছে না কেন? লেসলির মনে আতঙ্ক এবং ভয়। বুধবার সকাল, ভোর চারটে, টেলিফোনের শব্দ, কেন? ঘুমন্ত চোখে অলিভার, হায় ঈশ্বর, লেসলি ভাবল, আমি ভীষণ চিৎকার করবো।

রিসিভার তুলে নিয়ে লেসলি বলল–অলিভার?

পুরুষ কণ্ঠ–আপনি কী লেসলি স্টুয়ার্ট?

মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ–আপনি কে বলছেন?

–আল টাওয়ারস, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, আমরা এইমাত্র একটা খবর পেয়েছি মিস স্টুয়ার্ট, আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছি।

তার মানে? ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে? অলিভারের মৃত্যু?

মিস স্টুয়ার্ট?

–হ্যাঁ।

লেসলির কণ্ঠস্বরে এখন ফিসফিসানি আর্তনাদ।

–আপনার কোনো উক্তি এই ব্যাপারে?

কী ব্যাপারে?

–অলিভার রাসেল, সেনেটর টড ডেভিসের মেয়েকে বিয়ে করছেন, প্যারিসে।

মাথা ঘুরছে লেসলির, ভূমিকম্প ঘটে গেছে।

–আপনি এবং মিঃ রাসেল ছিলেন পরস্পরের বাগদত্ত, তাই নয় কি? যদি আপনি এ বিষয়ে কিছু বলেন।

লেসলি বসে আছে, সমস্ত শরীরটা বুঝি তুষার ঢাকা।

মিস স্টুয়ার্ট?

শেষ পর্যন্ত হারানো কণ্ঠস্বর ফিরে পেলো।

–আমি চাইছি এই বিয়েটা ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হোক।

লেসলি রিসিভারটা নামিয়ে দিল। কথা হারিয়ে গেছে। সবই দুঃস্বপ্ন, কয়েক মুহূর্ত সে সাংঘাতিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটালো, মনে হল এসবই বুঝি স্বপ্নের জগৎ।

কিন্তু এটা স্বপ্ন নয়, না না, অনেকগুলো কথা। মা বলেছিল, তোমার বাবা আর কখনও ফিরে আসবে না।

লেসলি বাথরুমে গেল। আয়নাতে তার বিবর্ণ মুখের প্রতিচ্ছবি।

একটা খবর এসেছে, গুরুত্বপূর্ণ খবর।

অলিভার অন্য কাউকে বিয়ে করেছে? কিন্তু কেন? কোথায় আমার দোষ?

জানি না, জানি না, ভবিষ্যতে কী হবে?

.

লেসলি এজেন্সিতে পৌঁছে গেল। কেউ তার দিকে তাকাতে সাহস করছে না। সে সোজা জিম বেলির অফিসে গেল।

জিম তার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকালেন, বললেন–লেসলি, আজ তুমি অফিস থেকে ছুটি নাও, বাড়িতে চলে যাও।

না, স্যার, আমি ভালোই আছি।

দীর্ঘশ্বাস, লেসলি চাপবার চেষ্টা করল, কাজের বোঝাই তাকে দুঃখের জগত থেকে মুক্তি দিতে পারে।

.

রেডিওতে, টেলিভিশনে, খবরের কাগজের সান্ধ্য সংস্করণে প্যারিসের ওই বিয়ের আলোচনা। সেনেটর টড ডেভিস কেনটাকির এক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তার কন্যার বিয়ের অনুষ্ঠান, লেসলিকে হারিয়ে দিয়ে, সকলের কাছে মস্তবড় খবর।

লেসলির অফিসের ফোন বেজেই চলেছে।

–আমরা কুরিয়ার জার্নাল থেকে কথা বলছি মিস স্টুয়ার্ট, এই বিয়ের ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাইছি।

–হ্যাঁ, আমি চাই অলিভার রাসেলের বিবাহিত জীবন যেন সুখের হয়।

–কিন্তু আপনাদের মধ্যে তো বিয়ে হতে মাত্র কয়েকদিন বাদে।

ব্যাপারটা হলে খারাপ হতো। সেনেটর ডেভিসের মেয়ে হল তার জীবনের প্রথম প্রেমিকা। আমি প্রার্থনা করছি তারা যেন ভালোভাবে থাকে।

কানফোর্ড থেকে স্ট্রেট জার্নাল। আরও অনেক পত্রিকা। সব জায়গাতেই একই প্রশ্ন। একই উত্তর। তারপর? এভাবেই দিনটা কেটে গেল।

ছোট্ট একটা কাজ ছিল, আমন্ত্রিত সকলের কাছে চিরকুট পাঠানো। আর কেউ কেউ উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেগুলো যথাস্থানে ফেরৎ দেওয়া।

.

লেসলি ভেবেছিল, হয়তো অলিভারের কাছ থেকে ফোন আসবে। সে মনে মনে তৈরি হচ্ছিল, শেষ অবধি সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর।

–লেসলি, আমি জানি না কী বলব?

–এটা কি সত্যি বলো তো?

–হ্যাঁ।

–তুমি বলোনি কেন?

ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে গেল। তোমার সাথে দেখা হবার আগে জ্যান আর আমি পরস্পরকে ভালোবাসতাম। অনেক দিন বাদে জ্যানের সাথে দেখা হল, মনে হল আমি এখনও তাকে ভালোবাসি।

–আমি বুঝতে পেরেছি অলিভার, গুডবাই।

পাঁচ মিনিট বাদে লেসলির সেক্রেটারী বলল–মিস স্টুয়ার্ট, আপনার জন্য টেলিফোন।

–আমি কথা বলতে চাইছি না।

–উনি সেনেটর ডেভিস।

কনের বাবা! উনি আমার কাছে কী চাইছেন?

লেসলি রিসিভার ধরলেন। দক্ষিণী কণ্ঠস্বর মিস স্টুয়ার্ট?

–হ্যাঁ।

–আমি টড ডেভিস। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছি।

এক মুহূর্তের বিড়ম্বনা। সেনেটর, আমি জানি না আপনি কী বলতে চাইছেন।

–এক ঘন্টার মধ্যে আমি আসছি কেমন?

টেলিফোনটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

.

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, অফিস বাড়ির সামনে একটা লিমুজিন গাড়ি এসে থামলো। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। সেনেটর ডেভিসকে ব্যাকসিটে বসে থাকতে দেখা গেল। মাথার চুল সাদা। সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফ। পরিষ্কার সাদা পোশাক। মাথায় সাদা লেগন হ্যাট। মনে হচ্ছে উনি যেন গত শতাব্দীর বাসিন্দা। দক্ষিণ অঞ্চলের এক ভদ্রলোক।

লেসলি গাড়িতে উঠে বসল।

সেনেটর ডেভিস বললেন–বাঃ, আপনি সত্যিই সুন্দরী।

ধন্যবাদ, লেসলির কণ্ঠস্বরে তিক্ততা।

লিমুজিন চলতে শুরু করেছে।

–মিস স্টুয়ার্ট, আমি কিন্তু আপনার শারীরিক সৌন্দর্যের কথা বলছি না। যেভাবে আপনি সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন। আমি সংবাদটা শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি। এভাবেই আমাদের নৈতিকতার অপমৃত্যু ঘটে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, অলিভারকে আমি কখনই ক্ষমা করতে পারবো না। আমার কন্যা জ্যান তাকে বিয়ে করছে, এটাও হয়তো

আমি মন থেকে মানতে পারছি না। নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে, কারণ জ্যান তো আমারই মেয়ে।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

নীরবতার আস্তরণ।

লেসলি কথা বলল–আমি অলিভারকে চিনি, অলিভার কখনও আমাকে দুঃখ দেবে না। যা ঘটবার তা ঘটে। এটা ভেবে আর কী লাভ?

–এটা হয়তো আপনার মহানুভবতা। সত্যি আপনার তুলনা নেই।

লিমুজিন থেমে গেছে। লেসলি জানলা দিয়ে তাকালো। প্যারিস স্পাইট, কেনটাকি হর্স সেন্টার, একশোটার বেশি ঘোড়ার ফার্ম আছে এখানে। সবথেকে বড়োটার মালিক সেনেটর ডেভিস। যতদূর চোখ যায়, দিগন্ত বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র, কেনটাকির বিখ্যাত নীল রঙের ঘাস।

গাড়ি থেকে লেসলি বেরিয়ে এল, সেনেটর ডেভিসও এলেন। ফেন্সের ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু হয়েছে, আহ, কি অসাধারণ দৃশ্যপট।

সেনেটর ডেভিস বললেন–আমি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। এখানেই হয়তো জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দেব। পৃথিবীর অন্য কোথাও গেলে আমি শান্তি পাবো না। চারদিকে তাকিয়ে দেখুন মিস স্টুয়ার্ট। মনে কি হয় না, আমরা স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি?

মার্ক টোয়াইন । বলেছিলেন, পৃথিবী যখন শেষ হয়ে যায়, তখন আমি কেনটাকিতে থাকবো। আমি আমার জীবনের অর্ধেকটা ওয়াশিংটনে কাটিয়েছে। এখন আর ভালো লাগে না।

–তাহলে কেন রাজনীতির আবর্ত?

জনগণের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা। জনগণের ভোটে আমি সেনেটে গেছি। তারা এখনও আমাকে ভোট দিচ্ছে। প্রতিদানে আমার কিছু করা উচিত।

এবার বিয়ের প্রসঙ্গ। ভদ্রলোক বললেন–প্যারিসে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, জ্যান কিন্তু। এখানে এসে চার্চের ধর্মীয় আসরে যোগ দেবে। সেই অনুষ্ঠানে আপনি আসবেন তো?

বুকের ভেতর ছুরির আঘাত দেখবো, চেষ্টা করবো।

.

দুসপ্তাহ কেটে গেছে, বিয়ের আসর ক্যালভারি চ্যাপেল চার্চে। কী আশ্চর্য, এখানেই হয়তো লেসলি এবং অলিভারের বিয়ে হতো। অনেক মানুষের সমাগম।

বেরির সামনে অলিভার রাসেল, জ্যান এবং সেনেটর টড ডেভিস। জ্যান ডেভিসকে এক বাদামী চুলের আকর্ষণী তরুণী বলা যায়। চেহারাটা সত্যিই ভালো। আভিজাত্যের ছাপ আছে।

যাজকের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে ল্যাটিন মন্ত্র।

চার্চের দরজা খুলে গেল। লেসলি স্টুয়ার্ট ঢুকে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল। মন্ত্র উচ্চারণ শুনল। শেষ সারিতে গিয়ে বসল।

পাদ্রী সাহেব বলছেন–ঈশ্বরের আশীবার্দ নেমে আসুক।

হঠাৎ লেসলির দিকে নজর পড়ল তার এবং শান্তির বাতাবরণ।

অনেকে লেসলির দিকে তাকালো, ওই যাজকের চোখ অনুসরণ করে। ফিসফিসানি গুঞ্জন। একটা নাটকীয় মুহূর্তের উন্মাদ অপেক্ষা।

পাদ্রী একটু অপেক্ষা করলেন। তারপর আবার তার কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে। আমরা এই দুজনকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলাম। কণ্ঠস্বরের উদ্বিগ্নতা হারিয়ে গেছে।

উনি আবার তাকালেন, না, লেসলির কোন চিহ্ন নেই।

.

লেসলি স্টুয়ার্টের ডায়েরি ডিয়ার ডায়েরি, অসাধারণ অনুষ্ঠান। অলিভারের বউ সত্যিই সুন্দরী, সাদা লেস এবং শার্টিনের পোশাক পরেছিল। অল্টার টপ, মানানসই জ্যাকেট। অলিভারকে ভারী সুন্দর লাগছিল। মনে হল সে খুবই সুখী।

শেষ কথা বলবো কি? ওর সঙ্গে আমার কেন দেখা হল? এটাই পরম বিস্ময়।

.

০২.

টড ডেভিস, বিপত্নীক, অর্থের কোনো পরিসীমা নেই। তামাকের ক্ষেত আছে। কয়লার খনি। ওকলাহামা এবং আলাস্কাতে তেলের খনি। পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত রেসিং ঘোড়া। ওয়াশিংটনে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। পাঁচবার নির্বাচিত হয়েছেন। জীবন সম্পর্কে খুব সাধারণ দর্শন তার, উপকারীর উপকার কখনও ভোলেন না। অপরাধীকে শাস্তি দেন। সব সময় বিজয়ী মঞ্চে দাঁড়াতে ভালোবাসেন। ঘোড়ার ট্র্যাক কিংবা রাজনীতির আসরে। অলিভার রাসেলকে তিনি নির্বাচিত করেছেন। হয়তো ঘটনাটা আকস্মিক, কিন্তু এর অন্তরালে কিছু কারণ আছে। যখন সেনেটর শুনেছিলেন অলিভারের সঙ্গে লেসলির বিয়ে হবে, তিনি ভেবেছিলেন ব্যাপারটা সত্যিই বিরক্তিকর। তাই কী করা যায়?

.

অলিভারের সাথে সেনেটরের আলাপ হয় একটা আইনী ব্যাপারে পরামর্শ নিতে। সেনেটর অলিভারের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বয়সে তরুণ হলে কী হবে, আইনের ধারা উপধারায় যথেষ্ট জ্ঞান। চেহারার মধ্যে বালকোচিত সারল্য আছে। সেনেটর লাঞ্চ খেতেন অলিভারের সাথে নিয়ম করে। অলিভার তখনও জানেন না, কীভাবে ওই ভদ্রলোক তাকে প্রভাবিত করছেন।

একমাস কেটে গেছে, সেনেটর পিটার ট্যাগারকে বললেন–পরবর্তী গভর্নরকে আমি পেয়ে গেছি।

ট্যাগার এক ধার্মিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। বাবা ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। মা সাধারণ গৃহকর্ত্রী। নিয়মিত চার্চে যেতেন। এগারো বছর বয়সে ট্যাগারের জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। মা, বাবা এবং ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে বেড়াচ্ছিলেন। ব্রেক ফেল হল, ভয়ংকর অ্যাক্সিডেন্ট। পিটার বেঁচে গেলেন, একটি চোখ হারিয়ে গেল, রাকি সকলের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

পিটারের বিশ্বাস, ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

পিটার রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ ভালোই বোঝেন। পিটার জানেন কখন কাকে কোন পদে বসাতে হয়।

সেনেটর ডেভিসের সাথে তার আলাপটা হঠাৎ হয়েছিল। পিটার তখন মন্ত্রীসভায় ঢোকার চেষ্টা করছেন।

সেই আলাপ এখন বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে।

পিটারের দুটি চোখে জিজ্ঞাসা- কে ওই পদের উপযুক্ত প্রার্থী।

–অলিভার রাসেল।

অ্যাটর্নি?

–হ্যাঁ, ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে।

–সেনেটর আপনার বক্তব্যটা পরিষ্কার তো?

এবার আলোচনা, শুধুই আলোচনা!

.

অলিভার রাসেল সম্পর্কে সেনেটর কিছু কথা বলেছিলেন তার মেয়ে জ্যানকে। তিনি বলেছিলেন হানি, এই ছেলেটার দিকে নজর রাখো। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধানী।

বাবা, ছেলেটার অতীত কিন্তু ভালো নয়। অনেক গুজব এবং দুঃসংবাদ। এই শহরে সে হল এক তেজী নেকড়ে।

ডার্লিং, গুজবে কান দিও না। শুক্রবার অলিভারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিনারের আসরে। তুমি অবশ্যই হাজির থেকো।

.

শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা, নৈশভোজের আসর। অলিভার, আকর্ষণীয় চেহারা, জ্যান হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। সেনেটরের সতর্ক দৃষ্টি। একটির পর একটি প্রশ্ন।

সন্ধ্যে রাতের দিকে এগিয়ে চলেছে। শনিবার, জ্যানের আমন্ত্রণ, অলিভারকে, ডিনার পার্টিতে।

সেই রাত থেকে শুরু হল নতুন এক গল্প।

.

সেনেটর পিটার ট্যাগারকে বললেন–মনে হচ্ছে ওদের মধ্যে বিয়ে হবে, তাহলে? এখনই নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে হয়।

.

সেনেটর ডেভিসের অফিস, অলিভারকে ডেকে পাঠানো হল, জরুরী মিটিং আছে।

–আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাইছি, কেনটাকির গভর্নর হতে আপনার কেমন লাগবে?

দুটি চোখে বিস্ময় আমি এটা কখনও ভেবে দেখিনি।

–পিটার ট্যাগার এবং আমি ভেবেছি। আসছে বছর নির্বাচন। অনেকটা সময় আছে, নিজেকে গড়ে পিঠে নিতে হবে। লোকের সামনে আপনার আকাশ ছোঁয়া ভাবমূর্তি। আমরা আপনাকে সাহায্য করবো, এই লড়াইতে জয় অবশ্যম্ভাবী।

অলিভার জানতেন ব্যাপারটা সত্যি। সেনেটর ডেভিস এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। তরল সোনাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির যে আবর্তন, তিনি তা ভালোভাবেই বোঝেন। তিনি জানেন কীভাবে ক্ষমতা হস্তগত করতে হয়।

কর্তব্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন তো?

–চেষ্টা করবো।

কতকগুলো ভালো খবর আছে। আপনাকে বছর কয়েকের জন্য গভর্নর থাকতে হবে। আমি কথা দিচ্ছি, তারপর আপনাকে হোয়াইট হাউসে নিয়ে যাব।

অলিভার তোতলাতে থাকেন- আপনি কি সত্যি বলছেন?

এ ব্যাপারে আমি কখনও মজা করি না। টেলিভিশনের যুগে একথা বলার অর্থ কী জানেন তো? একটা বিষয় আপনি নিশ্চয়ই জানেন, টাকা দিয়ে আমরা কিন্তু জনপ্রিয়তাকে কিনতে পারি না।

টড, আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

–আমি কাল ওয়াশিংটনে যাব। ওখান থেকে ফিরে এসে আমার আসল কাজ শুরু হবে।

.

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল, এবার সত্যি সত্যি অভিযান শুরু হল। সর্বত্র অলিভারের হাসি মুখের ছবি। টেলিভিশনের পর্দায় ঘন ঘন তার উপস্থিতি। বিভিন্ন মিছিলের পুরোভাগে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। রাজনৈতিক আলোচনা সভায় যোগ দিচ্ছেন। পিটার ট্যাগারের ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, অলিভারের জনপ্রিয়তা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

তিনি সেনেটরকে বলেছিলেন–আর মাত্র পাঁচ পয়েন্ট পেতে দিন, তাহলে দেখবেন আমরা কোথায় পৌঁছে যাব। গভর্নরের থেকে তিনি মাত্র দশ পয়েন্টে পিছিয়ে আছেন। অনেকটা সময় আছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লড়াইটা সমানে সমানে পৌঁছে যাবে।

সেনেটর ডেভিস মাথা নাড়লেন অলিভার জিতবেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

.

টড ডেভিস এবং জ্যান প্রাতরাশের আসরে।

কী জ্যান, ছেলেটির কথা বল? কিছু বলেছে কি?

জ্যানের ঠোঁটে হাসি–এখনও বলার সময় হয়নি বাবা, আমি বুঝতে পারছি, আজ অথবা কাল সে প্রস্তাব দেবেই।

-বেশিদিন ঝুলিয়ে রেখো না। ও গভর্নর হবে, তার আগে বিয়ের ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেল। গভর্নরের সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন থাকলে ভোটাররা বেশি খুশি হয়।

জ্যান দুহাত বাড়িয়ে দিল বাবা, তুমি আমাকে একটা সুন্দর উপহার দিয়েছে। সত্যিই আমি ওকে পাগলের মতো ভালোবাসি।

সেনেটরের চোখের তারায় জ্যোতি- যতদিন ও তোমাকে খুশি রাখবে, আমিও সুখে শান্তিতে থাকতে পারবো।

সবকিছু এগিয়ে চলেছে, মসৃণ পথে, কোথাও কোনো বাধার চিহ্ন নেই।

.

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা। সেনেটর ডেভিস ঘরে ফিরে এসেছেন। জ্যান তার ঘরে বসে আছে। ফোঁপানির কান্নার শব্দ।

সেনেটর তাকালেন–কী হয়েছে?

–আমি এখান থেকে চলে যাব। এ জীবনে আর অলিভারের মুখ দেখবে না।

–কী হয়েছে বলো তো?

–গতরাতে অলিভার একটা হোটেলে ছিল, আমার প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে বান্ধবী সবকিছু জানিয়েছে। তুমি বলো বাবা এমন মানুষকে বিশ্বাস করা যায়।

সেনেটরের মাথার ভেতর আশঙ্কার মেঘ–হয়তো ও মিথ্যে করে বলেছে।

না, আমি অলিভারকে ফোন করেছিলাম। অলিভার সব কিছু স্বীকার করেছে। আমি চলে যাচ্ছি, আমি প্যারিসে থাকবো।

-সত্যি?

–হ্যাঁ।

পরের দিন সকালবেলা, জ্যানকে আর দেখা গেল না!

.

সেনেটর অলিভারকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমার আচরণে আমি হতাশ হয়েছি।

অলিভার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন–যা ঘটে গেছে তার জন্য আমি দুঃখিত টড, এটা মুহূর্তের উত্তেজনা, আমি ড্রিঙ্ক করেছিলাম, মেয়েটি আমার কাছে আসে, প্রস্তাব রাখে, আমি না বলতে পারিনি।

–আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। সেনেটরের কথায় সহানুভূতি। আসলে তুমি তো একজন পুরুষ, এমন তো ঘটতেই পারে।

অলিভারের ঠোঁটে নিরাপত্তার হাসি–ভবিষ্যতে ঘটবে না আমি কথা দিচ্ছি।

–আগামী দিনে তুমি একজন গভর্নর হবে, ব্যাপারটা মনে রেখো।

রক্ত জমেছে অলিভারের মুখে–আপনি কী বলছেন?

কথাটা বলবো কী? আমি এখন তোমাকে আরে সমর্থন করবো না। কারণ তুমি আমার মেয়ের জীবনে আঘাত এনেছে।

-জ্যানের সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক।

–আমি সকলকে বলেছিলাম, আগামী গভর্নর আমার ভবিষ্যৎ জামাই। যখন তুমি আমার জামাই হতে পারলে না তোমাকে সমর্থন করে কী লাভ? নতুন কোনো প্রার্থীর সন্ধান করতে হবে।

–ব্যাপারটা এভাবে নেবেন না টড।

সেনেটর ডেভিস হাসলেন–না, আমি যা বলি একবারই। বলি, অলিভার, তুমি ভেবো না আর আমি তোমাকে সাহায্য করবে। তবে তুমি লড়াই করলে আমি দূর থেকে শুভ কামনা জানাবো।

অলিভার বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলেন, তারপর বললেন–যা কিছু ঘটেছে আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

সেনেটরের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। চোখে নেমেছে কঠিন চাউনি।

.

অলিভার চলে গেলেন, সেনেটর পিটার ট্যাগারকে ডাকলেন–প্রচার পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে।

– কেন? দেখছেন না, জনপ্রিয়তা কীভাবে বাড়ছে?

–আমি বলছি এটা বাতিল করুন। সমস্ত দেওয়াল থেকে অলিভারের পোস্টার তুলে ফেলুন। অলিভারকে লড়াইয়ের বাইরে রাখতে হবে।

.

দু-সপ্তাহ কেটে গেছে। অলিভার রাসেলের রেটিং ক্রমশ পড়তির দিকে। ছবি আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রেডিওতে বক্তব্য নেই। টেলিভিশনে মুখ নেই।

-গভর্নর অ্যাডিসনের জনপ্রিয়তা চড়চড় করে বাড়ছে। তাড়াতাড়ি একজন নতুন প্রার্থীর সন্ধান করতে হবে।

পিটার ট্যাগারের মন্তব্য।

সেনেটর চিন্তিত অনেক সময় আছে, দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

.

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, অলিভার রাসেল এসেছেন বেলি অ্যান্ড টমকিন্স এজেন্সির অফিসে প্রচার পরিকল্পনার দায়িত্ব দেবার জন্য। জিম বেলি তাকে লেসলির মতো এক সুন্দরী মহিলার সাথে আলাপ করিয়েছেন। গল্পটা নতুন করে শুরু হয়েছে। মেয়েটির বয়স কম হলে কী হবে, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। যে কোন সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করতে পারে। জ্যানের জন্য একটু ব্যথা, কিন্তু সে ব্যথাটাকে অতিক্রম করতে হবে। লেসলির জগতটা একেবার আলাদা। লেসলি আবেগী। এবং স্পর্শকাতরা। আহা, এমন মেয়েকে

দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, অলিভার বোধহয় অরণ্য মধ্যে পথ হারিয়েছেন।

–এটাই প্রথম পদক্ষেপ, তুমি কিছুদিন গভর্নর হিসেবে থাকো, আমি কথা দিচ্ছি। শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমি হোয়াইট হাউসে নিয়ে যাব।

না, নিকুচি করেছে হোয়াইট হাউসের। আমি লেসলিকে বিয়ে করে সুখী স্বামী হতে চাই। অলিভার শপথ নিলেন।কিন্তু, মাঝেমধ্যে হোয়াইট হাউস তাকে এক উন্মাদ উত্তেজনার হাতছানি দিয়ে ডাকে।

.

অলিভারের বিয়ের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সেনেটর ডেভিস ট্যাগারকে ডেকে পাঠালেন।

–পিটার, একটা সমস্যা হয়েছে, অলিভারকে আমরা এইভাবে শেষ করে দেব? এমন একজন মেয়েকে সে বিয়ে করবে যার কোনো অতীত নেই? ভবিষ্যৎ শূন্য?

পিটার ট্যাগারের চোখে কৌতূহল সেনেটর, বিয়ের ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেছে। এখন এসব কথা বলে কী লাভ?

সেনেটর ডেভিসের মনে চিন্তা–এখনও তো বিয়েটা হয়নি, হয়েছে কি?

প্যারিসে মেয়েকে ফোন করলেন। জ্যান, আরেকটা খারাপ খবর দিচ্ছি। অলিভারের বিয়ে হতে চলেছে।

দীর্ঘক্ষণ নীরবতা আমি জানি।

সবথেকে মজার খবর কী জানো তো, অলিভার কিন্তু ওই মেয়েটাকে মোটেই ভালোবাসে না। তোমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ, তুমি কি চেয়ে চেয়ে দেখবে? অলিভার এখনও তোমাকেই ভালোবাসে।

–অলিভার নিজের মুখে একথা বলেছে?

অবশ্যই, তুমি তাকে এভাবে আত্মহত্যা করতে দেবে? বেবি, আরেকবার চিন্তা করো।

–বাবা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

অলিভারকে দেখলে তোমার মায়া হবে।

–সত্যি ওসব কথা বলেছে।

–তুমি কি অলিভারকে এখনও ভালোবাসো?

–আমি জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত অলিভারকে ভালোবাসবো।

তাহলে এখনও কিন্তু গল্পটা শেষ হয়নি।

–বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গেছে।

হানি, একটু অপেক্ষা করে দেখো না কী হতে পারে। হয়তো অলিভার তার ভুল বুঝতে পারবে।

সেনেটর ডেভিস রিসিভারটা নামিয়ে দিলেন, পিটার ট্যাগার প্রশ্ন করলেন সেনেটর আপনি কী চিন্তা করছেন?

সেনেটর বললেন–না, ভাবছি আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করলে কেমন হয়? অলিভারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

.

সেদিন বিকেলবেলা অলিভার রাসেলকে, সেনেটর ডেভিসের অফিসে দেখা গেল।

–অলিভার তোমাকে দেখে ভালোই লাগছে, তুমি কেমন আছো বলো?

টড, আমি ভালোই আছি।

অলিভার চেয়ারে বসে আছেন।

আমার একটা সমস্যা আছে, প্যারিসে, আমার একটা কোম্পানির সমস্যা। তোমায় এখনই সেখানে যেতে হবে।

–আমি অবশ্যই যাব, কবে ওই মিটিংটা আছে? ক্যালেন্ডারের দিকে নজর রাখতে হবে।

–এখনই যেতে হবে।

অলিভার অবাক হয়ে গেছেন এখনই?

–হ্যাঁ, তোমাকে এত তাড়াতাড়ি কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি বলে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। খবরটা এখন এসেছে। এয়ারপোর্টে আমার প্লেন দাঁড়িয়ে আছে, তুমি এখনই চলে যাও। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অলিভারের চিন্তিত মুখ–আমি চেষ্টা করছি।

-এইজন্যই তোমায় এত ভালো লাগে, আমি তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি। তোমার প্রতি খারাপ আচরণ করেছিলাম, তার জন্য আমায় ক্ষমা করো। তুমি কী সর্বশেষ ফলাফল দেখেছো? মনে হচ্ছে তোমার জনপ্রিয়তা কমছে।

–আমি জানি।

–তবে ভেবো না ব্যাপারটা উল্টে যাবে।

–কিন্তু?

–তুমি একজন ভালো গভর্নর হবে। তোমার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তুমি যথেষ্ট অর্থ পাবে। অনেক ক্ষমতা। ক্ষমতা আর অর্থ থাকলে পৃথিবীর রাজা হওয়া যায়। জানো তো?

অলিভারের দুচোখে তখন অনেক স্বপ্ন। আমি একদিন বিশ্বের সবথেকে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হব? অলিভার ভাবতেই পারছেন না।

তারপর? সেনেটর বললেন–জ্যানের সাথে কথা হল, আজ সকালে, জ্যান প্যারিসে আছে। রিজে। আমি বললাম, তোমার বিয়ে হতে চলেছে, জ্যান কেঁদে উঠেছে। তার ফোঁপানির শব্দ আমি শুনতে পেয়েছি।

টড, এব্যাপারে আমি দুঃখিত।

–তোমরা দুজন কেন পরস্পরকে ছেড়ে দিলে?

টড, আগামী সপ্তাহে আমার বিয়ে।

–আমি জানি, এ ব্যাপারে আমার নাক গলানো উচিত নয়। কিন্তু কেবলই আমার মনে হচ্ছে, বিয়ে হল পৃথিবীর সবথেকে পবিত্র ঘটনা। তুমি আমার আশীর্বাদ পাবে অলিভার।

–আমার ভালই লাগছে।

–আমি জানি, সেনেটর ঘড়ির দিকে তাকালেন, বাড়ি যাও এবং ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে এসো। প্যারিসে গেলে সব জানতে পারবে।

অলিভার উঠে দাঁড়ালেন ভয় পাবেন না, আমি এখনই যাচ্ছি।

–ঠিক আছে, রিজ হোটেলে তোমার জন্য ঘর বুক করা আছে।

.

সেনেটর ডেভিসের চ্যালেঞ্জার এরোপ্লেন, প্যারিসের দিকে উড়ে চলেছে। সেনেটরের সঙ্গে কথাবার্তা, অলিভারের মনে পড়ছে। তুমি একজন ভালো গভর্নর হবে, তোমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। অর্থ এবং ক্ষমতা থাকলে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনা যায়।

আরও একটি কথা, একটি উজ্জ্বল সুন্দর মুখ, অলিভার ভাবলেন–না, অর্থ অথবা সম্পত্তি নয়, আমি চাই একটি সুন্দরী মেয়েকে খুশি করতে। সেটাই হবে আমার এ জীবনের একমাত্র শপথ!

.

অলিভার এয়ারপোর্টে নামলেন। লিমুজিন দাঁড়িয়ে ছিল।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলেন–মিঃ রাসেল কোথায় যাব?

–রিজ হোটেল।

কিন্তু সেখানে কি? আমি অন্য কোথাও থাকবো। না, একবার নিজেই যাই, জ্যানের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে

.

–আমি অলিভার, প্যারিসে এসে গেছি।

অলিভারের টেলিফোন, জ্যানকে উদ্দেশ্য করে।

জ্যানের নিষ্ঠুর উত্তর বাবা সবকিছু বলেছে।

–আমি নীচের লবিতে আছি, তুমি কি একবার আসবে?

–তুমি ওপরে উঠে এসো।

অলিভার ঢুকে পড়লেন জ্যানের সুইটের মধ্যে। কী বলবেন তা তখনও জানেন না।

জ্যান অপেক্ষা করছিল। অলিভার সামনে এগিয়ে গেল।

জ্যান কাছে এল, হাতে হাত রাখলো, বলল বাবা বলেছে, তুমি আসছো। আমি খুব খুশি হয়েছি।

অলিভার অবাক হয়ে গেছেন। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। লেসলির কথা বলা উচিত । হবে কি? শব্দ হারিয়ে গেছে। যা ঘটে গেছে তার জন্য দুঃখিত। আমি অন্য

একটি মেয়েকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি সবসময় তোমাকেই চাই.. তোমাকে কিছু বলতে এসেছি, অলিভারের কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

জ্যানের দিকে তাকালেন, না, কিছুই বলা সম্ভব হল না। মনে পড়ছে জ্যানের বাবার কথা। তুমি একদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবে। ভেবো না, এটা আমার বানানো প্রতিশ্রুতি।

–ডার্লিং ।

তারপর? জীবন এগিয়ে চলল নিজের মতো।

–আমি একটা মস্ত বড় ভুল করেছি জ্যান, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে বিয়ে করবো।

–অলিভার?

–তুমি আমাকে বিয়ে করবে তো?

–হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি ভাবতে পারবো না।

বেডরুম। একটি নিষ্কলঙ্ক শয্যা। তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

কয়েকটা দিন কেটে গেছে দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে।

–তুমি কখনও আমার মনের বাইরে যেতে পারোনি।

তারপর?

চিৎকারের শব্দ।

অসাধারণ অনুভূতি। সন্তুষ্ট এবং আনন্দ। শিহরণ ও সুখ।

লেসলিকে সব কথা খুলে বলতে হবে।

.

পনেরো মিনিট কেটে গেছে, জ্যানের টেলিফোন–বাবা, অলিভার আর আমি বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি।

-সত্যিই একটা ভালো খবর জ্যান। আমার মনে আনন্দের শিহরণ জেগেছে। প্যারিসের মেয়র আমার পুরোনো বন্ধু। উনিও আমাকে ফোন করবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি কেমন?

–কিন্তু।

অলিভারকে দাও।

–এক মিনিট বাবা।

–অলিভার, বাবা তোমাকে ডাকছেন।

–টড?

–তুমি আমাকে খুশি করেছে।

ধন্যবাদ, আমারও একই অনুভূতি।

–তোমাদের বিয়েটা প্যারিসে হবে। তোমরা এখানে এলে চার্চে আবার বিয়ের অনুষ্ঠান। ক্যালভারি চ্যাপেলে, কেমন?

অলিভারের মনে সংশয় ক্যালভারি চ্যাপেল? কেন?

সেখানে তো আমার আর লেসলির...

সেনেটর ডেভিসের কণ্ঠস্বরে শীতলতা- অলিভার এখন এসব কিছু ভেবো না কেমন?

লেসলির কথা মনে হল, এক মুহূর্তের জন্য। তারপর? তারপর শুধুই জ্যান এবং জ্যান।

.

লেসলিকে অলিভার মন থেকে তাড়াতে পারেননি। মাঝে মধ্যে লেসলির মুখ মনে পড়ে। মনে হয় একবার লেসলির কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন। সব কথা খুলে বলবেন। টেলিফোনে হাত রাখেন, কিন্তু কী বলবেন, অবশেষে এই ইচ্ছাটা মন থেকে ত্যাগ করলেন।

অলিভার এবং জ্যান লেক্সিংটনে ফিরে এসেছেন। অলিভারের প্রচার পরিকল্পনা জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। পিটার ট্যাগার সবকটি সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। অলিভারের মুখ বার বার টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে। রেডিও খুললেই তার গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে উঠছে। খবরের কাগজে অলিভারকে নিয়ে একটির পর একটি প্রতিবেদন বের হচ্ছে। কেনটাকি কিংডম ফ্রিল পার্কে বিরাট জনসভায় ভাষণ দিলেন। টয়োটা মোটর প্ল্যান্টের মিছিলে যোগ দিলেন। ল্যানকাস্টারের মলেও ভাষণ দিলেন।

এভাবেই একটা গল্প শুরু হচ্ছে।

পিটার ট্যাগার ক্যাম্পিং বাসের আয়োজন করেছেন। এই বাস সমস্ত প্রদেশে পরিভ্রমণ করবে। জর্জটাউন থেকে স্টানফোর্ড, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ভার্সাইল, উইনচেস্টার সর্বত্র। অলিভার কেনটাকি ফেয়ার গ্রাউন্ডে ভাষণ দিলেন। তার সম্মানে বারগো দেওয়া হল। হাজার মানুষের উন্মাদ উত্তেজনা!

.

অলিভারের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। বিয়ের জন্য মাত্র কয়েক দিনের বিরতি। লেসলিকে চার্চে দেখা গেল। অলিভারের মনে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। পিটার ট্যাগারের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন।

–লেসলি কি আমাকে আঘাত করবে? কোনো অনভিপ্রেত পরিবেশ?

না, কখনই তা হবে না। ওকে মন থেকে ভুলে যাও।

অলিভার বুঝতে পারছেন না। ঘটনাচক্র সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

নির্বাচনের দিন এগিয়ে এসেঁছে, লেসলি একা বসে আছে তার অ্যাপার্টমেন্টে। টেলিভিশন সেটের সামনে। অলিভার জিততে জিততে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। মধ্যরাত, গভর্নর অ্যাডিসনের মুখ দেখা গেল। তিনি তার শেষ ভাষণ দিচ্ছেন। লেসলি টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

এখন আমাকে আরও বেশি কাঁদতে হবে। আজ সারা রাত আমি শুধু কাদবো। আমি পুরোনো কেনটাকির গান গাইবো। সেই গান যা আমি অনেকদিন আগে শুনেছিলাম।

এবার বোধহয় সময় হয়েছে।

.

০৩.

সেনেটর টড ডেভিসের সকালবেলাটা ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। তিনি উড়ে গেলেন লুইস স্ক্রিলে। সারা দিন সেখানেই ছিলেন। সেখানে অনেকগুলো কাজ ছিল।

পিটার ট্যাগারকে বললেন–প্রত্যেকটা ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। দেখবেন ছোটখাটো । বিষয়গুলো যেন নজর এড়িয়ে না যায়।

একটা ভালো মাদী ঘোড়া কিনলেন। আগামী ডার্বিতে প্রথম পুরস্কার আমিই পাবো, মনে মনে ভাবলেন।

সেলুলার ফোনটা বেজে উঠল। পিটার ট্যাগার উত্তর দিলেন, কে বলছেন?

তারপর সেনেটরের দিকে তাকালেন, বললেন–লেসলি স্টুয়ার্টের ফোন। আপনি কথা বলবেন কি?

সেনেটর ডেভিস ভাবলেন নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। তারপর ট্যাগারের হাত থেকে ফোনটা তুলে নিলেন মিস স্টুয়ার্ট?

–সেনেটর ডেভিস, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। একবার দেখা করতে পারি কি?

–আজ রাতে আমি ওয়াশিংটনে যাব। মনে হচ্ছে

–আমি এখনই আসতে পারি, ব্যাপারটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

সেনেটর ডেভিস একটু ইতস্তত করলেন- যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে তুমি বরং আমার ফার্মে চলে এসো। তুমি কি সেখানে দেখা করবে?

এটাই ভালো প্রস্তাব।

–এক ঘণ্টার মধ্যে আসছে তো?

–অনেক ধন্যবাদ।

ডেভিস ইন বোতামটা টিপলেন। ফোনটা ট্যাগারের হাতে তুলে দিলেন।

পিটার–তার সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারে অন্য রকম ছিল। আমি ভেবেছিলাম যে বিয়ের আগেই টাকা চাইবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্য রকম।

–কী হয়েছে সেনেটর?

–কেন এই তাড়া আমি বুঝতে পারছি। মিস স্টুয়ার্ট জানতে পেরেছে সে অন্তঃস্বত্তা। অলিভারের সন্তান তার পেটে। অর্থনৈতিক সাহায্য চাই। এটা হল পৃথিবীর এক আদিম খেলা!

.

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, লেসলি ডাচ হিলে পৌঁছে গেছে। সেনেটরের ফার্ম। একজন গার্ড দাঁড়িয়েছিল–মিস স্টুয়ার্ট?

-হ্যাঁ।

–সেনেটর ডেভিস আপনার জন্য বসে আছেন। আপনি এই দিকে যান।

লম্বা করিডোর, লাইব্রেরির প্রত্যেকটি তাকে বই। সেনেটর ডেস্কে বসে ছিলেন। একটা বই পড়ছিলেন। লেসলির দিকে তাকালেন, মাই ডিয়ার, বোসো।

লেসলি বসল, সেনেটর বলতে থাকলেন ব্যাপারটা সত্যিই উত্তেজনায় ভরপুর। কেনটাকির ডার্বির নাম সকলেই জানে। তুমি জানো এই ডার্বিতে প্রথম কে জিতেছিল?

-না।

–১৮৭৫ সালে অ্যারিসটিডেস, তবে তুমি তো ঘোড়ার গল্প শুনতে এখানে আসোনি।

বইটা বন্ধ করে তিনি বললেন–বলল, তুমি আমার কাছ থেকে কী সাহায্য চাইছো?

সেনেটর জানেন এখন কোন্ শব্দগুলো ভেসে আসবে ওই তরুণী বুদ্ধিমতী রূপসী মেয়েটির মুখ থেকে। ও এক্ষুনি বলবে আমি আবিষ্কার করলাম আমার পেটে অলিভারের বাচ্চা। কী করবো বুঝতে পারছি না। আমি চাইনা ব্যাপারটা জানাজানি হোক। আমি এই বাচ্চাটাকে মানুষ করতে চাইছি। কিন্তু অত টাকা আমার নেই।

আপনি কি হেনরি চেম্বারসকে চেনেন? লেসলির প্রশ্ন।

সেনেটর ডেভিস অবাক হয়ে গেছেন–এইভাবে প্রশ্ন হতে পারে তিনি ভাবতেই পারেননি- হ্যাঁ, আমি চিনি, কেন?

–একটা চিঠি লিখে দেবেন।

সেনেটর ডেভিস লেসলির দিকে তাকালেন।

–এটাই কী সাহায্য? তুমি হেনরি চেম্বারসের সঙ্গে দেখা করতে চাও?

-হ্যাঁ।

উনি এখন এখানে নেই মিস স্টুয়ার্ট, উনি এখন অ্যারিজোনাতে থাকেন।

আমি জানি, আমি অ্যারিজোনাতে যাচ্ছি। সেখানকার কারোর সাথে পরিচয় থাকলে ভালো হতো।

সেনেটর ডেভিস কিছু একটা ভাবলেন। এমন কোনো ঘটনা যা তিনি বুঝতে পারছেন না।

তিনি প্রশ্ন করলেন–হেনরি চেম্বারস সম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে কি?

না, শুধু জানি উনি কেনটাকি থেকে এসেছেন।

সেনেটর কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। মেয়েটি সুন্দরী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আচ্ছা কী করা যায় দেখছি। উনি বললেন–আমি ফোন করছি।

পাঁচ মিনিট বাদে উনি হেনরি চেম্বারসের সঙ্গে কথা বললেন।

–হেনরি, তোমাকে একটা খুশির খবর দিচ্ছি।

আমার এক বন্ধু কাল তোমার শহরে পৌঁছচ্ছে। ওখানে সে কিছুই চেনে না। তুমি একটু ওপর ওপর নজর রাখবে।

কেমন দেখতে?

সেনেটর লেসলির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন–খুব একটা খারাপ নয়। তবে পেছনে লেগো না যেন।

কিছুক্ষণের নীরবতা, লেসলির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন–তোমার প্লেন কখন নামছে?

দুটো বেজে পঞ্চাশ, ডেল্টা ফ্লাইট একশো উনষাট।

সেনেটর খবরটা ফোন মারফত জানিয়ে দিলেন।

–ওর নাম লেসলি স্টুয়ার্ট, একটু দেখো হেনরি। তোমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ রাখবো।

ধন্যবাদ, লেসলি বলল।

তারপর? সেনেটর ভাবতে বসলেন হেনরি চেম্বারসের সঙ্গে এই মেয়েটির কি দরকার থাকতে পারে?

.

ব্যাপারটা এতদূর পৌঁছে গেছে লেসলি ভাবতেও পারেনি। এটা যেন এক শেষ না হওয়া দুঃস্বপ্ন।

সব জায়গায় ফিসফিসানি, কানাকানি। কেউ বলছে–এই হল সেই মেয়েটি, না, এটা অলিভারের করা মোটেই উচিত হয়নি।

–আমি ভাবছি বিয়ের গাউনটা নিয়ে মেয়েটা এখন কী করবে?

এত সমালোচনা, এত তিক্ত ব্যক্য। লেসলি ভাবলো, না, এবার আর কোনো ক্ষমা নেই। অলিভারের হাতে টাকা এবং ক্ষমতা আছে। আমি তার থেকেও বেশি অর্থবান হয়ে উঠবো, কিন্তু কীভাবে?

.

ফ্রাঙ্কফুর্ট, সেন্ট ক্যাথিড্রাল ফুল দিয়ে সাজানো হল। সেখানেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

জ্যান অলিভারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গর্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে স্বামীর দিকে। স্বামীকে কেনটাকির গভর্নর হিসেবে শপথ নিতে হল।

এবার অলিভারের গন্তব্য হোয়াইট হাউস, বাবা বলেছেন এটা উনি করবেন। জ্যান ভাবলো, সবকিছুই সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছে।

.

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে, অলিভার এবং শ্বশুরমশাই এগজিকিউটিভ ম্যানসনের বিরাট লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

সেনেটর টড ডেভিস চারপাশে তাকালেন। বললেন–বাঃ, একটা সুন্দর জীবন, ভালো লাগছে তো?

অলিভার শান্তভাবে জবাব দিলেন–সবকিছুই আপনার জন্যে স্যার, আমি কোনোদিন ভুলবো না।

সেনেটর ডেভিস হাত নাড়লেন–না, এই কথাটা মনে রেখো না। তোমার যোগ্যতা ছিল, তাই তুমি এখানে আসতে পেরেছে। আমি একটু সাহায্য করেছি মাত্র।

...আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে তোমায় কিছু বলবো, তুমি শুনবে তো?

অলিভার বললেন–হা টড, আমি নিশ্চয়ই শুনবো।

–মনে রেখো, একজন রাজনীতিবিদকে নানা ধরনের সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয়। কখনও সমস্যার সামনে ভেঙে পড়ো না, বুঝলে?

সেনেটর তার দামী চামড়ার ব্রীফকেসটা খুললেন। একগোছা কাগজ তুলে দিলেন অলিভারের হাতে। বললেন–কেনটাকিতে যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে তোমায় বাস করতে হবে এটা হল তাদের তালিকা। তাদের মধ্যে অনেকেই খুব শক্তিশালী। কিন্তু সকলেরই

কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে। যেমন ধরো মেয়র, তার দুর্বলতার কথা এই কাগজে লেখা আছে।

অলিভারের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।

–আপনি এগুলো রেখে দিয়েছেন? আমি ভাবতেই পারছি না।

টড হাসলেন। বললেন–হা। এটাই আমার সোনার খনি। অনেক বিশ্বাস করে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। দেখো নষ্ট কোরো না।

অলিভার মাথা নেড়ে বললেন–না, আমি নষ্ট করবো না।

সেনেটর বললেন আমি ওয়াশিংটনে ফিরে যাব। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে জানিও কেমন!

.

রোববার, সেনেটর ডেভিসের সঙ্গে কথা হল, অলিভার পিটার ট্যাগারকে খুঁজে বেড়ালেন।

-উনি চার্চে গেছেন গভর্নর।

–হ্যাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কালকে যেন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়।

পিটার ট্যাগার প্রতি রোববার চার্চে যান। পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে। দু-ঘণ্টা ধরে প্রার্থনা করেন। এই মানুষটিকে দেখলে হিংসে হয়, অলিভার ভাবলেন।

সোমবার সকালবেলা, ট্যাগার অলিভারের অফিসে এসেছেন অলিভার, তুমি আমাকে ডেকেছো?

ব্যক্তিগত সাহায্য চাইছি।

–কী করতে হবে?

আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট চাই।

–কেন? এটা কী, তোমার পক্ষে থাকার ভালো জায়গা নয়।

না, রাত্রিতে ব্যক্তিগত অধিবেশন থাকে। সেগুলো বাইরে প্রকাশ করা যায় না। আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন।

কিছুক্ষণের নীরবতা–হ্যাঁ।

–শহর থেকে একটু দূরে। আপনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন কী?

–হ্যাঁ, পারবো।

–এটা কিন্তু আপনার আর আমার মধ্যে।

পিটার মাথা নাড়লেন, বোঝা গেল খুশি হননি।

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, সেনেটর ডেভিসের কাছে ফোন করলেন।

–অলিভার একটা অ্যাপার্টমেন্ট চাইছে, নিজের জন্যে। ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছে।

–পিটার দেখো, জ্যান যেন জানতে না পারে। ইন্ডিয়ান হিলসের বাইরে একটা জায়গা বের করো। যেখানে গোপনে প্রবেশ করা যাবে।

পিটার অবাক হয়ে গেলেন, তিনি অন্যরকম ভেবেছিলেন।

.

০৪.

হঠাৎ দুটো নতুন সমস্যা এল লেসলির জীবনে। লেক্সিংটন হেরাল্ড লিডার পত্রিকার প্রতিবেদন। সম্পাদকীয় স্তম্ভে গভর্নর অলিভার রাসেলের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, একদিন অলিভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট হবেন।

পরর্বতী পাতায় আরেকটি প্রতিবেদন লেক্সিংটনের পুরোনো বাসিন্দা হলেন হেনরি চেম্বারস। তার ঘোড়া কেনটাকি ডার্বি জিতেছিল, পাঁচ বছর আগে। জেসিকা, তার তৃতীয় বউ, ডিভোর্স করেছেন। চেম্বারস এখন ফোনেইস্কে থাকেন। তিনি একটি পত্রিকার মালিক ও প্রকাশক।

গণমাধ্যমের বিপুল সম্ভাবনা। এটাই আসল শক্তি। আমরা জানি, ক্যাথেরিন গ্রাহাম এবং তার ওয়াশিংটন মোস্ট এক প্রেসিডেন্টের জীবন দুর্বিষহ করেছিল।

এই চিন্তাটা লেসলিকে আচ্ছন্ন করল।

.

দুদিন ধরে লেসলি ব্যস্ত ছিল হেনরি চেম্বারস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সে হাতে পেল। বয়েস পঞ্চান্ন বছর, পৃথিবীর সকলকেই ভালোবাসতে চান। বিরাট ব্যবসার মালিক। কিন্তু টাকাটা লেসলিকে আকর্ষণ করেনি।

আবার সেই পুরোনো কথা। সংবাদপত্র-এর মাধ্যকে জগৎ জয় করা যেতে পাবে।

.

সেনেটর ডেভিসের সঙ্গে কথা হল, লেসলি জিম বেলির অফিসে ঢুকে পড়ল–জিম, আমি যাচ্ছি।

–হ্যাঁ, তোমার ছুটির দরকার। কবে তুমি ফিরবে?

–আমি আর ফিরছি না।

–লেসলি কী বলছো? তুমি কেন পালিয়ে যাচ্ছ?

না, আমি পালাচ্ছি না।

–তুমি কী ঠিক করেছো?

–হ্যাঁ।

–তোমাকে হারাতে হবে। সত্যি বলছো?

–হ্যাঁ, এটাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত!

.

লেসলি স্টুয়ার্টের মনে নানা চিন্তার ভিড়। হেনরি চেম্বারসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অনেকগুলো সম্ভাবনা। একটির পর একটি বাতিল করতে থাকে। ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে থাকে। সেনেটর ডেভিসের কথা মনে পড়ছে। ডেভিস আর চেম্বারসের একইরকম পটভূমি। একই বৃত্তের মধ্যে ঘোরাফেরা, দুজন দুজনের সাথে পরিচিত। তাই লেসলি ভাবল, আমার সিদ্ধান্তটা সঠিক।

.

ফোনেইক্সের ফ্লাই হারভার্ড এয়ারপোর্ট। লেসলির বিমান অবতরণ করেছে। সে টারমিনালের নিউজ স্ট্যান্ডের কাছে চলে গেল। ফোনেইক্স স্টারের একটা কপি কিনলো। অ্যারিজোনার রিপাবলিক কিনলো। ফোনেই গেজেট কিনলো। হ্যাঁ, ওই জ্যোতিষীর

কলামটা দেখা যাচ্ছে। আমি তো জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করি না। দেখা যাক কী লিখেছে? –ভবিষ্যতের দিনগুলো সোনালী হয়ে উঠবে। সাবধানে পা ফেলতে হবে।

লিমুজিন দাঁড়িয়েছিল, ড্রাইভার বলল–আপনি মিস স্টুয়ার্ট?

–হ্যাঁ

–মিঃ চেম্বারস তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়েছেন। আপনাকে হোটেলে নিয়ে যেতে হবে।

লেসলি একটু অবাক হয়েছে অনেক ধন্যবাদ। অবাকের সাথে হতাশা, লেসলি ভেবেছিল উনি বোধহয় নিজে আসবেন।

–আপনি কখন ডিনারে যোগ দেবেন?

–হ্যাঁ, উনি যখন আমাকে ডাকবেন।

.

আটটা বেজেছে, লেসলির সাথে হেনরি চেম্বারস নৈশভোজের আসরে বসে আছেন। চেম্বারস এক সুন্দর চেহারার পুরুষ। মুখের মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ। ক্রমশ ধূসর হয়ে আসা–বাদামি চুল। সব সময়ে উৎসাহের আগুনে পুড়ছেন।

উনি লেসলির দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছে দৃষ্টি থেকে টড খুব একটা খারাপ বলেনি।

ধন্যবাদ।

লেসলি এখানে কেন এসেছো?

–আমি এই শহরটা সম্পর্কে অনেক শুনেছি, এখন থেকে এখানেই থাকবো।

-হ্যাঁ, এই শহরটাকে তুমি ভালোবেসে ফেলবে। অ্যারিজোনাতে সব আছে, গ্রান্ড ক্যানিয়ান, মরুভূমি, পাহাড়, তুমি সবকিছু পাবে।

লেসলি ভাবলো, হ্যাঁ, আমি সব পাবো।

–আমাকে একটা ছোট্ট জায়গা খুঁজে বের করে দিতে হবে। আপনি সাহায্য করবেন তো?

লেসলি জানে তার সঙ্গে যে টাকা আছে তাতে তিনমাসের বেশিচলবেনা। বড়জোড় দুমাস, কিন্তু দুমাসের পর সে এখানে নাও থাকতে পারে আর।

.

এ ধরনের অনেক বই পাওয়া যায়, কীভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ করা সম্ভব। কীভাবে প্রতিপক্ষের মন জয় করবে। লেসলি এই সব বইতে বিশ্বাস করে না। মানুষকে জিতে নেবার নিজস্ব কৌশল ইতিমধ্যেই আয়ত্ব করেছে সে। একটির পর একটি অস্ত্র প্রয়োগ

করতে থাকে হেনরি চেম্বারসের ওপর। হেনরি বিগলিত, স্বর্ণকেশী মেয়েরা সুন্দরী হয়ে থাকে, কিন্তু এত বুদ্ধিমতী?

আলোচনা এগিয়ে চলে–দর্শন, ধর্ম, আর ইতিহাস নিয়ে। শেষ অবধি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

.

হেনরি চেম্বারস লেসলির সাহচর্য প্রার্থনা করছেন। অনেক বন্ধুকে তিনি একথা বলেছেন। জীবনে অনেক মহিলার সংস্পর্শে এসেছেন, অনেক বাজারী বেশ্যা, কিন্তু কাউকে তার ভালো লাগেনি। লেসলিকে নিয়ে তিনি আর্ট ফেস্টিভ্যালে গেলেন। অ্যাকট্রেস থিয়েটারে। আরও কত জায়গাতে।

হকি খেলার আসর, হেনরি বললেন–তোমাকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে লেসলি। আমি কি তোমাকে ভালোবাসা জানাতে পারি?

লেসলি আনমনে হাত রাখলো হেনরির হাতে। শান্তভাবে বললো- অপেনাকে আমার ভালো লেগেছে হেনরি, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে আমি না বলবো।

.

পরের দিন লাঞ্চের আসর, হেনরি টেলিফোন করলেন–তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

লেসলির জবাব–আমি যাব। এই ডাকটার জন্য লেসলি অপেক্ষা করছিল।

দুটো সংবাদপত্র, অ্যারিজোনা রিপাবলিক আর ফোনেই গেজেট। দারুণ চলেছে। কিন্তু হেনরির কাগজ? কার? কেন পাঠাকদের মন জয় করতে পারছে না? ব্যাপারটা দেখতে হবে।

.

ফোনেইক্স স্টারের অফিসটা ছোট, লেসলি যা ভেবেছিল। লেসলি সবদিক ভালোভাবে দেখল। না, এইভাবে কোনো কাগজ চালানো যায় না।

হেনরি প্রশ্নের জবাব দিল। অনেক প্রশ্ন, লেসলি ভাবতেই পারছেনা, হেনরি কীভাবে কাগজ সম্পর্কে এত খবর রাখেন। তাহলে কাগজটা চলছে না কেন!

দুর্গের মতো একটা রেস্টুরেন্ট। পুরোনো ইতালীয় আমলের ডিনারটা দারুণ। চিংড়ি মাছের চচ্চরি, সস মাখানো শূয়োরের ঠ্যাং, ভিনিগারে চোবানো গরুর মাংস। আহা, আরও কত কী।

হেনরি বলতে থাকেন- আমি ফোনেইক্সকে ভালোবেসে ফেলেছি। ভাবতেই পারা যায় না, পঞ্চান্ন বছর আগে এখানকার জনসংখ্যা ছিল মাত্র পঁয়ষট্টি হাজার। এখন দশলক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

–আপনি কেন কেনটাকি ছেড়ে এখানে এলেন হেনরি?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে–এটা আমার নিজস্ব চিন্তাধারা নয়, আমার ফুসফুঁসে ফুটো দেখা দিয়েছিল। ডাক্তাররা মৃত্যু দাখিলা লিখে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন অ্যারিজোনাতে থাকলে আমি সেরে উঠবো। ভেবেছিলাম জীবনের বাকি দিনগুলো এখানে থাকবো।

মুখে হাসি–তারপর? এখানেই থেকে গেলাম। আমাকে দেখে খুব বুড়ো বলে মনে হয় কী?

না, বয়সের তুলনায় আপনাকে আরও ছোট দেখায়।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেনরি প্রশ্ন করলেন–আমি জানতে চাইছি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

লেসলি চোখ বন্ধ করলো, মনে পড়ে গেল, সেই শব্দগুলোর কথা, গাছের গুঁড়িতে লেখা ছিল, লেসলি তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

ভেবো না, তুমি এক গভর্নরকে বিয়ে করছো, আমি চিরদিন সামান্য অ্যাটর্নি হয়ে থাকবো।

লেসলি চোখ খুললো, হেনরির দিকে তাকালো-হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

দু-সপ্তাহ বাদে তারা পরস্পরকে বিয়ের বাঁধনে বেঁধে ফেললেন!

.

লেক্সিংটন হেরাল্ড লিডার পত্রিকাতে বিয়ের খবরটা প্রকাশিত হল। সেনেটর টড ডেভিস অনেকক্ষণ খবরটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

বোঝা গেল, লেসলি কেন এখানে এসেছিল। ব্যাপারটার মধ্যে রহস্য আছে।

কিন্তু কী সমস্যা? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না!

লেসলি আর হেনরি প্যারিসে গেল হানিমুন কাটাতে। যেখানে তারা গিয়েছিল, সব জায়গাতেই অলিভার এবং জ্যানের পদচিহ্ন আঁকা আছে। অবশ্য এসবই লেসলির কল্পনা। লেসলি ভাবলো, অলিভার নিশ্চয়ই জ্যানের কানে কানে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। একই রকম গল্পগাথা যা বলে পুরুষরা নারীর মন জয় করার চেষ্টা করে।

কিন্তু হেনরি মানুষটা একেবারে অন্যরকম। উনি মিথ্যে কথা বলতে শেখেননি, অন্য সময় হলে লেসলি হয়তো সত্যি সত্যি মানুষটাকে ভালোবাসতো। কিন্তু এখন লেসলি প্রতিজ্ঞা করেছে, কোনো পুরুষকে আর সে কখনও বিশ্বাস করবে না।

.

কয়েকদিন বাদে তারা ফোনেইস্কে ফিরে এল। লেসলি হেনরিকে বলল–হেনরি, আমি ওই কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছি। আমি একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতাম। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।

হেনরি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন।

হেনরি বুঝতে পারলেন, লেসলি মন দিয়ে লেক্সিংটন হেরাল্ড লিডার পত্রিকাটা রোজ পড়ে।

তিনি জানতে চেয়েছিলেন বাড়ির সাথে যোগাযোগ রাখতে চাইছো?

লেসলির মুখে হাসি আমি দেখতে চাইছি এই কাগজটা কেন এত বিখ্যাত। আমাদেরও সেইভাবে চিন্তা করতে হবে।

লেসলি জানিয়েছিল, স্টার পত্রিকাটা লোকসানে চলছে। হেনরির মুখ হাসি-হাসি, আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে টাকা আয় করি। এতে আমার কী হবে?

না, এতে অনেক কিছুই হবে, লেসলি ভাবলো। ফোনেইস্ক স্টার কেন এত খারাপ অবস্থায় চলবে? নতুন যন্ত্রপাতি নেই, ছাপার পদ্ধতি মান্ধাতা আমলের।

লেসলি নানা বিষয়ে হেনরির সঙ্গে আলোচনা করলো। কিন্তু হেনরি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এই পত্রিকা তার কাছে বিনোদনের মাধ্যম। এটাকে দাঁড় করালে কী লাভ?

লেসলি ভাবতে থাকে, ব্যাপারটা পাল্টাতে হবে।

.

স্টারের অ্যাটর্নির সাথে লেসলির বৈঠক।

কীভাবে কাজ চলছে?

মিসেস চেম্বারস, ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

–এখনও আমরা বাঁচতে পারি কী?

–হ্যাঁ, প্রিন্টার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে। জো রিলে, লোকটা সুবিধার নয়। এক ইঞ্চি জমি সে ছাড়বে না। যদি রিলে রাজি থাকেন তাহলে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে।

–আপনি ওকে বিশ্বাস করেন?

–হ্যাঁ করি বটে, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই শক্ত।

–কেন বলুন তো?

-শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন দেখা দিয়েছে। তারা আরও কম সময় কাজ করবে, বেশি বেতন চাইছে। আরও অনেক কিছু।

লেসলি চুপ করে গেল, ভাবলো, এই সমস্যাটার সমাধান করতেই হবে।

.

দুটোর সময় প্রস্তাবিত বৈঠকটা হবে। লেসলির একটু দেরি হয়েছে, সেরিসেপশন অফিসের দিকে গেল, জো রিলে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেক্রেটারীর সাথে কথা বলছিলেন। অ্যামি, সুন্দর দেখতে এক কালো চুলের তরুণী।

জো রিলেকে ভালো চেহারার এক আইরিশ ম্যান বলে বোঝা যায়। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স। পনেরো বছর ধরে এই জগতের সঙ্গে যুক্ত। তিন বছর আগে তিনি ইউনিয়নের প্রধান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রমিকদের জন্যে লড়তে বদ্ধপরিকর।

রিলে বলতে থাকেন তাহলে? অ্যামি? ব্যাপারটা এভাবেই চলবে তো?

অ্যামির মুখে হাসি জো, তোমার কথা শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

–আজ রাতে ডিনার? হবে কি একসঙ্গে?

–হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে ডিনার খেলে আমার ভালোই লাগবে।

রিলে তাকালেন, দেখলেন লেসলিকে শুভ বিকেল মিসেস চেম্বারস।

-শুভ বিকেল মিঃ রিলে, আপনি ভেতরে আসবেন তো?

.

রিলে আর লেসলি কনফারেন্স রুমে বসেছিলেন।

কফি খাবেন?

না, ধন্যবাদ।

–আর কিছু?

আপনি কি জানেন মিসেস চেম্বারস, কোম্পানির কাজের মধ্যে ড্রিঙ্ক করা উচিত নয়।

–আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, এবার কাজের কথায় আসা যাক।

–ঠিক আছে, বলুন কী শুনতে চাইছেন?

ইউনিয়নের প্রতি আমার সহানুভূতি থাকবে সবসময়। আমার মনে হয় আপনারা সত্যি আরও কিছু পেতে পারেন। কিন্তু এমন কিছু চাইবেন না যা আমরা দিতে পারবো না।

–ঠিক করে বলুন তো?

–আপনি কী জানেন বেশিরভাগ সময়ে ওভারটাইম দেওয়া হয়। তিনটে শিফটে কাজ করানো হয়। সপ্তাহের শেষে ছুটি। এইভাবে আর কতদিন চলবে? আমরা সবকিছু আবার নতুন ভাবে ভাববো।

–তার মানে? নতুন যন্ত্রপাতি? শ্রমিক ছাঁটাই? না, এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। এই পুরোনো মেসিনগুলো আছে বলেই অনেক শ্রমিকের পেটে অন্নের সংস্থান হচ্ছে।

রিলে উঠে দাঁড়ালেন–আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের চুক্তি আছে। তারপর? নতুন চুক্তি হলে আমরা কেউ কাজ করবো না।

.

হেনরির কাছে লেসলি সব কিছু গুছিয়ে বলেছে।

হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি কেন এই ঝামেলায় মাথা গলাচ্ছো? ইউনিয়নের সাথে পেরে উঠবে না। ওদেরকে কোনো উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি এসব ব্যাপার জানো না, তাছাড়া তুমি একজন মহিলা, ছেলেরাই এগুলোর সমাধান করুক।

–তুমি কী ঠিক করেছো?

–হ্যাঁ, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক দরকার।

–আমি সব ব্যবস্থা করবো, আমি একজন নার্স রাখবো, যখন আমি এখানে থাকবো না তখন ওই নার্স তোমায় সাহায্য করবে।

না, না, আমার নার্স লাগবে না।

–এসো হেনরি, তোমাকে বিছানাতে শুইয়ে দিই।

.

তিনদিন কেটে গেছে। লেসলি দরকারী বোর্ড মিটিং ডেকেছে। হেনরি বলল যাও, আমি এখানে থাকবো।

অক্সিজেন ট্যাঙ্ক তাকে সাহায্য করছে। মনে হচ্ছে, তিনি বোধহয় আরও দুর্বল হয়ে উঠেছেন।

লেসলি ডাক্তারকে ফোন করল–কয়েকদিনে ওজন অনেক কমে গেছে, সব সময় যন্ত্রণা হচ্ছে। আপনি কি একবার আসবেন?

মিসেস চেম্বারস, আমরা যথাসাধ্য করছি। মনে হচ্ছে ওকে এখন বিশ্রাম নিতে হবে।

লেসলি বসে পড়ল, দেখল, হেনরি বিছানাতে শুয়ে আছে, কাশছে।

হেনরি বললেন–ওই মিটিংটার জন্য দুঃখ লাগছে। তোমাকে সবকিছু পরিচালনা করতে হবে। কেউ নেই সাহায্য করার।

লেসলির ঠোঁটের কোণে তখন একটুকরো দুষ্টু হাসির বিচ্ছুরণ!

.

০৫.

বোর্ডের সব সদস্য কনফারেন্স রুমে ঢুকে পড়েছেন। কফি খাচ্ছেন রিম চিভে ডাক রাখছেন। লেসলির জন্য অপেক্ষা করছেন।

www.bengaliebook.com সূচিপত্র

লেসলি ঢুকে বললো- এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য খারাপ লাগছে, হেনরি তার ভালোবাসা ও প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

এটা হল প্রথম বোর্ড মিটিং যেখানে লেসলিকে দেখা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে লেসলি সকলের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিল। সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করল। এবার আসল কথাবার্তা শুরু হবে।

অ্যামি কফি দিচ্ছিল, লেসলি বলল–অ্যামি, তুমি কি এই মিটিং-এ থাকবে?

অ্যামি অবাক হয়ে গেছে না, আমার শর্টহ্যান্ড খুব একটা ভালো নয় মিসেস চেম্বারস, সিনথিয়া এই কাজটা আরও ভালোভাবে করতে পারবে।

আমি তোমাকে লিখতে বলছি না। তুমি দেখো আমরা শেষকালে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত নিলাম। তার একটা নোট রাখতে হবে।

অ্যামি নোট বুক বের করল, কলম এল, বলল–আমি তৈরি আছি।

লেসলি বোর্ড সদস্যদের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল–আমাদের একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রেস ম্যানের ইউনিয়ন আমাদের সাহায্য করবে না। তিনমাস ধরে কথাবার্তা চলছে, এখনও কোনো শর্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। সব প্রতিবেদন আপনাদের কাছে পাঠিয়েছি। এ সম্পর্কে আপনারা কী বলেন?

স্থানীয় লফার্মের পার্টনারের দিকে তাকাল লেসলি। জেনে অক্সফোর্নে, তিনি বললেন–ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গেছে। শ্রমিকদের যা পাওনা তা দিয়ে দিন। তাহলে দেখবেন কাল তারা আবার বেশি চাইছে।

লেসলি অ্যারনের দিকে তাকালেন। স্থানীয় ডিপার্টমেন্ট স্টোরের প্রধান। বললেন অ্যারন, আপনি কিছু বলবেন?

–আমি বলছি, এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। যদি স্ট্রাইক হয় তাহলেও কোনো অসুবিধে নেই।

নানা ধরনের মন্তব্য ভেসে এল। কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হল না।

মিটিং শেষ হয়ে গেল, একে একে সকলে বেরিয়ে গেলেন। অ্যামিকে লেসলি বলল—তুমি এগুলি টাইপ করবে।

–মিসেস চেম্বারস, আমি এখনই টাইপ করছি।

লেসলি এগিয়ে গেল তার অফিসের দিকে।

.

টেলিফোনটা বেজে উঠেছে, অ্যামি বলল–মিঃ রিলে। আপনি কথা বলবেন?

লেসলি ফোন ধরে বলল–হ্যালো? জো রিলে।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি চেষ্টা করছেন।

লেসলি বলল–আমি বুঝতে পারছি না।

–বোর্ড মিটিং, আমি সব শুনেছি।

কী করে শুনলেন? এটা তো একদম প্রাইভেট মিটিং।

জো রিলের মন্তব্য সব জায়গায় আমাদের বন্ধুরা আছে। আপনার চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

কিছুক্ষণ নীরবতা, লেসলি বলল–মিঃ রিলে, এবার কি কোনো চুক্তি হতে পারে?

কী বলতে চাইছেন?

–আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে। ফোনে কথা বলা যাবে না। কোথাও যোগাযোগ করা যায়? গোপনে।

একটুক্ষণের নীরবতা–হ্যাঁ, আসা যেতে পারে। কিন্তু কোথায়?

এমন একটা জায়গায় যেখানে আমাদের কেউ চিনতে পারবে না। গোল্ডেন কাপ?

–ঠিক আছে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।

.

গোল্ডেন কাপ একটা অত্যন্ত সাধারণ কাফে। ফোনেইস্কের এককোণে অবস্থিত। রেলবোর্ড ট্যাক্সের কাছে। এই জায়গাটা থেকে ট্যুরিস্টরা দূরে থাকতেই ভালোবাসে। জো রিলে একটা কোণে বসেছিলেন। লেসলি প্রবেশ করল।

–আপনি এসেছেন বলে ধন্যবাদ।

–আপনি নতুন কিছু বলতে চাইবেন সেই আশায়...

–হ্যাঁ, বোর্ড সদস্যদের মাথামোটা। আমি সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। তারা কেউ শুনলেন না।

–হ্যাঁ, আপনি নতুন চুক্তির কথা বলেছেন।

–আপনি ঠিকই বলেছেন, ওঁরা বুঝতেই পারছেন না যে আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া একটা পত্রিকার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

–যদি আপনি ওদের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহলে কী হবে?

–হ্যাঁ, ওরা সংখ্যায় ভারী, হয়তো দীর্ঘ স্ট্রাইক ডাকা হবে। পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

–তাহলে?

-আমি খুব গোপন কথা আপনাকে বলছি। পাঁচ কান করবেন না যেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওঁরা চাইছেন পত্রিকাটা বন্ধ করতে। শুক্রবার মধ্যরাত অবধি চুক্তি আছে, তাই তো?

–হ্যাঁ।

একটা ব্যাপার বোঝাতে পারবেন? বোঝাবেন যে আপনাদের সাহায্য ছাড়া স্টার চলবে না। তাই কিছু কিছু ক্ষতি করুন, এমন ক্ষতি যা পূরণ করা যাবে।

শ্রমিক নেতার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে।

লেসলি বলতে থাকে আমি সত্যি ভেবে কিছু বলছি না। বলতে চাইছি এভাবেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কয়েকটা কেবলের তার কেটে দিন। দুটো প্রেসকে বাতিল করে দিন। ওরা বুঝুক, কী করে সারানো যেতে পারে। সবকিছুই এক দুদিনে সারানো সম্ভব। ওদের চেতনা জাগাতে হবে।

জো রিলে অনেকক্ষণ বসে থাকলেন। বললেন–বাঃ, আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না।

এখন আর বুদ্ধির কী দেখলেন? আবার বলছি, যদি বাঁচতে চান তাহলে ছোট ছোট ক্ষতিসাধন করুন। বোর্ডের লোকেদের টনক নাড়িয়ে দিন। বোঝান স্ট্রাইক হলে তা মেটানো সম্ভব হবে না। সবকিছুই করছি পত্রিকাটাকে বাঁচানোর জন্য।

রিলের মুখে হাসি আপনাকে এক কাপ কফি খাওয়াবো মিসেস চেম্বারস?

.

আমরা স্ট্রাইক ঘোষণা করবো।

শুক্রবার, বারোটা বেজে এক মিনিট। জো রিলে এই সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রেসের লোকেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা মেসিনের ওপর আক্রমণ করল। টেবিল উল্টে দিল, দুটো প্রিন্টিং প্রেসে আগুন ধরিয়ে দিল। একজন রক্ষী বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, তাকে প্রচণ্ডভাবে মারা হল।

এবার দেখা যাক ওই বেজন্মারা কী করে?

একজন চিৎকার করল।

–আমরা না থাকলে কাগজ মরে যাবে।

–আমরাই আসল স্টার।

হাততালি, আরও বেশি উত্তেজনা।

এই বুনো উত্তেজনার মধ্যে আলো জ্বলে উঠল, দেখা গেল টেলিভিশনের ক্যামেরা আলো জ্বেলেছে। ছবি তোলা হল। রিপোর্ট পৌঁছে গেল অ্যারিজোনা রিপাবলিক পত্রিকায়।

ফোনেইক্স গেজেট পত্রিকায়, আরও কয়েকটি ছোট ছোট সামিয়িক পত্রিকায়। হাজির হলেন একডজন পুলিশ এবং ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা।

জো রিলে সব ব্যাপারটা নিজেই তদারকি করলেন। এত দ্রুত সব হল কী করে? পুলিশ দরজা বন্ধ করে দিল। রিলে ভাবলেন, ব্যাপারটা কি ঠিক হল? কেউ কি আমার পেটে লাথি মারলো? আমি কি লেসলি চেম্বারসের কাছে হেরে গেলাম?

বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না, ওই শয়তানি মেয়েটা সত্যিই কী চাইছে?

.

টেলিভিশনে ধ্বংসের ছবি। রেডিওতে ধ্বংসের খবর। সারা পৃথিবীর খবরের কাগজে সচিত্র প্রতিবেদন। বোঝা গেল, ফোনেইস্ক স্টার এবার জনগণের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

লেসলির পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে। এর আগে সে স্টারের কয়েকজন ব্যক্তিকে কানসাসে পাঠিয়েছিল। কীভাবে বড় বড় প্রেস চালাতে হয় সে ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। কীভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলতে হয় সে ব্যাপারেও কথা বলতে।

সকাল হয়েছে, স্ট্রাইক শুরু হয়ে গেছে, অ্যামি হঠাৎ রেগে গেল।

.

শুক্রবার বিকেলবেলা, বিয়ের পর দু-বছর কেটে গেছে, হেনরির শরীরটা বিশেষ ভালো নেই। শনিবার সকালবেলা তার বুকে ব্যথা হল। লেসলি এ্যাম্বুলেন্সে খবর দিল। তাকে হাসপাতালে পাঠানো হল। রবিবার হেনরি চেম্বারসের মৃত্যু হল।

লেসলি এখন বিরাট সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

.

সমাধির পর সোমবার। ক্রাগ ম্যাক অ্যালিস্টার লেসলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

–আইনের কয়েকটি ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

বলুন কী বলতে চাইছেন?

হেনরির মৃত্যু লেসলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। হেনরি সত্যিই এক সুভদ্রলোক ছিলেন। হেনরির সাহায্য লেসলিকে অনেকখানি শক্তি দিয়েছে। লেসলি অনুভব করল, হেনরির মৃত্যুর অন্তরালে অলিভারের নীরব উপস্থিতি।

–স্টার নিয়ে আপনি কী করবেন? আপনি কী পত্রিকাটাকে বাঁচিয়ে রাখবেন নাকি?

–শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, আমরা এই পত্রিকাটাকে আরও বাড়াবো। এই আমার সিদ্ধান্ত।

.

লেসলি ম্যানেজিং এডিটার পত্রিকার একটি কপি চেয়ে পাঠালো। এটা মার্কিন বাণিজ্যিক পত্রিকা।

সে বলল–আমি মিসেস হেনরি চেম্বারস বলছি। আরেকটা পত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছি। আপনারা কি সাহায্য করবেন?

ফোনটা পৌঁছে গেল বিভিন্ন সাংবাদিকের কাছে। ফোন পৌঁছে গেল অরিবনের সান পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর কাছে।

লেসলি ম্যাক অ্যালিস্টার নামে বিশিষ্ট সাংবাদিককে বলল–আমি অবিলম্বে অরিবমে যাব, পত্রিকার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে হবে।

দুদিন কেটে গেল, ম্যাক অ্যালিস্টার ফোন করে জানালেন–সানের কথা ভুলে যান মিসেস চেম্বারস।

কী সমস্যা?

–হ্যামন একটা ছোট শহর, এখানে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সান পত্রিকার বিক্রি মাত্র পনেরো হাজার। আরেকটা পত্রিকা আছে, হ্যামন ক্রনিকেল, প্রতিদিন সেটা আঠাশ হাজার কপি করে ছাপা হয়। সানের মালিক পঞ্চাশ লক্ষ ডলার চাইছেন, এত টাকা দিয়ে পত্রিকাটা কেনা কি উচিত?

একমুহূর্ত চিন্তা করে লেসলি জবাব দিল- হ্যাঁ, আপনি কথাবার্তা চালিয়ে যান।

.

লেসলি দুদিন কাটালো সংবাদপত্র পড়ে। পাশাপাশি অনেকগুলো বই পড়ল সে।

ম্যাক অ্যালিস্টার বলেছিলেন- সান কিন্তু কোনোভাবেই ক্রনিকেলের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারবে না। প্রতি বছর সানের প্রচার সংখ্যা ক্রমশ কমছে।

লেসলি বলেছিল–আমি এখনও আমার সিদ্ধান্তটা পাল্টাচ্ছিনা, যে করেই হোক পত্রিকাটা আমাকে কিনতেই হবে।

.

তিনদিনেই ব্যাপারটা হয়ে গেল। সানের মালিক হবার পর লেসলি আনন্দে পরিপূর্ণ।

এই প্রথম সে সংবাদপত্রের জগতে হানা দিয়েছে। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার দিয়েছে।

হ্যামন ক্রনিকেলের মালিক ওয়াল্ট মেরি ওয়েদার অবাক হয়ে গেছেন। তিনি সোজাসুজি লেসলিকে ফোন করলেন। বললেন–ম্যাডাম, আমার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সান কি আমাকে বিক্রি করবেন?

লেসলি হেসে জবাব দিলেন–সবকিছু ভালো মতো চললে আপনি হয়তো একদিন ক্রনিকেল নিয়ে আমার কাছে হাজির হবেন।

মেরি ওয়েদার ফোন রেখে ভাবলেন, ছমাসের মধ্যেই সান কিনে নিতে হবে!

.

লেসলি ফোনেইক্সে ফিরে গেল। স্টার পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটারের সঙ্গে পরামর্শ করল। তারপর ভদ্রলোককে পাঠাল হ্যামনদের কাছে, ওই পত্রিকা সম্পর্কে সব খবর জেনে আসতে হবে। নিয়মিত খবর পাঠাতে হবে।

.

অরিবম, সান পত্রিকার সকলকে নিয়ে এক অধিবেশন।

–আমরা আজ থেকে একটু অন্যভাবে চলবো। এই শহরে মাত্র দুটি পত্রিকা আছে, দুটির মালিকানা একই ছাতার নীচে আসবে।

সান পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেডেক জোহনেক্স এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেছেন। তিনি বললেন–মিসেস চেম্বারস, আপনি বোধহয় অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমাদের পত্রিকা ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। এখন অন্য পত্রিকার কথা আমরা ভাববো কী করে?

লেসলি বলেছিল- হ্যাঁ, ক্রনিকেলকে আমরা লড়তেই দেব না।

সকলের মনে একই আশা। কিন্তু তা সম্ভব হবে কি? ঝানু সাংবাদিক এই কথা শুনে হেসে উঠেছিলেন। পত্রিকার জগত থেকে মহিলা এবং অ্যামেচারদের বাইরে থাকা উচিত।

জোহনেক্স শান্তভাবে জানতে চেয়েছিলেন- আপনার পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলবেন কী?

লেসলি প্রশ্ন করেছিল- আপনি কখনও ষাঁড়ের লড়াই দেখেছেন?

-কেন?

যখন ষাঁড়টা রেগে গিয়ে রিঙের মধ্যে ছুটে আসে তখন মাতাতো ষাঁড়টাকে আঘাত করার জন্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। তখন রক্তক্ষরণ হতে থাকে। যাড়টা আহত ও উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারপর মাতাতোর হত্যা করে।

জোহনেক্সের মুখে হাসি–আমরা ক্রনিকেলকে আঘাত করবো? কী করে?

শুনবেন কী করে? সোমবার থেকে আমরা সান পত্রিকার দাম কমিয়ে দেব। পঁয়ত্রিশ সেন্টের বদলে পঁচিশ-কুড়ি সেন্ট। বিজ্ঞাপনের দামও ত্রিশ শতাংশ কমিয়ে দেব। পরের সপ্তাহে আমরা একটা পরিকল্পনা ঘোষণা করবো। আমাদের পাঠক পাঠিকারা সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবেন। এইভাবে বিজ্ঞাপন চলতে থাকবে।

ঘরে উপস্থিত সকলে বুঝতে পারলেন, উচ্চাকাঙ্খী এক মহিলার হাতে এই সংবাদপত্রটা এসে পড়েছে।

.

রক্তক্ষরণ শুরু হল, সানের দ্বারা আঘাত এবং আক্রমণ।

ম্যাক অ্যালিস্টার লেসলির কাছে জানতে চেয়েছিলেন সান কত টাকা নষ্ট করছে সে বিষয়ে আপনার কোনো ধারণা আছে কি?

এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না।

কতদিন এই পরিকল্পনাটা চলবে?

–যতদিন পর্যন্ত আমরা না জিততে পারছি, তবে আর বেশিদিন নয়।

লেসলির মনে চিন্তা, সত্যি, প্রতি সপ্তাহে বোঝার অঙ্কটা বাড়ছে। তবুও প্রচার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতারা খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করছেন না।

ম্যাক অ্যালিস্টার বললেন–আপনার প্রকল্পটা বোধহয় কাজ করছে না। আপনি এভাবে টাকা নষ্ট করছেন কেন?

পরের সপ্তাহে একটা অঘটন ঘটে গেল। প্রচার সংখ্যা আর কমল না।

.

আট সপ্তাহ পরে সান আবার পূর্ব আকাশে উড়তে শুরু করল। দুটো প্রকল্পই দারুণভাবে কাজ করেছে। বারো সপ্তাহ ধরে এই ঘটনা ঘটল। বিশ্ব ভ্রমণের এই পরিকল্পনাটা চমৎকার। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে লন্ডন, প্যারিস এবং রিও। যারা লটারীতে জিতেছেন, প্রথম পাতায় তাদের ছবি ছাপা হল। সান পত্রিকায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

ক্রেগ ম্যাক অ্যালিস্টার বলেছিলেন–আপনি জুয়া খেলেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা কাজে লেগেছে।

লেসলি বলেছে–না, এটা কিন্তু জুয়া খেলা নয়। আমি অনেক ভেবেচিন্তে পা রেখেছি।

.

ওয়াল্ট মেরি ওয়েদার অবাক হয়ে গেছেন। এই প্রথম সান পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ক্রনিকেলকে ছাড়িয়ে গেছে।

মেরি ওয়েদার মাথা চুলকে বললেন–এই লড়াই করে কী লাভ? আমিও বিজ্ঞাপনের খরচ কমাবো। প্রতিযোগিতার ঘোষণা করবো।

ব্যাপারটা হাত থেকে চলে গেছে। এগারো মাস আগে লেসলি সান পত্রিকা কিনেছিল, ওয়াল্ট মেরি ওয়েদার তাকে ফোনে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

শেষ অবধি উনি ভাবলেন–আমি পত্রিকাটা বিক্রি করতে চাইছি। আপনি কি কিনবেন?

-হ্যাঁ।

.

ক্রনিকেলের চুক্তি সই হল। লেসলি তার সমস্ত কর্মচারীদের ডেকে পাঠিয়েছিল।

লেসলি বলেছিল–সোমবার থেকে আমরা সানের দাম বাড়িয়ে দেব, বিজ্ঞাপনের খরচও বাড়াবো, প্রতিযোগিতাও শেষ হয়ে গেল।

.

একমাস কেটে গেছে। লেসলি ক্রেগ ম্যাক অ্যালিস্টারকে বলল–ডেথওয়ার থেকে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকাটা বেরোয়। আমি শুনেছি এই পত্রিকাটা বিক্রি করে দেওয়া হবে। ওনাদের হাতে একটা টেলিভিশন স্টেশনও আছে।

ম্যাক অ্যালিস্টার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন–আমরা টেলিভিশন সম্পর্কে কিছুই জানি না।

–শিখতে হবে। দোষ কী?

এবার এক তথ্য প্রযুক্তির সাম্রাজ্য তৈরি হবার পথে এগিয়ে গেল।

অলিভারের দিনগুলো

০৬.

অলিভারের দিনগুলো কেটে চলেছে আনন্দময় উত্তেজনার মধ্যে। জীবনের প্রতিটি প্রহরকে উনি কাজে লাগাতে চাইছেন। একটির পর একটি রাজনৈতিক সম্মেলন, প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, ভাষণ দেওয়া, সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়ানো। ফ্রাঙ্কফুর্টের ট্রেড জার্নাল এবং লেক্সিংটনের হেরাল্ড লিডার পত্রিকাতে তাঁর সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। সামাজিক জীবনেও অলিভার এক সফল পুরুষ। এর অন্তরালে কী আছে, অন্তরালে আছে ওই বিয়ের অনুষ্ঠান, সেনেটর টড ডেভিসের কন্যা তার ঘরণী, ব্যাপারটা সাংবাদিকদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়।

ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকতে অলিভার পছন্দ করেন। সুন্দর একটা শহর যার ঐতিহাসিক পটভূমি আছে, আছে নদীর ধারে সুরম্য উপত্যকা। কেনটাকির অসাধারণ পর্বতমালার সৌন্দর্য। তাকে বেশির ভাগ সময় ওয়াশিংটনে থাকতে হয়, ভালো লাগে না, মোটই ভালো লাগে না।

কর্মব্যস্ত দিনগুলো সপ্তাহে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, সপ্তাহ চলে যায় মাসে। অলিভার তার কার্যধারার শেষ বছরে এসে উপস্থিত হলেন।

পিটার ট্যাগারকে তিনি তার চীফ সেক্রেটারী করে দিয়েছেন। এই নির্বাচনটা যথার্থ হয়েছে। ট্যাগার সব সময় প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত থাকেন। জীবনের প্রাচীন

মূল্যবোধগুলোকে আঁকড়ে চলার চেষ্টা করেন। তার কালো চোখে ঝরে পড়ে অসীম আনুগত্য, অলিভার এবং মহান মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থার প্রতি।

.

টড ডেভিস প্রতি মাসে অলিভারের সঙ্গে দেখা করেন। কুশল বিনিময় হয়।

একদিন টড পিটার ট্যাগারকে বললেন–সবসময় অলিভারের ওপর নজর রেখো কেমন? এক মুহূর্ত সময় যেন বাজে নষ্ট না হয়।

অক্টোবরের কনকনে ঠান্ডা, সন্ধ্যেবেলা। অলিভার এবং সেনেটর ডেভিড অলিভারের গাড়িতে বসেছিলেন। দুজন পুরুষ ও জ্যান গাব্রিয়েলে ডিনার খেতে গেছে। তারা এগজিকিউটিভ ম্যানসনে ফিরে এল। জ্যান তাদের এগিয়ে দিয়ে এল।

জ্যানকে দেখে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে অলিভারকে, আমার ভালোই লাগছে।

টড আমি ওকে সুখী রাখার চেষ্টা করছি।

সেনেটর ডেভিস অলিভারের দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন আমার মেয়েও তোমাকে খুব ভালোবাসে।

–আমিও ভালোবাসি।

সেনেটর ডেভিসের কণ্ঠস্বরে ভেসে এল–এবার তোমাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার জন্য লড়তে হবে। এবং অবশ্যই তুমি জিতবে।

.

অলিভারের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর- কী বললেন স্যার?

-কেন আগে আমি বলিনি, তোমার নাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ওয়াশিংটনে, আমরা প্রথম থেকে প্রচার পরিকল্পনা শুরু করবো।

পরবর্তী প্রশ্ন করতে অলিভার ভয় পেয়েছেন–সত্যি সত্যি আপনি বলছেন আমার সুযোগ আছে?

সুযোগ? এটা তো জুয়া খেলা।

–আমি কখনও জুয়া খেলি না, জয়ের সম্ভাবনা না থাকলে আমি সেই খেলায় অংশ নিই না।

অলিভার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মনে পড়ে গেল, কে যেন বলেছিল-একদিন আপনার হাতে পৃথিবীর সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে।

–টড, আপনি আমার জন্য যা করছেন তার জন্য আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

টড অলিভারের পিঠ চাপড়ে বললেন–একজন মানুষের উচিত তার জামাইকে সবভাবে সাহায্য করা, তাই নয় কী?

জামাই–এই শব্দটা অলিভারকে বিদ্ধ করল।

সেনেটর স্বাভাবিকভাবে বললেন–অলিভার, তোমার একটা কাজ কিন্তু আমাকে বিরক্ত করেছে। তামাকের ওপর করের বিলটা কি করে অনুমোদন পেল?

আমাদের ফিক্সটাল বাজেটে টাকা কম পড়েছিল তাই বাধ্য হয়ে...

–তুমি তো ভেটো দিতে পারতে।

অলিভার জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ভেটো দেব?

সেনেটরের মুখে ছোট্ট হাসি অলিভার, ভেবে দেখো আমি কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ভাবছি না। আমি ভাবছি সেইসব বন্ধুদের কথা যারা তামাক উৎপাদনে লক্ষ লক্ষ ডলার লগ্নী করেছে। নতুন করে কর চাপালে তাদের অবস্থা কী হবে একবার ভেবে দেখেছো কি?

কিছুক্ষণের নীরবতা।

অলিভার, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

অলিভার বললেন–না, আমার মনে হয়েছে এই ব্যাপারটা ভালোই হবে।

এই সিদ্ধান্তটা অনুচিত।

অলিভার বললেন–আমি শুনেছি আপনি আপনার তামাকের ব্যবসা বেচে দিচ্ছেন?

টড ডেভিস অবাক হয়ে তাকালেন–আমি কেন তা করবো?

তামাকের কোম্পানিরা নাকি কোর্টে গিয়ে আবেদন করবে। তাদের উৎপাদনের হার কমে গেছে।

–তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলছে। অনেকগুলো জগত এখানে পড়ে আছে। দেখো চীন, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে আমাদের বিজ্ঞাপন শুরু হবে।

তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং উঠে পড়লেন। বললেন–আমাকে এক্ষুনি ওয়াশিংটনে ছুটতে হবে। কমিটির মিটিং আছে।

–আপনার যাত্রা শুভ হোক।

.

অলিভার বললেন–পিটার এখন আমি কী করবো? এই বছর যে করের বিধিটা অনুমোদন হল তার কী হবে?

পিটার ট্যাগার কয়েকটা কাগজের টুকরোর ওপর চোখ মেলে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন–সব উত্তর এখন দেওয়া যাবে না। সেনেটরের সাথে কথা বলতে হবে। আশা

করি সমস্যাটার সমাধান হবে। চারটের সময় আমরা একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবো কেমন?

অলিভার কাগজগুলো পরীক্ষা করে বললেন–হ্যাঁ, ভালোই সাজানো হয়েছে।

–তোমার কি আর কিছু বলার আছে?

না, আর কিছু বলার নেই। চারটের সময় দেখা হবে কেমন?

পিটার চলে যাবার জন্য দাঁড়িয়েছেন।

অলিভার তাকে ডেকে বললেন–পিটার, সত্যি করে বলুন তো আমি কি কোনদিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হতে পারবো?

সেনেটর কী বললেন?

-উনি তো আমাকে আশ্বাস দিলেন।

-তাহলে নিশ্চয় হবে। পিটার আরও বললেন–সেনেটরের সাথে আমার অনেকদিনের পরিচয়, তিনি কখনও ভুল পদক্ষেপ ফেলেন না। যদি উনি বলে থাকেন তাহলে কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না।

কে যেন বলল–ভেতরে আসতে পারি?

দরজা খুলে গেল, অল্প বয়েসী সেক্রেটারী ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তার হাতে ফ্যাক্সের কাগজ। কতই বা বয়স হবে, কুড়ি একুশ হবে হয়তো, উজ্জ্বল দুটি চোখ, সবসময় জিজ্ঞাসু।

গভর্নর আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি জানতাম না আপনি এখানে আছেন।

–ঠিক আছে মিরিয়াম।

মিরিয়ামের মুখে একটু লজ্জা কাগজগুলো সে অলিভারের ডেস্কের ওপর রেখে দিল। চলে গেল অত্যন্ত দ্রুত।

ট্যাগার বললেন–মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী।

-হ্যাঁ।

অলিভার এব্যাপারে খুব সাবধানে থেকো কিন্তু।

–হ্যাঁ, কিন্তু আমার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টটার কী হবে?

–পথটা খুব একটা ভালো না, কত মিরিয়াম, অ্যালিস আর ক্যারেন আসবে, তোমার ওভাল অফিসে।

–আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি পিটার, এব্যাপারে আপনি বৃথা চিন্তা করবেন না।

–ঠিক আছে, ট্যাগার তার ঘড়ির দিকে তাকালেন, এখন আমাকে যেতে হবে। বেডসিকে সঙ্গে নিতে হবে, বাচ্চাদেরও লাঞ্চে নিয়ে যাব। তিনি হাসলেন, আমি কি বলেছি আজ সকালে রেবেকা কী বলেছে? আমার পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটি। সে সকাল থেকে টিভি মুখে বসে আছে। কত কিছু বায়না ধরেছে।

আহা, ট্যাগারের কণ্ঠস্বরে পিতৃত্বের অহংকার।

.

রাত দশটা, অলিভার জ্যানের কাছে চলে গেলেন। বললেন–হ্যাঁনি আমাকে এখনি যেতে হচ্ছে। দরকারি আলোচনা আছে।

জ্যান অবাক হয়ে তাকালো- এখন এই রাত্রিবেলা?

দীর্ঘশ্বাস-হ্যাঁ, কাল সকালে বাজেট কমিটির অধিবেশন আছে। তার আগে ব্রিফ তৈরি করতে হবে।

–তুমি বড্ড পরিশ্রম করছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা কোরো কেমন?

অলিভার কিছু বলতে পারলেন না। স্ত্রীকে চুমু দিলেন, বললেন চিন্তা করো না, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো কেমন?

নীচের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অলিভারার ড্রাইভারকে বললেন–তোমাকেআজ আর দরকার নেই। আমি ছোট গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি।

.

মিরিয়াম একেবারে উলঙ্গ–তোমার দেরী হয়েছে সোনা!

উনি এগিয়ে এলেন, বললেন–দুঃখিত, আমি না আসা অবধি তুমি শুরু করোনি ভালো লাগছে।

মেয়েটির মুখে হাসি আমাকে শক্ত করে জাপটে ধরো।

আলিঙ্গন, চুম্বন, দুটি শরীর মিলেমিশে একাকার।

–তাড়াতাড়ি সবকিছু খোল, খুব তাড়াতাড়ি।

.

–ওয়াশিংটন ডিসিতে যাবে?

মিরিয়ামের চোখে বিস্ময় তুমি কি সত্যি বলছো?

–হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গিনী হবে।

–যদি তোমার স্ত্রী এই ব্যাপারটা জানতে পারে তাহলে?

–জানতেই পারবে না।

ওয়াশিংটন কেন?

–এখন সব বলতে পারবো না, ব্যাপারটার মধ্যে উত্তেজনা আছে।

–আমি যাব, তুমি যেখানে আমাকে নিয়ে যাবে। যতদিন তুমি আমাকে ভালোবাসো।

-তুমি তো জানো আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি, শব্দগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে এল। আগেও অনেকবার এসেছে ভবিষ্যতেও আসবে।

আমাকে আবার আদর দাও।

–এক সেকেন্ড, কিছু একটা করতে হবে।

উনি উঠে দাঁড়ালেন, পকেট থেকে একটা ছোটো বোতল বের করলেন, কিছুটা ঢেলে দিলেন গ্লাসের মধ্যে। পরিষ্কার তরল।

–এটা খাবার চেষ্টা করো।

মিরিয়াম জিজ্ঞাসা করল–এটা কী?

–আমি শপথ করে বলছি তোমার এটা ভালো লাগবে।

মিরিয়াম একটুখানি খেল প্রথমে, পরে বাকিটা খেয়ে নিল। তারপর হাসতে হাসতে বলল–স্বাদটা খুব একটা খারাপ নয়।

–তুমি আরও যৌনকাতর হয়ে উঠবে।

হ্যাঁ, এখনই আমার মধ্যে যৌন উত্তেজনা জেগেছে, দেরী কোরো না, তাড়াতাড়ি বিছানাতে এসো।

আবার ভালোবাসার সর্বনাশা খেলা শুরু হল। মেয়েটির গলা আবেগে বুজে এসেছে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এত আনন্দ আমি কখনও পাইনি। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে।

মিরিয়াম, কোনো উত্তর নেই, আবার ডাক-মিরিয়াম!

মেয়েটি শুয়ে আছে অচেতন হয়ে।

কুকুরীর বাচ্চা, এই ঘটনাটা আমার বেলায় ঘটল।

এবার উনি উঠে দাঁড়ালেন, আরও অনেক মেয়েকে এই একই তরল খাইয়েছেন, কারো ক্ষেত্রে কোনো খারাপ প্রভাব পড়েনি। তাকে এখন আরও সতর্ক হতে হবে। ব্যাপারটার ঠিক মতো ব্যবস্থা করতে না পারলে গোলমাল হয়ে যাবে। স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে। কী করে

তা সম্ভব? তিনি ঝুঁকেমিরিয়ামের পালস দেখলেন। হ্যাঁ, এখনও স্পন্দন হচ্ছে। হায় ঈশ্বর, কিন্তু মেয়েটিকে এখানে ফেলে রাখা যাবে না। তাহলে? কোথায় রাখা যায়?

আধঘণ্টা লাগল পোশাক পরতে, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মেয়েটির সব চিহ্নকে সরিয়ে দিতে। উনি দরজা খুললেন, অলিন্দটা একেবারে ফাঁকা। মেয়েটিকে কাঁধের ওপর তুলে ধরেছেন। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। গাড়িতে শুইয়ে দিলেন। মধ্যরাত। রাস্তাঘাট একেবারে কঁকা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চলে গেলেন জুনিপার হিল পার্কে। না, কাছে পিঠে কেউ নেই, তিনি মিরিয়ামের অচেতন দেহটা গাড়ি থেকে বের করলেন। তাকে পার্কের বেঞ্চির ওপর শুইয়ে দিলেন। না, মেয়েটিকে এখানে এভাবে ফেলে দেওয়া উচিত হল না, কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। আমার ভবিষ্যৎ সরু সুতোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক ফুট দূরে একটা পাবলিক ফোন বুথ। তিনি সেখানে চলে গেলেন। ডায়াল করলেন ৯১১।

অলিভার বাড়ি ফিরে এসেছেন, জ্যান তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

জ্যান বলল–মধ্য রাতে? কী হল? ভালোভাবে সময়টা কেটেছে তো?

দুঃখিত সোনা, দীর্ঘক্ষণের আলোচনা, বাজেট নিয়ে সকলেই আলাদা মত প্রকাশ করছে।

জ্যান বলল তোমাকে এত বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন? তুমি কি খুব ক্লান্ত?

-হ্যাঁ, আমি একটু ক্লান্ত।

জ্যান হাসল, চল, বিছানাতে যাই।

অলিভার জ্যানের মাথায় চুমু দিয়ে বলল–খুব ঘুম পাচ্ছে জ্যান, এই মিটিংটা আমাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

.

পরের দিন সকালে স্ট্রেট জার্নাল পত্রিকার প্রথম পাতার শিরোনাম–গভর্নরের সেক্রেটারীকে অচেতন অবস্থায় পার্কে পাওয়া গেছে। রাত দুটোর সময় পুলিশ মিরিয়াম হেডলার নামে এক অচেতন মহিলাকে দেখতে পেয়েছে, বৃষ্টির মধ্যে সে শুয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে। তাকে মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার অবস্থা মোটেই ভালো নয়।

প্রতিবেদনটা অলিভার পড়ছিলেন। পিটার দৌড়ে এলেন অফিসে, সঙ্গে খবরের কাগজের একটি কপি।

–অলিভার এটা দেখেছো?

ব্যাপারটা সাংঘাতিক। প্রেসকে এক্ষুনি ডাকা দরকার।

কী হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

অলিভার মাথা নাড়লেন–আমি কিছুই জানি না। আমি হাসপাতালে কথা বলেছি। মেয়েটির কোমা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে।

ট্যাগার তাকালেন- মনে হয় মেয়েটি সেরে উঠবে তাই তো?

লেসলি চেম্বারস এই খবরটা দেখতে পায়নি। সে তখন ব্রাজিলে গেছে, একটা টেলিভিশন স্টেশন কিনবে বলে।

.

পরের দিন সকালবেলা, ফোন এসেছে হাসপাতাল থেকে গভর্নর, আমরা ল্যাবরেটরী টেস্ট শেষ করলাম। পেশেন্ট এমন একটা নিষিদ্ধ বস্তু খেয়েছে যেটা বাজারে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একে একস্ট্রাসি বলা হয়ে থাকে, তরল অবস্থায় মেয়েটি এটা পান করে। ব্যাপারটা বেআইনী।

–তার অবস্থা কেমন?

–ও এখনও অচেতন অবস্থায় আছে। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মারাত্মক।

–আমাকে খবর দেবেন কেমন?

–হ্যাঁ গভর্নর, আপনাকে জানাবো।

.

অলিভার রাসেল একটা মিটিং-এ ব্যস্ত ছিলেন, সেক্রেটারী ইন্টারকম বাজিয়ে দিয়েছেন।

–আমাকে ক্ষমা করবেন গভর্নর, আপনার জন্য একটা টেলিফোন কল।

–আমি বলেছিলাম এই সময় বিরক্ত না করতে।

–সেনেটর ডেভিস।

–আচ্ছা।

সকলের দিকে তাকিয়ে পরে কথা হবে কেমন, আমাকে ক্ষমা করবেন।

ওঁরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অলিভার ফোনটা তুলে ধরলেন টড?

অলিভার কী ব্যাপার বলো তো, তোমার একজন সেক্রেটারীর অচেতন দেহ পাওয়া গেছে? পার্কের বেঞ্চে?

ব্যাপারটা খুবই দুঃখের টড।

–কী বলছো কী? সেনেটর ডেভিস জানতে চাইলেন।

–আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

–তুমি ভালো করে বুঝতে পারছো আমি কী বলছি?

টড আপনি ভাববেন না। আমি ভগবানের দিব্যি করছি, এই ঘটনা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।

না, সেনেটরের,গলা ক্রমশ গম্ভীর, তুমি জানো কীভাবে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। ওয়াশিংটনে। এটা একটা ছোট্ট শহর। আমরা চাই না তোমার চরিত্রের সাথে এমন কোনো কলঙ্ক জড়িয়ে যাক। আমি এই ঘটনাতে খুবই অবাক হয়ে গেছি। অলিভার, তুমি বোকার মতো কাজ করলে কেন?

–আমি শপথ করছি, এ ব্যাপারের সঙ্গে আমি বিন্দুমাত্র যুক্ত নই।

–তুমি সত্যি বলছো?

–হ্যাঁ।

লাইনটা স্তব্ধ হয়ে গেল। অলিভার বসে পড়লেন, আরও আমাকে সাবধান ও সতর্ক হতে হবে। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। রিমোট কন্ট্রোলের দিকে এগিয়ে গেলেন। টেলিভিশন সেট খুলে দিলেন। খবর হচ্ছে। একটা ব্যস্ত রাস্তার ছবি। মোটরের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক মহিলা সাংবাদিক, হাতে মাইক্রোফোন, বলছে–এই নতুন চুক্তিটা কাল মধ্যরাত থেকে কার্যকরী হবে। এর ফলে অনেক মানুষের মনে শান্তির বাতাবরণ নেমে আসবে। হাজার হাজার অসহায় মানুষকে আর মরতে হবে না।

এবার ডানা ইভান্সের ছবি আরও কাছ থেকে দেখানো হল। অত্যন্ত যৌনবতী, রূপ এবং রহস্যের মিশেল। উনি বলে চলেছেন এখানকার মানুষ ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত, তারা এখন শান্তি চাইছে। জানি না শেষ পর্যন্ত শান্তি আসবে কি না। আমি ডানা ইভান্স, ডব্লু টি ই–র জন্যে সারাজোভা থেকে কথা বলছি, ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের।

ডানা ইভান্স, ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজ থেকেবিদেশি প্রতিনিধি। প্রত্যেকদিন উনি খবর পড়েন, অলিভার খবর দেখার চেষ্টা করেন, উনি হলেন এখনকার সেরা সাংবাদিক।

আহা, অসাধারণ রূপ আছে মেয়েটির। অলিভার ভাবলেন, এর আগেও ভেবেছেন। কিন্তু কীভাবে ওকে কব্জা করা যায়? উত্তরটা তার অজানা।

.

০৭.

ডানা ইভান্স এক কর্নেলের কন্যা। এগারো বছর বয়সে পাঁচটি আমেরিকান শহরে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। এমনকি চারটি বিদেশেও সে ঘুরে এসেছে। মা-বাবার সঙ্গে গিয়েছে মেরিল্যান্ডে, জর্জিয়াতে, টেক্সাসে, কানসাসে, নিউ জার্সিতে। পড়াশোনা করেছে জাপান, জার্মানি ইতালি এবং পুয়ের্তো রিকোতে।

ছোটবেলা থেকেই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল তার। সব ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী, মনটা ছিল অন্তর্মুখী।

-আমি জানি তোমাকে ছমাস অন্তর অন্য জায়গায় যেতে হচ্ছে। মা বলেছিলেন।

ডানা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল–কেন?

ডানার বাবাকে যখনই নতুন পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, ডানার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে–আমরা আবার নতুন দেশে যাব, তাই না মা?

ডানা এই ঘোরাঘুরিটা পছন্দ করতো, মা সঙ্গতকারণেই চাইতেন না।

–যখন ডানা তেরো, মা বলেছিলেন- জিপসীর জীবন আর বইতে পারছি না আমি। আমি ডিভোর্স করবো।

ডানা খবরটা শুনে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ এখন থেকে সে আর দেশ দেশান্তরে বেড়াতে পারবে না।

ডানা জিজ্ঞাসা করেছিল আমি কোথায় থাকবো মা?

ক্যালিফার্নিয়ার ক্লারেমন্টে, আমি সেখানেই বড় হয়ে উঠেছি। একটা ছোট্ট সুন্দর শহর। দেখো ওই শহরটাকে তুমি ভালোবেসে ফেলবে।

.

ডানার মা ঠিক কথাই বলেছিলেন। সত্যিই শহরটা সুন্দর। এই শহরের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। শহরটার অবস্থিতি সানগাব্রিয়েল পাহাড়ের পাদদেশে, লস এঞ্জেলেস কান্ট্রিতে। তেত্রিশ হাজার জনসংখ্যা। রাস্তার দুপাশে সুন্দর গাছের সারি। তবে ডানা শহরটাকে খুব একটা পছন্দ করতে পারেনি। বিশ্ব পথিককে এখন এক শহরে বন্দিনী জীবন কাটাতে হচ্ছে।

ডানা দুঃখিত চিত্তে মায়ের কাছে জানতে চাইল–আমরা এই শহরে বরাবর থাকবো নাকি?

-কেন সোনামনি কী হয়েছে?

না, এখানে থেকে আমি হাঁফিয়ে উঠছি।

.

স্কুলে ডানার প্রথম দিন, মন হতাশায় আচ্ছন্ন।

কী হয়েছে? স্কুলটা কি তোমার ভালো লাগছে না?

না, এখানে বাচ্চা ছেলেমেয়ে পড়ে।

ডানার মা হেসে উঠেছিলেন- দেখবে সকলের সাথে তোমার বন্ধুত্ব হবে।

.

ডানাকে ক্ল্যারেমন্ট হাইস্কুলে ভরতি করা হল। তারপর সে স্কুল নিউজ পেপারে রিপোর্টারের কাজ শুরু করল। এই কাজটা সে সত্যিই ভালোবাসতো। তবে ধরতে পারছে না বলে তার মনে ভীষণ কষ্ট।

ডানা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় হলে আমি আবার সারা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বো।

.

এখন ডানা অষ্টাদশী, ক্ল্যারেমন্ট কলেজে নাম লেখালো। জার্নালিজম নিয়ে পড়াশোনা করল। কলেজ সংবাদপত্রের রিপোর্টার হল। পরবর্তী বছরে সে ফোরাম পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পেল।

ছাত্রছাত্রীরা তার কাছে নানা সুযোগ সুবিধার জন্য আসতো। বলতো–ডানা, আগামী সপ্তাহে আমরা নাচ প্রতিযোগিতার আসর করছি। তুমি অনুগ্রহ করে রিপোর্টটা ছাপবে তো?

...মঙ্গলবার ডিবেট সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন, রিপোর্টটা প্রথম পাতায় ছেপো কিন্তু।

ডানা বুঝতে পারলো, সাংবাদিকের হাতে আসল ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে।

.

বড় হয়ে ডানা যখন আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতো, মনটা তখন দুঃখের পরিপূর্ণ থাকতো। বড্ড বেঁটে সে, পাতলা, তখনও বুক বলতে কিছু নেই, পাশাপাশি অন্য মেয়েরা কত সুন্দরী। আমি হলাম রাজহংসীর মধ্যে এক বিচ্ছিরি পাতিহাঁস, ডানা মনে মনে ভাবতো। শেষ অবধি ডানা আর আয়নার দিকে তাকাতো না। বুঝতে পারতো, চোদ্দ বছর বয়সেই তার শরীরে একটা পরিবর্তন এসেছিল। ষোল বছর বয়সে সে আরেকটু সুন্দরী হয়ে ওঠে। তখন সে সপ্তদশী, ছেলেরা তাকে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করলো। বুকটা তখন আরও ধারালো এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। চোখের তারায় জেগেছে ইশারা, ঠোঁটের কোণে তখন সে আমন্ত্রণী হাসি আনতে পারছে।

বারো বছর বয়স থেকেই ডানার মনে একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে, কীভাবে সে তার কুমারীত্ব হারাবে। সুন্দর একটা রাত এসে তাকে ডাকবে, আকাশে থাকবে চাঁদের জ্যোৎস্না, কোনো এক দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে যাবে সে। সমুদ্রের জল ধীরে ধীরে তার শরীর স্পর্শ করবে। তটভূমিতে গান বাজবে, একটি সুন্দর অচেনা আগন্তুক এসে তার সামনে দাঁড়াবে। তার চোখের তারায় তাকিয়ে থাকবে। তার আত্মার মধ্যে হাতের পরশ রাখবে। তাকে। আলিঙ্গন করবে। সে কোনো কথা বলবে না। কাছাকাছি পাম গাছের তলায় রচিত হবে এই ফুলশয্যা। তারা দুজনেই নগ্ন হবে। পাগলের মতো একে অন্যকে ভালোবাসবে। মনের অন্তরালের গান তখন তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাবে।

.

শেষ অবধি ডানা তার কুমারীত্ব হারালো এক আঠারো বছরের লাল চুলের কিশোরের কাছে। তার নাম রিচার্ড ডভিন্স, ফোরাম পত্রিকাতে ছেলেটি তার সঙ্গে কাজ করতো। ডানাকে সে আংটি পরিয়েছিল। এক মাস বাদে বাবা মার সাথে অন্য কোথাও চলে গেল। এরপর ডানা আর ওই ছেলেটির কথা মনে রাখেনি।

.

স্নাতক পরীক্ষা হতে আর একমাস বাকি। ডানা স্থানীয় সংবাদপত্রের অফিসে গেল, দেখল সেখানে রিপোর্টারের চাকরি পাওয়া যায় কিনা। কাগজের নাম ক্ল্যারেমন্ট এক্সামিনার।

যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি ডানার জীবনপঞ্জীর দিকে তাকিয়ে বললেন–তাহলে আপনি ফোরামের সম্পাদিকা ছিলেন, তাই তো?

ডানার মুখে হাসি আপনি ঠিকই বলেছেন।

–আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। ডানার মন আনন্দে আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে। কোন্ কোন্ দেশে সে যাবে তার তালিকা তৈরি করেছে রাশিয়া, চীন এবং আফ্রিকা।

ডানা বলেছিল–আমি হয়তো এখনই বিদেশে সংবাদদাতা হিসাবে কাজ পাবো না। কিন্তু এই কাজটা করতে আমি খুবই আগ্রহী।

–হ্যাঁ, প্রথমে আপনাকে শিক্ষানবীশ থাকতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে উন্নতি হবে।

ডানা সত্যি কাজটা পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল।

.

ডানার হাতে কফির কাপ তুলে দেওয়া হল। অতি সহজেই সে কাজগুলো বুঝে নিল। রোজ নিয়মমতো অফিসুেযেত, সকলের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সকলকে সাহায্য করতে সদাই উন্মুখ।

ছ-মাস কেটে গেছে, ডানা তখনও শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করছে। একদিন সে ম্যানেজিং এডিটার বিল গ্রাউওয়েলের সঙ্গে কথা বলতে গেল।

ডানা বলল–আপনি কি এবার আমাকে একটা কাজ দেবেন?

ভদ্রলোক তাকালেন না, তিনি বললেন–এখনও সময় হয়নি, আমার কফিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে।

ডানা ভেবেছিল, এভাবে কেন আমাকে শোষণ করা হচ্ছে? আমি এই বাঁধন ছিঁড়ে একদিন বেরোবই। কোন কিছুই আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।

.

একদিন সকালে ডানা ফাঁকা টেলিটাইপ রুমে বসেছিল, কফির কাপ শেষ হয়ে গেছে, প্রিন্ট আউট দেখা যাচ্ছে, ডানা পড়ল–অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, কারমন ক্যালিফোর্নিয়া,

ক্লারেমন্টে আজ সকালে একজনকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে। ছবছরের একটি ছেলেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

ডানা গল্পের বাকিটা পড়ল, খোলা চোখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। টেলি টাইপের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সে প্রিন্ট আউটটা বের করল, পকেটে পুরে নিল। কেউ এটা দেখতে পায়নি।

ডানা বিল গ্রাউওয়েলের অফিসে ঢুকল, বলল–মিঃ গ্রাউওয়েল, আজ সকালে কেউ দুবছরের একটা ছেলেকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছে। ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে হবে তাই তো?

বিল গ্রাউওয়েল খুবই উত্তেজিত কিন্তু কিছুই তো লেখেনি? খবর আসছে না কেন? তুমি কোথা থেকে শুনেছো?

–আমি ওই জায়গা দিয়ে হাঁটছিলাম, অনেকে বলাবলি করছিল।

কাউকে পাঠাবো?

–আমি যাব? যে দোকানের সামনে ঘটনাটা ঘটেছে তার মালিক আমাকে ভালো চেনে। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন।

ডানার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক উদাসীনভাবে বলেছিলেন, ঠিক আছে, যাও।

ডানা দোকানের মালিকের সাথে কথা বলল। তার গল্পটা ক্ল্যারেমন্ট এক্সামিনার কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হবে। প্রতিবেদনটা ভালোই হয়েছে। বিল গ্রাউওয়েল বললেন–কাজটা ভালো হয়েছে। তোমাকে ধন্যবাদ ডানা।

.

এক সপ্তাহ আগে টেলিটাইপ রুমে ডানা একা বসেছিল, এখন ব্যাপারটা পাল্টে গেছে। সাতদিন বাদে আবার সে বসে আছে, খবর ফুটে উঠেছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস–পামোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, মহিলা জুডো শিক্ষিকা এক ধর্ষককে ধরে ফেলেছেন।

ডানা আগের মতোই প্রিন্ট আউটটা ছিঁড়ে ফেলল। পকেটে পুরে দিল। ছুটে গেল বিল গ্রাউওয়েলের কাছে।

কণ্ঠে উত্তেজনা এনে বলল আমার পুরোনো রুমমেট এখনই আমাকে ফোন করেছিল, সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছে এক ভদ্রমহিলা একটা পুরুষকে আঘাত করছে। আমি এই সংবাদটা কভার করতে যাব?

গ্রাউওয়েল বললেন–এক্ষুনি যাও।

ডানা পামোনাতে গাড়ি নিয়ে ছুটে গেল। জুডো প্রশিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলল। আবার তার প্রতিবেদনটা প্রথম পাতায় প্রকাশিত হল।

বিল গ্রাউওয়েল অফিসে এসে জিজ্ঞাসা করলেন–ডানা, তুমি এসব খবর পাও কোথা থেকে?

ডানা বলল–আমার অনেক সোর্স আছে।

তার কথা শেষ হয়নি, ভদ্রলোক বললেন–এখন থেকে তুমি কভারস স্টোরিতে নিয়মিত লিখবে কেমন?

পরদিন ক্লারেমন্ট এক্সামিনার কাগজটা বিক্রি করে দেওয়া হল ওয়াশিংটনের ওয়াশিংটন ট্রিবিউন পত্রিকার হাতে।

.

খবরটা ডানার কাছে পৌঁছে গেছে, ক্ল্যারেমন্ট এক্সামিনারের বেশির ভাগ সদস্যের মনে ঘন হতাশার ছাপ। বোঝা গেল, সকলকেই চাকরি হারাতে হবে। ডানা কিন্তু একথা ভাবলো না। সে ভাবলো এখন থেকে আমি ওয়াশিংটন ট্রিবিউনে কাজ করতে পারবো। আমি কেন হেডকোয়াটার্সের কাজে যোগ দেব না?

সে সোজা বিল গ্রাউওয়েলের অফিসে গিয়ে বলল–আমি দশদিনের ছুটি নেব।

ভদ্রলোক ডানার দিকে অবাক চোখে তাকালেন–ডানা, সকলে ভয় পাচ্ছে, বাথরুমে যেতে পর্যন্ত সাহস করছে না, তুমি ভয় পাওনি?

–কেন আমি ভয় পাব? আমি তো আপনার সবসেরা সাংবাদিক, আমি ওয়াশিংটন ট্রিবিউনে চাকরি পাব।

–তুমি সত্যি বলছো? ঠিক আছে ম্যাক বেকারের সাথে কথা বল। তাকে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শুধু খবরের কাগজ নয়, টিভি স্টেশন, রেডিও সবকিছুর।

নামটা ডানা মনের খাতায় গেঁথে নিল।

.

০৮.

ওয়াশিংটন ডিসি। একটা মস্ত বড় শহর। ডানা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, এটা হল বিশ্বের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ডানা বাতাসের মধ্যে বিদ্যুতের পরশ পেল বুঝি। এখান থেকে আমার কাজ শুরু করতে হবে।

সে প্রথমে ডেনেসা হোটেলে গেল। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন পত্রিকার অফিস কোথায় তা জেনে নিল। ছনম্বর স্ট্রিটে অফিসটা অবস্থিত। একটা ব্লক জুড়ে। চারটে আলাদা বড় বড় বাড়ি আছে। মনে হয় এই অফিস বোধহয় শূন্যে পৌঁছে গেছে। ডানা মেন লবিতে হেঁটে গেল। ইউনিফর্ম পরা গার্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

–আপনাকে সাহায্য করতে পারি মিস?

–আমি এখানে চাকরি করি, ট্রিবিউনে, ম্যাক বেকারের সাথে দেখা হবে?

আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে কী?

–না, করা নেই।

–তাহলে পড়ে আসবেন, গার্ড অন্যের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

একজন বললেন–সারকুলেশন বিভাগের প্রধানের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।

গার্ড একটা নাম্বার ডায়াল করলেন।

একটা এলিভেটর নেমেছে। লোজন বেরিয়ে আসছে। ডানা সেদিকে এগিয়ে গেল। গার্ড তাকে দেখতে পায়নি। সে বোম টিপে দিল, আরেকজন ভদ্রমহিলা সঙ্গে ছিল। ডানা জানতে চাইল-ম্যাক বেকার কোন তলায় বসেন?

মেয়েটি বলল–থার্ড ফ্লোরে। তোমার গলায় পরিচয় পত্র নেই কেন?

ডানা মিথ্যে কথা বলল–আমি হারিয়ে ফেলেছি।

এলিভেটর থার্ড ফ্লোরে পৌঁছে গেছে, ডানা বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ কথাহীনভাবেদাঁড়িয়ে থাকল। অসংখ্য কিউবিকল, মনে হচ্ছে একশোর বেশি হবে। একহাজার লোক সেখানে গিজগিজ। কত রঙের সংকেত চিহ্ন, সম্পাদকীয়, শিল্প, মেট্রো, খেলাধুলা, ক্যালেন্ডার।

ডানা জানতে চাইল এক কর্মচারীর কাছে মিঃ বেকারের অফিসটা কোথায়?

হলের একেবারে শেষে, ডান দিকে।

ডানা এগিয়ে চলল, ধাক্কা লেগে গেল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। কাগজ ছড়িয়ে পড়ল।

ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠল- চোখ বন্ধ করে চল নাকি।

–এটা একটা দুর্ঘটনা, আমি কি আপনাকে সাহায্য করব?

ভদ্রলোক আরও রেগে গেছেন। বললেন–না, সাহায্যের দরকার নেই।

ডানা একটু হেসে বলল–ওয়াশিংটনের সবাই আপনার মতো নির্মম নাকি?

ডানাউঠে দাঁড়াল। মিঃ বেকারের কিউবের দিকে পৌঁছে গেল। গ্লাস উইনডোর ওপর লেখা আছে ম্যাক বেকার। অফিসটা ফাঁকা। ডানা একটা চেয়ারে বসে পড়ল। অফিসের জানলা দিয়ে তাকালো। বাইরে কাজকর্ম এগিয়ে চলেছে।

এটা ক্ল্যারেমন্ট এক্সামিনারের মতো নয়, হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে। সর্বত্র লোকে গমগম করছে।

ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?

একজন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

তার চোখ ছোট ছোট হয়ে গেছে এখানে বসে আপনি কী করছেন?

ডানা ঢোক গিলেছে–আপনি নিশ্চয়ই মিঃ বেকার, আমি ডানা ইভান্স।

–আমি জানতে চাইছি আপনি এখানে বসে কী করছেন?

–আমি ক্ল্যারেন্ট এক্সামিনারের রিপোর্টার।

–তাতে কী হয়েছে?

–এই কাগজটা আপনি কিনেছেন।

–হ্যাঁ, তাতে কী?

ডানা আমতা আমতা করে বলল–আমি এখানে কাজ করতে এসেছি। আমি তো ওখানে কাজ করতাম, এখন আমি আপনার কর্মচারী তাই?

ভদ্রলোক অবাক চোখে ডানার দিকে তাকালেন। তিনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন, বলেই ফেললেন–কে আপনাকে এখানে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছে?

–আমি তো বলেছি, আমি ক্ল্যারেমন্ট এক্সামিনারের সংবাদদাতা ছিলাম।

–আপনি দয়া করে ক্ল্যারেমন্টেই ফিরে যান। নাকি আমি দারোয়ানকে ডাকতে বাধ্য হব?

ডানা উঠে দাঁড়াল, কঠিনভাবে বলল–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিঃ বেকার, আপনার আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ডানা ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল।

ম্যাক বেকার ডানার দিকে তাকালেন, মাথা নাড়লেন, পৃথিবীটা পাগলে ভরে গেছে।

.

বিশাল সম্পাদকীয় দপ্তর, অনেক রিপোর্টার কাজে ব্যস্ত, কেউ কেউ টাইপ করছে, কেউ কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে আছে। এখানে আমি কাজ করবো, ব্যাপারটা ভাবতেই ডানা শিহরিত হয়ে উঠল।

ডানা ম্যাক বেকারকে দেখতে পেল, ডানার দিকে এগিয়ে আসছেন উনি। আবার এখানে ওই ভদ্রলোক? ডানা একটা কিউবিকলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, ভদ্রলোক যাতে তাকে দেখতে না পান।

বেকার এক রিপোর্টারের কাছে গেলেন। বললেন–স্যাম, ইন্টারভিউটা নেওয়া হয়েছে।

–আমি জর্জ টাউন মেডিকেল সেন্টারে গিয়েছিলাম। ওই নামে কেউ আসেনি। টেলারের স্ত্রী ওখানে ভর্তি হয়েছেন।

ম্যাক বেকার রেগে গেলেন–এটা বাসি খবর, এখনও পর্যন্ত ইন্টারভিউ করা শিখলে না?

ডানা অবাক হয়ে গেল, সত্যিই তো, কীভাবে ইন্টারভিউ করতে হয় স্যাম তা বুঝতেই পারেননি বোধহয়।

.

ত্রিশ মিনিট কেটে গেছে, ডানা জর্জ টাউন মেডিকেল সেন্টারে ঢুকে পড়ল। সে ফুলের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল।

একজন ক্লার্ক প্রশ্ন করল–আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

ডানা একটু ইতস্তত করে বলল–পঞ্চাশ ডলারের ফুল দেবেন তো।

ক্লার্ক তার হাতে ফুলের গোছা তুলে দিল। ডানা বলল–হাসপাতালের মধ্যে কোনো দোকান আছে কি? যেখান থেকে উপহার পাওয়া যেতে পারে?

-হ্যাঁ একটা গিফট শপ আছে।

গিফট শপে অনেক মানুষের ভিড়। শুভেচ্ছা পত্র রয়েছে, সস্তার খেলনা, বেলুন আর ব্যানার। জামফুড আরও কত কি। কতকগুলো স্যুভেনিয়রের ক্যাপ পাওয়া গেল। ডানা তার থেকে একটা বেছে নিল। যাতে মনে হতে পারে সে কোনো জায়গার কর্মচারী। ভালো দেখে একটা কার্ড কিনলো। ভেতরে কিছু একটা লিখল।

এবার সে এগিয়ে গেল ইনফরমেশন ডেস্কের দিকে। বলল–শ্রীমতী রকস্টার স্টিভ টেলারের জন্য কিছু ফুল উপহার দেব।

রিসেপশনিস্ট মাথা নেড়ে বলল–স্টিভ টেলার নামে কেউ তো এখানে ভর্তি হননি?

ডানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল- সত্যি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে এই উপহার।

ডানা কার্ডটা খুলে ফেলল। সেটা রিসেপশনিস্টকে দেখাল। লেখা আছে, সেরে উঠুন। তলায় সই-আর্থার, ক্যানন।

ডানা বলল–আমি কি এগুলো ফেরত নিয়ে যাব?

ডানা যাবার জন্য পা বাড়াল।

রিসেপশনিস্ট তার দিকে তাকিয়ে বলল–একটুখানি অপেক্ষা করুন। আমি কি এই ফুলগুলো নিয়ে যাব?

ডানা বলল–দুঃখিত, ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যানন বলেছেন এগুলো আমি যেন নিজের হাতে পৌঁছে দিই।

রিসেপশনিস্টের দিকে তাকিয়ে আবার সে বলল–আপনার নামটা আমি জানতে পারি কী? তাহলে আমি মিঃ ক্যাননকে বলব আমি কাকে ফুলের তোড়া দিয়ে এসেছি।

মুখে ভয়ার্ত প্রতিচ্ছবি–ঠিক আছে, আমি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে চাইছি না। আপনি দুশো পনেরো নম্বর ঘরে চলে যান। কিন্তু ফুলের তোড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবেন কেমন?

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। দেখা গেল ডানা রকস্টার স্টিভ টেলারের বউয়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

স্টাসি টেলারের বয়েস কত হবে? চব্বিশ পার হয়ে পঁচিশ বোধহয়। তাকে দেখতে কেমন চট করে বলা সহজ না। এই মুহূর্তে তার মুখে বিবর্ণতার আভাস। মুখ বেশ ফুলে উঠেছে। তিনি এক গ্লাস জল খাবার চেষ্টা করছেন।

ডানা এগিয়ে গেল।

সে বলল–আপনার জন্য ফুলের তোড়া।

কোথা থেকে এসেছে?

ফিসফিসে কণ্ঠস্বর।

ডানা কার্ডটা সরিয়ে ফেলেছে–বলল, একজন মানুষ আপনাকে দিয়েছে, যে আপনাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করে।

ভদ্রমহিলা ডানার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছেন আপনি কি জলের গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিতে পারেন?

ডানা এগিয়ে গেল, ফুলের তোড়া রেখে দিল, জলের গ্লাসটা তার হাতে তুলে দিল। বলল আর কিছু করবো কী?

ঠোঁট ফুলে গেছে, ভদ্রমহিলা বললেন–আমি এখান থেকে বাইরে যেতে চাইছি। আমার স্বামী আমার কোনো অভ্যাগতদের এখানে আসতে দিচ্ছে না। ডাক্তার আর নার্সদের মধ্যে থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

ডানা চেয়ারে বসে পড়ল। জানতে চাইল–আপনার কী হয়েছিল?

ভদ্রমহিলা বললেন–আপনি জানেন না? আমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল।

ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের। ডানা সন্দেহজনকভাবে মন্তব্য করল।

বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, এই মহিলাকে ভীষণভাবে আঘাত করা হয়েছে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেছে, ডানা সত্যি গল্পটা জানতে পেরেছে।

.

ডানা আবার ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের লবিতে ফিরে গেল, অন্য একজন গার্ড সেখানে দাঁড়িয়েছিল- আপনাকে সাহায্য করবো কী?

ডানা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল–মিঃ বেকারকে বলুন, আমি এখনি আসছি। অনেকটা দেরী হয়ে গেল। উনি হয়তো রাগ করবেন।

ডানা এলিভেটরের দিকে ছুটে গেল, বোতাম টিপল। প্রহরী তার দিকে তাকালো, তারপর ডায়াল করল- হ্যালো, মিঃ বেকারকে বলুন এক তরুণী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

এলিভেটর এসে গেছে, ডানা ঢুকে পড়ল, বোতাম টিপে দিল।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে এলিভেটর থেমে গেল। আরও বেশি কাজের চাপ। ডানা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছে না। ডানা একটা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। টাইপ ঘর, গল্পটাকে এখনই সাজাতে হবে। কিন্তু কী করে? একটা টাইপ কি ফাঁকা পাওয়া যাবে? হ্যাঁ পেয়ে গেছে, সে টাইপ করে ফেলল, হঠাৎ তার ঘরে কার ছায়া?

ম্যাক বেকার চিৎকার করছেন আপনি এখানে কী করছেন?

আমি একটা কাজের সন্ধানে এখান এসেছি মিঃ বেকার। আমি গল্পটা লিখেছি, দেখুন তো আপনার ভালো লাগে কিনা?

আপনি আবার ভুল করছেন, বেকার বোমার মতো ফেটে পড়লেন–আপনি এভাবে কাজ করতে পারেন না, অন্য কারোর ডেস্কে বসার অধিকার আপনার নেই। আপনি নরকের অন্ধকারে চলে যান। না হলে আমি এক্ষুনি সিকিউরিটিকে ডাকতে বাধ্য হব। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

-কিন্তু...

–এক্ষুনি বেরিয়ে যান।

ডানা উঠে দাঁড়াল, সত্যি খারাপ লাগছে তার, সে ম্যাক বেকারের হাতে কাগজগুলো তুলে দিল। এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল।

ম্যাক বেকার অবাক হয়ে কাগজের দিকে তাকালেন। তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। কোথায় ছুঁড়ে ফেলবেন? কাছাকাছি ওয়েস্ট বাস্কেট আছে কী?

শেষ বার কী যেন মনে করে ম্যাক টাইপ করা শব্দগুলোর দিকে তাকালেন। প্রথম শব্দটাই তাকে অবাক করে দিল। ডানার গল্পটা এইভাবে শুরু হয়েছে স্টাসি টেলার, তার মুখে আঘাতের চিহ্ন, বলছেন উনি নাকি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছেন। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে অন্য একটি গল্প আছে। তিনি বিখ্যাত রকস্টার স্টিভ টেলারের স্ত্রী। স্টিভ টেলার ওঁকে মাঝে মধ্যে আঘাত করেন। যতবার উনি গর্ভবতী হয়ে যান, স্বামীর কাছ থেকে আঘাত সইতে হয়। কারণ রকস্টার সন্তানের বাবা হতে চান না।

ম্যাক স্তব্ধ হয়ে গেছেন, তাঁর সমস্ত শরীরে শীতল শিহরণ। তিনি পুরো প্রতিবেদনটা পড়ে ফেললেন। কিন্তু ডানাকে কোথাও দেখা গেল না।

কাগজগুলো হাতে নিয়ে তিনি থরথর করে কাঁপছেন। তিনি এলিভেটরের দিকে ছুটে গেলেন। ডানা সেখানে আছে কি? তাকালেন সবদিকে, শেষ পর্যন্ত ডানাকে দেখা গেল, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, মিটি মিটি হাসছে।

উনি চিৎকার করে বললেন–এই গল্পটা কোথা থেকে পেলেন?

ডানা শান্তভাবে জবাব দিল–আমি তো আগেই বলেছিলাম স্যার, আমি হলাম একজন রিপোর্টার।

ভদ্রলোক বললেন–এক্ষুনি আমার অফিসে চলে আসুন।

.

ম্যাক বেকারের অফিস।

ম্যাক বেকার বললেন–কাজটা কিন্তু সত্যিই উত্তেজক। আশা করি আপনি করতে পারবেন।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি আমাকে চাকরিটা দিয়েছেন বলে।

ডানা চিৎকার করে বলতে লাগলো দেখবেন স্যার, আমি আপনার সবসেরা রিপোর্টার হব। আমি কথা দিচ্ছি। আমি আপনার পত্রিকার ফরেন করসপন্ড হতে চাইছি। হয়তো আজ অথবা আগামীকাল আমার স্বপ্ন সফল হবে।

–ট্রিবিউনে কোনো চাকরি খালি নেই। তবে ভবিষ্যতে কিছু একটা হতে পারে।

ডানার চোখে বিস্ময়–কিন্তু আমি ভেবেছিলাম....

একটুখানি অপেক্ষা করুন।

ডানা দেখল ভদ্রলোক কলম নিয়ে কী যেন লিখছেন।

একটু বাদে উনি বললেন আপনি কখনও ডব্লু টি ই দেখেন? ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের টেলিভিশন স্টেশন।

না, স্যার।

এখন থেকে আপনাকে ওটা দেখতে হবে। সেখানে চাকরি খালি আছে। একজন লেখক কাজটা ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি তার জায়গাতে কাজ করবেন।

ডানা জানতে চাইল- কী করতে হবে?

দূরদর্শনের জন্য কপি লিখতে হবে।

দূরদর্শনের জন্য কপি? আমি তো কিছুই জানি না।

–খুবই সোজা, প্রোডিউসার আপনাকে বিভিন্ন নিউজ সার্ভিস থেকে নিউজ তুলে দেবেন। আপনি সেগুলোকে গল্পের আকারে সাজিয়ে ফেলবেন। যাতে অ্যাঙ্কার সেগুলো পড়তে পারে।

ডানা বসে থাকল, নীরব হয়ে।

–আমি একজন সাংবাদিক।

–এখানে পাঁচশো জন সাংবাদিক আছে, তারা অনেক বছর ধরে কাজ করছে। আপনি এখনই চার নম্বর বিল্ডিং-এ চলে যান। মিঃ হকিন্সকে খোঁজ করুন। দেখবেন টেলিভিশনের চাকরিটা আপনার খারাপ লাগবে না। ইতিমধ্যে আমি হকিন্সকে ফোন করছি।

ডানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল- আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ বেকার, যদি কখনও মনে হয়...

–আপনি এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যান।

.

ডব্লু টি ই টেলিভিশনের স্টুডিও, সমস্ত সাততলা জুড়ে, তার চার নং বিল্ডিং-এ, প্রোডিউসার টম হকিন্স, ডানা তার ঘরে ঢুকে পড়ল- প্রথম প্রশ্ন- আপনি কখনও টেলিভিশনে কাজ করেছেন?

না স্যার, আমি খবরের কাগজের সাংবাদিক। এটা তো ডায়নোসরদের যুগ, আমরাই বর্তমান, জানি না ভবিষ্যৎ কী হবে।

কত মানুষ, ডেস্কে বসে কাজ করছেন, মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন। নিউজ সার্ভিস থেকে অবিরাম খবর আসছে। খবরগুলোকে অনুবাদ করতে হচ্ছে।

সারা পৃথিবী থেকে খবর আসছে, হকিন্স বুঝিয়ে দিলেন, আপনাকে সেই খবরগুলো বাছতে হবে। মাইক্রো ওয়েভের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। এছাড়া পুলিশ চ্যানেল আছে, সেলফোনের মাধ্যমে খবর আসবে। স্ক্যানার আছে, মনিটর, মিনিটে মিনিটে খবর আসে। বুঝতে পারছেন কত তাড়াতাড়ি কাজগুলো করতে হবে।

ডানা জানতে চাইল- এখানে কজন রাইটার কাজ করেন?

ছজন, আপনাকে একটা ভিডিও কো-অর্ডিনেটরের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। আরও কতজনের সঙ্গে আপনি কাজ করবেন।

...এই দেখুন, এরা হলেন সঞ্চালক এবং সঞ্চালিকা। জুলিয়া আর মাইকেল।

জুলিয়া অসামান্য রূপসী, চেস্টনাটের মতো তার চুলের রং। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কাজটার মধ্যে আনন্দ আছে।

মাইকেল টাটে, অ্যাথলেটের মতো চেহারা, মুখে পুরুষ সুলভ হাসি।

হকিন্স পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের নতুন রাইটার ডানা।

–আমি ডানা, স্যার। ডানা বলল।

হকিন্স ডানাকে তার অফিসে নিয়ে গেলেন। অ্যাসাইমেন্ট বোর্ডটা দেওয়ালে টাঙানো ছিল।

উনি বললেন–এখানে অনেকগুলো গল্প লেখা আছে। যেগুলো আমি পছন্দ করব, সেগুলোকে স্লগ বলা হয়। প্রত্যেক দিন বারবার এই বোর্ডের দিকে তাকাতে হবে। সারাদিন ধরে সংবাদ আসবে। মনে রাখবেন, প্রতিটি সংবাদই গুরুত্বপূর্ণ।

-ঠিক আছে, ডানা চিন্তিত মুখে জবাব দিয়েছিল।

.

প্রথম রাতের অনুষ্ঠানটা খুবই খারাপ হয়েছে। ডানা ঠিক মতো লিখতে পারেনি। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। তাই দেখা গেল জুলিয়া-মাইকেলের লেখাটা পড়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। মাইকেলও শেষ পর্যন্ত জুলিয়ার বক্তব্যটা বলেছে।

ব্রডকাস্ট হয়ে গেছে, ডিরেক্টর ডানাকে ডাকলেন- মিঃ হকিন্স আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি এখনই যান।

হকিন্স ডেস্কে বসেছিলেন, থমথম করছে তার রাগী মুখ।

–আমি জানি, ডানা আহত আর্তনাদে বলে ওঠার চেষ্টা করে, ভুল হয়েছে, পরবর্তীকালে আর হবে না।

হকিন্স ডানার দিকে তাকালেন–ভবিষ্যতে এমন যেন না হয়। তাহলে কিন্তু ফল ভালো হবে না।

আবার বললেন তিনি কাল সকাল আটটায় এখানে চলে আসবেন, কথাটা যেন মনে থাকে।

দুপুরের খবরটা অনেক ভালো হয়েছে। টম হকিল ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ডানা বুঝতে পারল। ছন্দে ফিরতে হবে, গল্পটা লিখতে হবে। টেপ এডিটরের সাথে কাজ করতে হবে। এমনভাবেই এক-একটি সুন্দর উপস্থাপনা।

তখন থেকেই এই কাজটা ডানার দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে ঢুকে গেল।

.

আটমাস বাদে ডানার জীবনে সত্যি একটা পরিবর্তন এল। তখন সে আরও উঁচু পদে উঠে গেছে।

একদিন ডিরেক্টর রব ক্লাইন চিৎকার করছিলেন–ও কোথায় গেল?

–আমি জানি না।

কতক্ষণ ওকে দেখা যায়নি?

–অনেকক্ষণ।

–ওর অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করা হয়েছে?

–আনসারিং মেশিন উত্তর দিচ্ছে।

–আশ্চর্য, মাত্র বারো মিনিট সময় আছে।

জুলিয়ার হয়তো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, মাইকেল হেসে বলল, ও হয়তো মরেই গেছে।

এটা কোনো কাজের কথা হল না। জুলিয়া কেন ফোন করল না।

ডানা বলল–আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার।

ডিরেক্টর ডানার দিকে অধৈর্য হয়ে তাকালেন–হ্যাঁ, কী বলছ বলো?

-যদি জুলিয়া আসতে না পারে, আমি কি সঞ্চালিকার কাজটা করব?

উনি সহকারীর দিকে তাকালেন–ব্যাপারটা ভুলে যাও। সিকিউরিটিকে ডাকো, যদি মেয়েটি আসে...।

ফোন তুলে ডায়াল করা হল–জুলিয়া ব্রিংকম্যান কি এসেছে? যদি আসে, এখানে তাড়াতাড়ি আসতে বলল। একটা এলিভেটর আটকে রেখো।

–ঠিক আছে।

ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে আবার তার ঘড়ির দিকে তাকালেন মাত্র সাত মিনিট আছে।

ডানা উঠে দাঁড়িয়েছে। মাইকেল বলল–আমি কি সবটা পরিচালনা করব?

ডিরেক্টর বললেন না, দুজনকে চাই। তিনি আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, মাত্র তিন মিনিট, বুঝতে পারছি না, মেয়েটার কী হল?

ডানা শেষ পর্যন্ত বলে স্যার, আমি সবকটা শব্দ জানি। আমি এটা লিখেছি।

উনি তাকালেন না, তোমার মেকাপ নেওয়া হয়নি। তোমার পোশাকটাও ভালো নয়।

সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারের ঘর থেকে একটা ভয়ার্ত শব্দ ছুটে এল–দুমিনিট বাকি আছে, এবার যেতে হবে।

মাইকেল হাত ঝাঁকাল। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

–প্লীজ-প্লীজ, ডানা ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে হাসছে। শুভরাত মিঃ ক্লাইন।

সে দরজা ঠেলে এগিয়ে গেল।

ডিরেক্টর অসহায়ের মতো হাতে হাত ঘষলেন- তুমি এটা করতে পারবে?

ডানা বলল–আমার ওপর ভরসা রাখুন।

আমার হাতে আর কোনো উপায় নেই। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন–ঠিক আছে। চলে যাও, ওঃ, আমি কেন মায়ের কথা শুনে ডাক্তার হলাম না?

ডানা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেল। মাইকেল টাটের পাশে বসে পড়ল।

তিরিশ সেকেন্ড, কুড়ি-দশ-পাঁচ।

ডিরেক্টর ইঙ্গিত করলেন, লাল আলো জ্বলে উঠল।

শুভ সন্ধ্যা, ডানা গড়গড় করে পড়তে থাকে, ডবলিউ টি ই দশটার খবরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের জন্য একটা ভয়ংকর খবর আছে, ঘটনাটা হল্যান্ডে ঘটেছে। আর্মস্টারডামে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে।

ভালোভাবেই কাজটা উতরে গেল।

.

পরের দিন সকালবেলা, বব ক্লাইন ডানার অফিসে এসেছেন। – খারাপ খবর আছে, গতরাতে জুলিয়া অটোমোবাইল অ্যাকসিডেন্টে পড়েছে। তাকে আর চেনা যাচ্ছে না। মুখটা একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে।

ডানা চিৎকার করল–সে কী? আমি তো ভাবতেই পারছি না।

–হ্যাঁ, তাকে দেখলে আর চেনা যাবে না।

–প্লাস্টিক সার্জারি?

–না, জুলিয়া বোধহয় আর এই পেশাতে আসতে পারবে না।

–আমি ওকে দেখতে যাব, কোথায় আছে?

–অডিগনে চলে গেছে, পরিবারের লোকেদের কাছে।

–আমার খুবই খারাপ লাগছে।

–কিছু পেতে গেলে কিছু হারাতে হয়।

তিনি ডানার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গতরাতে তুমি ভালোই বলেছ, কাউকে না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকেই সঞ্চালিকার কাজটা করতে হবে।

.

ডানা ম্যাক বেকারের ঘরে পৌঁছে গেল–আপনি গতকালের খবরটা দেখেছেন তো?

ভদ্রলোক বললেন–হ্যাঁ, তুমি ভালোই বলেছ, কিন্তু মেকাপ নিতে হবে। ভালো পোশাক পরতে হবে।

ডানা বলল–ঠিক আছে, এবার দেখবেন।

ম্যাক বেকার বললেন–তোমার গলাটা খুব একটা খারাপ নয়।

পঞ্চম রাত, ডিরেক্টর ডানাকে বললেন–এবার সত্যি তুমি একাজের যোগ্য হয়ে উঠেছ।

.

ছমাসের মধ্যে ডানা ওয়াশিংটনের কেউকেটা হয়ে উঠল। সে কমবয়সি, আকর্ষণীয়া ব্যক্তিত্ব আছে তার। আছে বুদ্ধির ছটা–আর কী চাই? এক বছরের মধ্যে তাকে বিশেষ কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হল। হেয়ার অ্যান্ড নাউ নামে একটি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের ইন্টারভিউ তাকে নিতে হয়। এই অনুষ্ঠানটা দর্শক মহলে। খুবই জনপ্রিয়। ডানার ইন্টারভিউর ধরনটা খুবই সুন্দর। আন্তরিক এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। বিখ্যাত মানুষেরা প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করেন। তারপর তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যান।

.

রাত হয়েছে, ডানা আন্তর্জাতিক খবরের দিকে চোখ রেখেছে। বিদেশের সংবাদদাতাদের ওপর তার ভীষণ রাগ। তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। তারা ইতিহাস সৃষ্টি করে। তারা পৃথিবীর সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ খবর পৌঁছে দেয়।

নিজেকে হতাশ মনে হল ডানার।

.

দুবছরের শর্ত–ডব্লিউ টি ই-র সঙ্গে। এবার তা শেষ হবার পথে। প্রধান করসপনডেন্ট ফিলিপ কোলে একদিন ডানাকে ডেকে পাঠালেন।

–ডানা, তুমি ভালো কাজ করেছ। আমরা সবাই তোমার কাজে খুবই গর্বিত।

–আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ফিলিপ।

–তোমার সাথে নতুন চুক্তি করতে হবে।

–আমি ছেড়ে দেব।

কী, বলছ কী?

–আমার শর্ত শেষ হয়ে গেলে আমি আর এখানে থাকব না।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেছেন- তুমি কী করবে?

–এই কাজটা আমার খুবই ভালো লাগে। কিন্তু আমি বিদেশী সংবাদদাতা হতে চাইছি।

–সে জীবনটা খবুই কষ্টের, ভদ্রলোক বললেন, কেন তুমি এই কাজ চাইছ?

–আমি নামকরা লোকের সঙ্গে কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেছি। সেই একইরকম গল্প। কে কার পঞ্চম স্বামীর সাথে ডিনার খেয়েছে, কে তৃতীয় স্ত্রীর সাথে শুয়েছে। নাঃ, আর ভালো লাগছে না।

ডানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–আমি দুঃখিত, এখানে আর থাকতে পারছি না।

সে লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

–একটু অপেক্ষা করো। তুমি এই কাজটা সত্যি করতে পারবে?

ডানা শান্তভাবে বলল–হ্যাঁ, এটাই আমার ছোটোবেলার স্বপ্ন।

ভদ্রলোক একমুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন–তুমি কোথায় যেতে চাও?

এক মুহূর্তের মধ্যে ডানা জবাব দিল, সারাজেভো।

.

০৯.

অলিভার রাসেল ভাবতেই পারেননি, গভর্নরের জীবনটা এত সুন্দর হতে পারে। প্রতিমুহূর্তে ক্ষমতার স্বাদ। নিষিদ্ধ আনন্দের উত্তেজনা। ক্ষমতাকে এক আবেদনি রক্ষিতা বলা যায়। অলিভার তাকে খুবই ভালোবাসেন। হাজার হাজার মানুষের জীবন তার ওপর নির্ভর করছে। ভাবতেই ভালো লাগে। সকলের ওপর প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়ছে। জীবনটা এখন একেবারে পাল্টে গেছে। সেনেটর ডেভিসের কথা মনে পড়ল–এটার সবেমাত্র পথ চলা শুরু হল। মনে রেখো, তুমি কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছ, সাবধানে পা ফেলবে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

হ্যাঁ, এখন অলিভার অনেক চালাক হয়ে গেছেন। অসংখ্য ঘটনা আছে তার জীবনে। কিন্তু তিনি খুব সুন্দরভাবে সেই ঘটনাগুলো পরিচালনা করেন। এই ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা ভার।

সময়-সময় অলিভার মিরিয়ামের অবস্থা জানতে চান।

–গভর্নর, উনি এখনও কোমাতে আছেন।

আমাকে তাজা খবর জানিও কিন্তু।

.

গভর্নর হিসেবে অলিভারের অন্যতম কাজ হল রাষ্ট্রীয় ভোজের আয়োজন করা। সেই ভোজসভায় শহরের বিশিষ্ট মানুষরা উপস্থিত থাকেন। আসেন ক্রীড়াজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা, বিনোদনের সম্রাটরা, রাজনৈতিক নেতারা, বিদেশি অতিথি অভ্যাগতরা।

জ্যান এখন এক সর্বময়ী কত্রী হয়ে উঠেছে।

একদিন জ্যান অলিভারের কাছে এসে বলল–বাবার সঙ্গে কথা বলেছি, আসছে সপ্তাহের শেষের দিকে বাবা তার বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছে। বাবা চাইছে, আমরা যেন ওই পার্টিতে যাই। ওখানে এমন কজন আসবেন, তোমার সঙ্গে তাদের আলাপ করা দরকার।

.

ওই শনিবার, সেনেটর ডেভিসের বাড়িতে দারুণ পার্টির আসর। অলিভার অনেকের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হলেন। তারা ওয়াশিংটনের বিখ্যাত ব্যবসাদার। অসাধারণ পার্টি। অলিভার আনন্দ উপভোগ করলেন।

–অলিভার, সময়টা যেন ভালো কাটে।

–হ্যাঁ, এই পাটিটা আমার মনে থাকবে।

পিটার ট্যাগার বললেন–মনে রেখো, দিনগুলো এভাবেই কাটাতে হবে। পরে আবার দেখা হবে, কেমন?

সেনেটর ডেভিস এগিয়ে গেলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসেছেন।

ইতালিয় রাষ্ট্রদূতকে চোখে পড়ল। বছর ষাট বয়স হয়েছে। সিলিকান বৈশিষ্ট্য আছে তার চেহারাতে, তার স্ত্রী সিলভা, অসাধারণ রূপবতী মহিলা, এমন সৌন্দর্য অলিভার জীবনে কখনও দেখেননি। বিয়ের আগে তিনি এক অভিনেত্রী ছিলেন। এখনও ইতালিতে তিনি খুবই জনপ্রিয়। অসাধারণ দুটি বাদামী চোখ। ম্যাডোনার মতো মুখ। রুবেনস–এর মুখচ্ছবির মতো চেহারা, স্বামীর থেকে পঁচিশ বছরের ছোটো।

সেনেটর ডেভিস ওই দম্পতিকে অলিভারের কাছে নিয়ে গেলেন। পরিচয়ের পালা শেষ হল।

অলিভার বললেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি।

ভদ্রমহিলার মুখে হাসি আপনার কথা অনেক শুনেছি।

খারাপ কিছু শোনেননি তো?

রাষ্ট্রদূত বললেন–সেনেটর ডেভিস, আপনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

অলিভার সিলভার দিকে তাকিয়ে বললেন–আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি।

সেনেটের ডেভিস এগিয়ে এলেন, দম্পতিদের নিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। ফিরে এলেন অলিভারের কাছে। বললেন–গভর্নর, নিষিদ্ধ ফল, একটা কামড় দিলেই তোমার ভবিষ্যৎ গুডবাই বলে চলে যাবে।

–আমাকে এরকম ভাববেন না যেন।

না, আমি কিন্তু এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত।

সন্ধ্যে শেষ হয়ে গেল। সিলভা এবং তার স্বামী এবার চলে যাবেন।

–আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই ভালো লাগল। ইতালিয় রাষ্ট্রদূত বললেন।

সিলভা অলিভারের হাতে হাত দিলেন। মৃদু চাপ দিয়ে বললেন–আপনার সাথে আবার দেখা হবে তো?

অলিভার ভাবলেন, না, শ্বশুরমশাইয়ের কথাটা মনে রাখতে হবে।

.

দুসপ্তাহ কেটে গেছে। অলিভার ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে এসেছেন। কাজে ব্যস্ত আছেন। হঠাৎ সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর- গভর্নর, সেনেটর ডেভিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

–এখানে এসেছেন? ওনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

অলিভার জানতেন, তার শ্বশুরমশাই ওয়াশিংটনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিলের স্বপক্ষে লড়াই করছেন। উনি কেন ফ্রাঙ্কফুর্টে এলেন?

দরজা খুলে গেল। সেনেটর ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে পিটার ট্যাগার।

সেনেটর টড হাসলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন–গভর্নর, তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।

টড, আপনাকে দেখে ভালোই লাগছে। পিটার, শুভ সকাল।

সেনেটর ডেভিস বললেন–আশা করি আমি তোমাকে বিরক্ত করছি না।

-কেন বলুন তো, কিছু খারাপ হয়েছে কী?

সেনেটর ডেভিস ট্যাগারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন–না, কোনো কিছু খারাপ হয়নি। সব কিছুই ঠিক মতো চলছে।

অলিভার দুই আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–একটা ভালো খবর আছে। আমরা কি বসব?

–হ্যাঁ, আমাকে ক্ষমা করবেন। কী খাবেন? কফি, নাকি হুইস্কি?

–না, আমরা যথেষ্ট খেয়ে এসেছি।

অলিভার তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন।

–আমরা এই মাত্র ওয়াশিংটন থেকে উড়ে আসছি। অনেকে চাইছেন, তোমাকে আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট করতে।

অলিভারের সমস্ত শরীরে শিহরণ। আপনি সত্যি বলছেন!

আমি এখানে এসেছি তোমার প্রচার অভিযান শুরু করতে।দুবছর পরে ওই নির্বাচন হবে।

পিটার ট্যাগার বললেন–এটাই সঠিক সময়। পৃথিবীর সকলের কাছে তোমার নাম পাঠাতে হবে। সেই সঙ্গে পরিচয়পত্র।

সেনেটর ডেভিস বলতে থাকলেন পিটারের হাতেই তোমার প্রচার পরিকল্পনার দায়িত্ব দিতে হবে। ও সব কিছু ঠিকঠাক করবে। তুমি ওর থেকে ভালো আর কাউকে পাবে না।

অলিভার তাকালেন। বললেন–আমি রাজী আছি।

–আমার খুব ভালো লাগছে অলিভার, দুজনে মজা করে দিন কাটাব কেমন?

অলিভার সেনেটর ডেভিসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন–অনেক খরচ হবে, তাই তো?

খরচের জন্য চিন্তা করো না। আমি আমার ভালো বন্ধুদের জন্য অনেক খরচা করতে পারি। শুধু তাই নয়, আমার অনেক শুভানুধ্যায়ী আছে। আমি বললে তারা হাত উপুড় করে দেবে।

তিনি সামনের দিকে ঝুঁকলেন–নিজেকে কখনও ছোটো করবে না অলিভার। কয়েক মাস আগে একটা সার্ভে করা হয়েছিল। দেখা গেছে এই বিরাট দেশে তুমি হলে তিন নম্বর সফল গভর্নর। আরও দুজনকে টপকাতে হবে। কী রাখতে হবে বলো তো? অসম্ভব ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, সেটাই হল আসল চাবিকাঠি। টাকা দিয়ে আমরা সেই আকর্ষণী শক্তিকে কিনতে, পারি না, মানুষ তোমাকে ভালোবাসে, তোমাকে ভোট দেবে। এটাই হল মোদ্দা কথা।

অলিভার ক্রমশ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন আমাদের এই প্রচার অভিযান কবে থেকে শুরু হবে?

–আমরা এখনই শুরু করে দিয়েছি। আমরা একটা বিরাট দল তৈরি করেছি। আমরা সারা দেশে অসংখ্য প্রতিনিধি পাঠাব।

উৎসাহের চোখে সেনেটর ডেভিস বলতে থাকেন।

-আমি কি জিতব?

–প্রথম দিকে একথা বলব কী করে? সকলের চোখ খুলতে হবে। ট্যাগার বলতে থাকলেন, এটা হল সাধারণ নির্বাচন। রাষ্ট্রপতি নর্টন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যদি তার বিরুদ্ধে তোমাকে লড়তে হত, আমি বলতাম, আশা খুব একটা নেই। কিন্তু এটা তার দ্বিতীয়বারের লড়াই, তিনি আর দাঁড়াতে পারবেন না। উপরাষ্ট্রপতি ক্যাননকে তার বিবর্ণ ছায়া বলা হয়। সামান্য আলোকরেখা পড়লেই তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন।

.

চার ঘণ্টা ধরে এই অধিবেশনটা চলেছিল। অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। সেনেটর ডেভিস বললেন পিটার, তুমি কি আমাকে একটু সময় দেবে?

-কেন দেব না সেনেটর?

উনি বেরিয়ে গেলেন।

সেনেটর ডেভিস বললেন–সকালবেলা জ্যানের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে।

অলিভার মুখে হাসি এনে বললেন–তাই নাকি?

সেনেটর ডেভিস অলিভারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন–জ্যান খুবই খুশি হয়েছে।

–তার মানে?

–ঘরের আগুন জ্বলে উঠেছে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি? মনে । রেখো, এই কাঁটা বিছানো পথ ধরেই তোমাকে এগোতে হবে।

.

সেনেটর ডেভিস এবং পিটার ট্যাগার পরস্পরের মত বিনিময় করছেন।

সেনেটর বললেন–একদল ভালো ছেলেমেয়ে নিয়োগ করতে হবে। খরচের জন্য ভেবো না। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো এবং সানফ্রানসিসকোতে অফিস খুলতে হবে। বারোমাসের ভেতর প্রাথমিক কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে। আঠারো মাস বাদে কনভেনশনের আসর বসবে। তারপর আমরা তরতর করে এগিয়ে যাব।

তিনি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে চলে এসো পিটার।

–তুমি একটা ভালো প্রেসিডেন্ট হবে। তোমাকে আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পিটার ট্যাগার বললেন।

.

ভালোভাবেই প্রচার পরিকল্পনা শুরু হল। পিটার ট্যাগার অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁকে এই ব্যাপারে বিশ্বের অন্যতম সেরা পথ-প্রদর্শক বলা যেতে পারে। ট্যাগার এক সুউন্নত মানুষ। তার মধ্যে ধার্মিক বৈশিষ্ট্য আছে। পারিবারিক দিকেও তিনি যথেষ্ট সুখী এবং সফল। সকলের সাথে মানিয়ে চলতে পারেন। অনায়াসেই মানুষের মন জয় করতে পারেন। এইভাবেই অচিরে তিনি অলিভারের ডানহাত হয়ে উঠলেন।

.

ট্যাগার জানতেন, যদি অলিভার এই লড়াইতে জিতে যান, তাহলে কনভেনশনে অন্তত দুশো জনপ্রতিনিধির ভোট পেতেই হবে। কী করে সেই ভোট নিশ্চিন্ত করা যায়, ট্যাগার তার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতে শুরু করলেন।

–প্রত্যেকটি রাজ্যে তিনি বারবার যেতে থাকলেন। অলিভার ওই অভিযানের দিকে তাকিয়ে। আঁতকে ওঠেন। অসম্ভব পিটার, কোনোমতেই সম্ভব নয়।

ট্যাগার বলতে থাকেন সবকিছু পরস্পর সংযুক্ত। এই ভ্রমণটা করতেই হবে। লোকের সাথে না মিশলে তারা তোমাকে ভোট দেবে কেন?

.

সেনেটর ডেভিস লমবার্ডের সাথে অলিভারের পরিচয় করালেন। লমবার্ডো লম্বা চওড়া চেহারার মানুষ। দেখলেই বোঝা যায়, কথা বলেন কম, কিন্তু কাজ করেন বেশি।

অলিভার জানতে চাইলেন- এই ভদ্রলোককে কেন নিয়ে আসা হল?

উনি হলেন আমাদের সমস্যার একমাত্র প্রতিষেধক। কোনো কোনো সময় এই ধরনের। মানুষের প্রয়োজন হয়।

অলিভার আর তর্ক করার সাহস পেলেন না।

.

এবার প্রচার তার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। অলিভারকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

যেখানেই তিনি যাচ্ছেন, ভালো ভিড় চোখে পড়ছে। পেনিসিলভেনিয়াতে তিনি বললেন এই দেশের প্রথম বিষয় হল বাণিজ্য। এই কথাটা ভুললে চলবে না। আমাদের অনেকগুলো ফ্যাক্টরি খুলতে হবে।

জনগণের হাততালি।

ক্যালিফোর্নিয়াতে তিনি বললেন–আমেরিকার সব থেকে বড়ড়া শিল্প হল বিমান তৈরি করার শিল্প। একটাও এই ধরনের কারখানা যেন বন্ধ না হয়ে যায়। আমরা বন্ধ কারখানাগুলিকে আবার খুলব।

দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা।

ডেসট্রয়েটে তিনি বললেন–আমরা গাড়ি আবিষ্কার করেছি। জাপান সেই গাড়ির প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আমাদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। আমরা আবার পৃথিবীতে গাড়ি উৎপাদনে এক নম্বর জায়গায় পৌঁছে যাব। ট্রেয়েট তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

আবার সশব্দে হাততালি।

কলেজ ক্যাম্পাসে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সহজ শর্তে ঋণ দেবার কথা ঘোষণা করলেন।

আর্মি বেসে গিয়ে বললেন–সকলকে প্রস্তুত থাকতে, আরও বললেন, সৈন্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে।

প্রথম দিকে অলিভার ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখন দেখা গেল তিনি সকলের কাছেই পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

.

চার হাজার প্রতিনিধি এসেছেন। এসেছেন পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কর্তা ব্যক্তিরা। সম্ভাব্য প্রার্থীরা। তারা উইভ ল্যান্ডেজড়ো হয়েছেন। টেলিভিশন ক্যামেরা বার বার জ্বলে উঠছে। পিটার ট্যাগার এবং লমবার্ডোকে দেখা যাচ্ছে। গভর্নর অলিভার রাসেল সব থেকে আগে এগিয়ে চলেছেন। তাকেই বেশির ভাগ লেন্সে তুলে ধরা হচ্ছে।

অলিভারের রাজনৈতিক দল আরও সম্ভাব্য ছজন প্রার্থীর নাম নিয়ে আলোচনা করেছে। শেষ পর্যন্ত সেনেটর টড ডেভিসের প্রভাবই খেটে গেছে। একটির পর একটি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

আমি টড বলছি, এমা এবং সুজির ব্যাপারে কী চিন্তা ভাবনা? না, এদের দিয়ে কখনওই চলবে না। একজন অত্যন্ত রক্ষণশীল, দক্ষিণের লোকেরা কখনও তাকে ভোট দেবে না। আর একজন আবার বেশি উদার। আমি বলি কী?

–আলফ্রেড, টডের কণ্ঠস্বর, রয়ের খবর কী? না, প্রার্থী হিসেবে রয়কে কখনো মেনে নেওয়া যাবে না। আর জেরি? না, জেরি সংকীর্ণ মনের মানুষ।

কেনেথ? তার কী খবর? কেনেথের মস্ত বড়ো ব্যবসা আছে। ব্যাপারটা জনগণের চোখে ভালো নাও ঠেকতে পারে।

তা হলে? শেষ পর্যন্ত গভর্নর অলিভার রাসেলকেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে পাঠানোর সুপারিশ করা হল।

.

এই পর্বটা সুন্দরভাবে কেটে গেল। প্রথম ব্যালটে অলিভার রাসেল সাতশো ভোট পেয়েছেন। দুশোর বেশি ভোট এসেছে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ছটি শিল্প সমৃদ্ধ রাজ্য থেকে। একশো পঞ্চাশটি এসেছে ছটি নিউইংল্যান্ড রাজ্য থেকে। চল্লিশটি এসেছে চারটি

দক্ষিণের রাজ্য থেকে। একশো আশিটি এসেছে দুটি ফার্ম রাজ্য থেকে। বাকীটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে।

পিটার ট্যাগার তখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

এবার একজন ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম মনোনীত করতে হবে। মেলভিন উইক্স হলেন একজন ভালো প্রার্থী। ক্যালিফোর্নিয়াতে তার জন্ম। যথেষ্ট অর্থবান ব্যবসাদার। চিরকাল কংগ্রেসের সমর্থক।

–তারা একে অন্যের পরিপূরক হতে পারবেন–ট্যাগার মন্তব্য করলেন। এবার আসল কাজ শুরু করতে হবে। আমরা ওই ম্যাজিক নাম্বারের দিকে ছুটে চলেছি। – ২৭০।

ট্যাগার অলিভারকে বলেছিলেন- জনগণ একজন নবীন নায়কের সন্ধানে মগ্ন। যে নায়কের থাকবে পুরুষোচিত চেহারা, কথায় কথায় কৌতুক, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তোমার মধ্যে তারা সব কিছু দেখতে পেয়েছে।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি। প্রচার অভিযান প্রতি মুহূর্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

.

জ্যান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অলিভারের সঙ্গে থাকে। জ্যানকে এক অসাধারণ সম্পদ বলা যেতে পারে। মেয়েটি রূপসি এবং বুদ্ধিমতী। সাংবাদিকরা তাকে পছন্দ করেন। মাঝে

মধ্যে অলিভার লেসলির সর্বশেষ খবর সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। লেসলি মাদ্রিদে একটা সংবাদপত্র কিনেছে। মেক্সিকোতে টেলিভিশন স্টেশন স্থাপন করেছে। কানসাসে রেডিও স্টেশন। আহা, মেয়েটি আরও উন্নতি করুক।

তাহলে হয়তো অলিভারের অপরাধ বোধ কিছুটা কমে যাবে।

.

যেখানেই অলিভার যাচ্ছেন, রিপোর্টারদের দেখা মিলছে। আলোকচিত্রীরা বারবার ক্যামেরা ঝলসাচ্ছেন। প্রায় একহাজার প্রতিনিধির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কেউ এসেছেন দূরবর্তী অঞ্চল থেকে।

এবার প্রচার অভিযান সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেল। বোঝা গেল, অলিভার রাসেল প্রেসিডেন্ট পদে সবথেকে আগে ছুটছেন। কিন্তু তার পরেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যানন হঠাৎ তাকে অতিক্রম করতে শুরু করলেন।

পিটার ট্যাগারের মুখে চিন্তা–ক্যানন কীভাবে এগোচ্ছেন? ওনাকে বন্ধ করতেই হবে।

টেলিভিশন ডিবেটের আসর ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাননের সঙ্গে অলিভারের।

ক্যানন দেশের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করবেন। ট্যাগার বললেন, এই ব্যাপারে ওনার অগাধ পাণ্ডিত্য। কী করা যায়, ভেবে দেখতে হবে।

.

প্রথম বিতর্কের আসর টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে।

উপরাষ্ট্রপতি ক্যানন দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বললেন–এখন আমাদের দেশ অর্থনীতির–দিক থেকে খুবই উন্নত হয়ে উঠেছে। সর্বত্র ব্যবসা বাণিজ্যের জয়গান শোনা যাচ্ছে।

দশ মিনিট ধরে তিনি তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বোঝালেন। একটির পর একটি সংখ্যা তত্ত্ব তুলে ধরলেন। গাণিতিক বিশ্লেষণ।

এবার অলিভার রাসেলকে মাইক্রোফোনের সামনে এসে বলতে হল। তিনি বললেন–এই ভাষণটা শুনে খুবই ভালো লাগছে। হ্যাঁ, বড়ো বড়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি ভালো আয় করছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু, আপনি ভুলে গেছেন ছোটো ব্যবসার কী অবস্থা? ব্যবসার অন্তরালে যে মানবিক দিকগুলি আছে, আমরা সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করে থাকব?

ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যানন খালি ব্যবসার কথা বলেছিলেন। অলিভার তার মধ্যে একটু আবেগের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বললেন।

বোঝা গেল, রাসেল জিতে গেছেন এই তর্ক যুদ্ধে। ক্যাননকে মনে হল পোড়খাওয়া ঝানু রাজনীতিবিদ। কিন্তু সাধারণ মানুষের থেকে তাঁর অবস্থান অনেক দূরে।

ডিবেটের পরের দিন সকালবেলা, আবার একটা নকল ভোটের আসর। দেখা গেল, অলিভার রাসেল এবার ভাইস প্রেসিডেন্টের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন।

.

আর্থার ক্যানন ঠকে শিখেছেন। শেষ বিতর্ক সভা, তিনি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষা জাতি ধর্মের মানুষ বাস করেন। আমাদের উচিত এটা দেখা, তারা যেন সর্বত্র সমান অধিকার পান। আমেরিকাতে স্বাধীনতার জয়গান ঘোষিত হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতা একা ভোগ করার জন্য নয়। আমরা সবাই যেন সেই স্বাধীনতাকে ভাগ করতে পারি।

তিনি অলিভার রাসেলের কথা চুরি করলেন মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করলেন।

অলিভার রাসেল মাইক্রোফোনের সামনে এসে বললেন–আপনার ভাষণ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করছে। কিন্তু আপনার ভাষণে কর্মহীন যুবকের কথা বলা হয়নি। মনে হচ্ছে, তারা বোধহয় বিস্মৃত মানুষ। কর্মহীন মানুষের কী জ্বালা, তা কি আপনি জানেন?

ভাইস প্রেসিডেন্ট বুঝতে পারলেন–এবারেও বুদ্ধির লড়াইতে অলিভার তাঁকে হারিয়ে দিয়েছেন!

.

জর্জটাউনে সেনেটরের ম্যানসন। অলিভার, জ্যান এবং সেনেটর ডেভিস ডিনারের আসরে মগ্ন।

সেনেটর হেসে বললেন–সর্বশেষ খবর কী জানো? মনে হচ্ছে হোয়াইট হাউসটা আবার ঢেলে সাজাতে হবে।

জ্যানের মুখে আনন্দের হাসির ঝলক বাবা, তুমি সত্যি বলছ?

–আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না সোনা। হয়তো ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময়, কিন্তু রাজনীতির আসরে কখনও নয়। এটাই আমার রক্ত। নভেম্বর মাসে আমরা একজন নতুন প্রেসিডেন্টকে পাব। সেই ভদ্রলোক কিন্তু তোমার পাশেই বসে আছে।

.

১০.

সিটবেল্ট বেঁধে নিন।

এবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে। ডানা উত্তেজিতভাবে চিন্তা করল। সে বেন এবং ওয়েলির দিকে তাকাল। বেন হলেন ডানার প্রোডিউসার। দাড়িওয়ালা একজন মানুষ, বছর চল্লিশ বয়স। বেশ কয়েকটা ভালো অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে। ওয়েলি এক ক্যামেরাম্যান। বছর পঞ্চাশ বয়স। যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, আছে উৎসাহের অফুরান ভাণ্ডার।

এবার আমরা কোথায় যাব? উড়ান পাখি প্যারিসে কিছুক্ষণের জন্য থামবে। তারপর তার গন্তব্য হবে সারাজেভো।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

.

গত সপ্তাহে ডানা খুবই ব্যস্ত ছিল। ফরেন এডিটরের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। নানা ধরনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সারাজেভো থেকে কীভাবে খবর পাঠানো যায়, তাও জানতে হয়েছে। কাজটা ক্রমশই ভালোবেসে ফেলছে সে।

ডানা জানে, এই কাজে অনেক চ্যালেঞ্জে আছে, আছে উত্তেজনার শেষ না হওয়া শিহরণ। তবু তার স্বপ্নটা সফল হয়েছে, এতেই সে আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠেছে।

.

যাবার আগের দিন ম্যাক বেকার তাকে টেলিফোন করেছিলেন- তুমি এখনই আমার অফিসে চলে এসো। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

–আমি সেখানে এখনই যাচ্ছি।

কী হয়েছে। আমাকে কি যেতে দেওয়া হবে না? আমাকে এখানেই থাকতে হবে? না, আমি ওনার সঙ্গে লড়াই করব।

.

দশ মিনিট কেটে গেছে। ডানা ম্যাক বেকারের অফিসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

–আমি জানি, আপনি কী বলবেন? ডানা বলতে শুরু করে, কিন্তু আমাকে দমিয়ে রাখতে পারবেন না। আমি যাবই, ছোট্টবেলা থেকে আমি এটাই স্বপ্ন দেখেছি। আমি ওখানে ভালো কাজ করতে পারব। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে সুযোগ দিয়ে দেখুন না।

দীর্ঘশ্বাস- ঠিক আছে, ডানা বলল, আপনি কী বলতে চাইছেন?

ম্যাক বেকার তাকালেন বললেন, যাত্রা শুভ হোক।

ডানা বিশ্বাস করতে পারছে না কী?

আমি বলছি বন ভয়েজমানে যাত্রা শুভ হোক।

–তার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

-কেন তোমাকে ডেকেছি? আমি আমাদের কয়েকজন বিদেশি প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছি। তারা তোমাকে কিছু উপদেশ দেবেন।

কী আশ্চর্য, এই ভদ্রলোক আমার জন্য এতটা উপকার করেছেন? ডানা আমতা আমতা করতে থাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–তুমি যুদ্ধের ছবি তুলতে যাচ্ছো। তুমি কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে? যে কোনো বুলেট এসে তোমাকে মেরে ফেলতে পারে। কাজ করতে করতে তুমি ফিরে আসতে পারবে না। তোমাকে আরও বেপরোয়া হতে হবে। আরও সাহসী, সবসময় সাবধানে

থাকার চেষ্টা করো। একা একা রাস্তায় ঘুরো না। মনে রেখো, জীবনের থেকে দামী কোনো সংবাদ এই পৃথিবীতে হতে পারে না। আর একটা ব্যাপার

এক ঘণ্টা ধরে ভাষণ চলেছিল, শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক বললেন, নিজের সম্পর্কে সাবধান থেকো। যদি কিছু হয়ে যায় তোমার, আমি কিন্তু শোকে পাগল হয়ে যাব।

ডানা ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোকের গালে চুমু খেল।

-কখনও একাজ করো না, উনি উঠে দাঁড়ালেন। ডানা, ওখান থেকে যদি কখনও মনে হয় তোমার মন পরিবর্তিত হয়েছে, তাহলে চলে এসো। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।

–আমি কখনও মন পাল্টাব না, ডানা আগ্রহের সঙ্গে বলল।

ভবিষ্যতে দেখা গেল, তার এই সিদ্ধান্ত একেবারে পাল্টে গেছে।

.

প্যারিসের উড়ানে কোনো ঘটনা ঘটেনি। চালর্স দ্যা গল এয়ারপোর্টে এরোপ্লেন নামল। তিনজন এয়ার ফোর্স মিনিবাস ধরে ক্রোয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের অফিসে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তিন ঘণ্টা থাকতে হল। রাত দশটা। ক্রোয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের প্লেন সারাজেভোতে ল্যান্ড করেছে। সিকিউরিটি বিল্ডিং-এর দিকে তারা এগিয়ে গেল। ডানার চোখে তখন নতুন স্বপ্ন।

–পাসপোর্ট? আমি দেখিয়েছি।

–আমি কর্নেল গরডন, আপনার পাসপোর্ট?

ডানা পাসপোর্ট তুলে দিল। প্রেসের ছাপ মারা আছে।

জার্নালিস্ট? কার পক্ষে লিখবেন?

ডানা বলল–আমি কারোর পক্ষে নই।

কী রিপোর্ট দিচ্ছেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। আমরা স্পাইদের ওপর কড়া নজর রাখি।

সারাজেভোতে আপনাকে স্বাগত।

.

বুলেটপ্রুফ ল্যান্ডরোভার। এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভার এক সুন্দর মুখের মানুষ। বছর কুড়ি বয়স। বলল–আমি জোহন, আমি আপনার ড্রাইভার হয়ে কাজ করব।

জোহন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি গাড়ি চালায়। এখানে সেখানে গোত্তা খেতে খেতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা।

–এত তাড়াতাড়ি কী আছে? ডানা জানতে চাইল।

–হ্যাঁ, যদি জীবন্ত অবস্থায় যেতে চান।

–কিন্তু

ডানা শুনতে পেল বুলেটের শব্দ। মনে হল বুঝি বজ্রের আর্তনাদ। শব্দটা ক্রমশ কাছে আসছে।

তাহলে? না, বৃষ্টি তো পড়ছে না। অন্ধকার। ডানা বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটেছে। হলিডে ইন হোটেলটা সামনে চোখে পড়ল। হোটেলের সামনে ঘন অন্ধকার কেন?

গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেল।

ডানা চিৎকার করল- কী হচ্ছে? এটাই তো আমাদের হোটেল।

জোহন বলল–সামনে দিয়ে ঢোকা উচিত হবে না।

সে পেছন দিকে চলে গেল। গলিপথে ঢুকল।

সকলেই পেছনের দরজাটা ব্যবহার করে।

ডানার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে– কেন?

হলিডে ইনের লবিতে অনেক মানুষের ভিড়। তারা গল্প করছে। একজন ফরাসি এগিয়ে এসে বললেন–আপনি কি ডানা ইভেন্স?

হ্যাঁ।

–আমি জাঁ পল হিউবার্ট, মেট্রোপল টেলিভিশনের তরফ থেকে এসেছি।

–আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুবই ভালো লাগছে। ইনি হলেন বেন, আর ইনি ওয়েলি।

এবার আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। জানি না, কী করে এখানে আপনাকে অভিনন্দন জানাব।

আরও অনেককে সেখানে দেখা গেল। পরস্পর পরিচিতির পালা চলছে।

ডানার মনে হল, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে একজন করে জার্নালিস্টের বসবাস। এভাবেই বোধহয় হাতে হাত রেখে করমর্দনের পালা চলতে থাকবে।

ডানা জানতে চাইলেন–কতজন রিপোর্টার এখানে এসেছেন?

–দুশো পঞ্চাশজন। এত রিপোর্টারের সমাবেশ এর আগে আমি কোথাও দেখিনি। এই প্রথম আপনি কি বিদেশে আসছেন?

-হ্যাঁ।

জাঁ পল বললেন, যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে বলবেন কিন্তু।

–অনেক ধন্যবাদ। রাশিয়ান রিপোর্টার কোথায়?

–একথা জিজ্ঞেস করবেন না। এখানে কেউ কারো খবর রাখে না।

.

কিছুক্ষণ বাদে ডানা তার বিছানায় চলে গেছে। একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। একঝলক আলো আবার–আবার একটা। সমস্ত ঘরটা জ্বলে উঠেছে। ভয় করছে। যে। কোনো মুহূর্তে হোটেলটা বিধ্বস্ত হতে পারে।ব্যাপারটা অবাস্তব। এটা তো সিনেমাতে দেখানো হয়নি। সমস্ত রাত্রি ডানা জেগে কাটাতে বাধ্য হল।মাঝে মধ্যেই সে শব্দ শুনেছে, আগুন দেখেছে, ভেবেছে, এবার বোধহয় শেষের ঘণ্টা বেজে যাবে!

সকাল হয়েছে। ডান পোশাক পরে নিল। জিন্স, বুট আর জ্যাকেট। আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। মনে পড়ল ম্যাকের কথা সবসময় সাবধানে থাকতে হবে। জীবন নিয়ে অযথা তর্ক করে কী লাভ?

ডানা, বেন আর ওয়েলিকে লবি রেস্টুরেন্টে দেখা গেল।

-হ্যাঁ, একটা খবর দিতে ভুলে গেছি, পরের মাসে আমার নাতির জন্ম হবে।

ভারী ভালো খবর, ডানা বলল, আমি কী কখনও এভাবে মা কিংবা দিদিমা হতে পারব?

–বেন বললেন–আমার একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা আগে একটা গল্প খাড়া করব। দেখব, এখানকার সাধারণ মানুষের জীবন কীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। তারপর না হয় গল্পের গভীরে যাব, কেমন?

.

জোহন গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ল্যান্ডরোভার চালু হয়েছে। সে বলল–শুভ সকাল।

শুভ সকাল জোহন, যেখানে সত্যি সত্যি লড়াই হচ্ছে, আমরা সেখানে যেতে চাই।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। সারাজেভো শহরটা পরিষ্কার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। ডানার মনে হল, একটা বাড়িও বোধহয় অক্ষত নেই। আবার যুদ্ধের আওয়াজ, বুলেটের আর্তনাদ।

ডানা জানতে চাইল–এই শব্দ কখনও থামবে না?

যখন অস্ত্রের ভাণ্ডার শেষ হবে তখনই থামবে। জোহন তিক্তভাবে বলল, কিন্তু এই ভাণ্ডার কখনও শেষ হবে না।

রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। কয়েকজন পথচারী ইতস্তত এগিয়ে চলেছে। সমস্ত কাফে বন্ধ। শেলের টুকরো পড়ে আছে চারপাশে। তারা একটি বড়ো বাড়ি পেরিয়ে গেল।

এটাই আমাদের খবরের কাগজের অফিস, জোহন বলল, সার্বরা এটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। তারা উপগ্রহ অফিসে পৌঁছে গেল।

জোহন বলল আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

লবির পাশে একটি ডেস্ক। এক রিসেপশনিস্ট বসেছিলেন, বছর আশি বয়স হয়েছে।

ডানা জানতে চাইল- আপনি কি ইংরাজি জানেন?

ভদ্রলোক বললেন–আমি নটা ভাষায় কথা বলতে পারি ম্যাডাম। আপনি কী চাইছেন?

–আমি ডব্লিউ টি-র হয়ে কাজ করছি। আমি স্যাটেলাইটে কিছুটা সময় চাইছি। এটা কি আপনি ব্যবস্থা করতে পারেন?

–অনুগ্রহ করে আপনি তিনতলায় চলে যান।

.

দরজার সামনে লেখা আছে যুগোশ্লোভিয়ার স্যাটেলাইট ডিভিশন। রিসেপশন রুমে বেশ কয়েকজন মানুষ বসে আছেন।

ডানা নিজের পরিচয় দিল। ভেতরে ঢুকে পড়ল। কাজটা ভালোভাবেই হয়ে গেল।

.

দুঘণ্টা কেটে গেছে। ডানা আর একটি অফিসে এসেছে। ম্যানেজারের সামনে বসেছে। ভদ্রলোকের চেহারাটা ছোটো। সিগার জ্বলছে ঠোঁটে।

তিনি বললেন–আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব?

–আমি ডানা ইভান্স। ডব্লিউ টি-র হয়ে কাজ করি। আপনার কয়েকটা ট্রাক বুক করতে হবে। স্যাটেলাইট দিতে হবে আধঘণ্টার জন্য। সন্ধ্যে, ওয়াশিংটনে ছবি পাঠাবার পক্ষে আদর্শ সময়।

ভদ্রলোক কী যেন ভাবতে লাগলেন।

-কোনো সমস্যা?

–না, একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর কোনো স্যাটেলাইট ট্রাক আছে বলে মনে হচ্ছে । সব ট্রাকই বুক করা হয়ে গেছে। আমি দেখছি, যদি কেউ অনুষ্ঠান বাতিল করে।

ডানা অবাক হয়ে তাকাল না, আমার একটু সময় চাই।

–সকলেই তাই চাইছে ম্যাডাম, নিজস্ব ট্রাক থাকলে অবশ্য অসুবিধা হত না।

ডানা আবার রিসেপশন রুমে ফিরে এল। কী করা যায় সে ভাবতে থাকল চিন্তিত মনে। যে করেই হোক এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ে গেল তার। হ্যাঁ, অনেকবার তাকে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে জবরদস্ত লড়াই

করতে হয়েছে। হারতে হারতে শেষ মুহূর্তে জয়ের মালাটা ছিনিয়ে নিয়েছে সে। সে জানে, এবারেও সে জিতবে, হয়তো আজ অথবা আগামীকাল।

স্যাটেলাইট অফিস থেকে সে বাইরে এল। জোহনকে বলল তুমি কি আমাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবে?

জোহনের চোখে বিস্ময় যদি আপনি চান, তাই হবে।

গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা।

–একটু আস্তে চালাও, প্লিজ, আমি ভালোভাবে সবকিছু দেখতে চাইছি।

সারাজেভো শহরটাকে এক শ্মশান বললেও বোধহয় বেশি বলা হবে। জল পাওয়া যাচ্ছে না, বিদ্যুৎ কবে হারিয়ে গেছে। প্রত্যেক ঘণ্টায় বোমাবর্ষণ হচ্ছে। বেজে উঠছে বিপদ সংকেত। মানুষ এই সংকেতকে উপেক্ষা করছে। সর্বত্র ভয়ের ছাপ। যদি বুলেটে তোমার নাম লেখা থাকে, লুকোবার জায়গা পাবে না।

প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে কিছু বিপদগ্রস্ত মানুষের ঘোরাঘুরি। মিছিল চোখে পড়ছে।

এরা বসনিয়া আর পুঁশিয়া থেকে এসেছে। এরা সবাই উদ্বাস্তু। তারা ভিক্ষে করছে, খাবার কেনবার জন্য।

দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। এই আগুন নেভাবার কোনো উপায় নেই।

ডানা জিজ্ঞাসা করল- তোমাদের এখানে দমকল নেই?

–হ্যাঁ, আছে। কিন্তু কর্মীরা আসতে ভয় পায়। যখন তখন সার্বরা তাদের আঘাত করতে পারে।

যুদ্ধের শুরুতে বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এই শব্দ দুটোর সঙ্গে ডানার কোনো পরিচিতি ছিল না। সারাজেভোতে এসে সে বুঝতে পারল, যুদ্ধ কী মারাত্মক হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক যুদ্ধের কথা বলেছিলেন। ডানার হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

জোহন তাকে শহরের পুরোনো অঞ্চলে নিয়ে গেল। এখানে অনেক বুদ্ধিজীবী মানুষের বসবাস। দেখা হল অধ্যাপক ট্যাকের সঙ্গে। ধূসর চুলের মাঝারি উচ্চতার মানুষ। তার মেরুদণ্ডে একটি বুলেট ঢুকে গিয়েছিল। তিনি একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গেছেন।

উনি বললেন তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি এসেছ বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। এখন আমার কাছে কেউ আসে না। তুমি যেন কী বিষয়ে কথা বলবে?

-হ্যাঁ, আমি যুদ্ধের ব্যাপারে জানতে চাইছি। ঠিক বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা খুবই সহজ, এই যুদ্ধটা কেন হচ্ছে আমরা কেউ জানি না। কয়েক দশক ধরে সার্ব, ক্রোড, বসনিয়া আর মুসলিমরা শান্তিতে বসবাস করছিল। তখন মার্শাল টিটো ছিলেন যুগোশ্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট। আমরা সবাই ছিলাম পরস্পরের প্রতিবেশী, আমরা একসঙ্গে বড়ো হয়েছি, কাজ করেছি, একই স্কুলে গেছি, বিয়েতেও কোনো বাধা ছিল না।

তারপর কী হল?

তারপর দেখা দিল অবিশ্বাস। শুরু হল গুপ্তহত্যা। একে অন্যকে ঘৃণা করতে থাকল। কেন? তার কারণ আমি জানি না।

–আমি কয়েকটা গল্প শুনেছি। ডানা বলল। এই গল্পগুলো অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না। কুয়োর মধ্যে মানুষের রক্তাক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া গেছে। পুরুষের অণ্ডকোষ, ধর্ষণপ্রাপ্ত শিশুর মৃতদেহ, কুচিয়ে কুচিয়ে কাটা হয়েছে যুবতী নারীকে। অসহায় গ্রামবাসীদের চার্চের মধ্যে বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডানা জানতে চাইল কারা এসব প্রথম শুরু করে?

প্রশ্নটার মধ্যে কী আছে বলো তো? যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত মতামতের ওপর নির্ভর করছে উত্তরটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সার্বরা মিত্রপক্ষকে সমর্থন করেছিল। ক্রোড়রা ছিল নারীদের সমর্থক। যুদ্ধে সার্বরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তখনই শুরু হয়েছে রক্তাক্ত প্রতিশোধের পালা। ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এখনও পর্যন্ত দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, সারাজেভো শহরের ওপর অসংখ্য বোমা ফেলা হয়েছে। ষাট হাজার মানুষ আহত হয়েছে। বসনীয় এবং মুসলিমদেরও হত্যা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে কেউ জানে না।

.

ডানা হোটেলে ফিরে এল। বেন বসেছিলেন। একটা খবর এসেছে। ট্রাক এবং স্যাটেলাইটের সময় পাওয়া গেছে। আগামীকাল সন্ধ্যা ছটা থেকে।

ওয়ালি বললেন–এখানেই ভালো শুযট করা যেতে পারে। ক্যাথোলিক চার্চের পাশে একটা স্কোয়ার আছে। একটা মসজিদ আছে। প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ, সবই কাছাকাছি। সবগুলিতেই বোমার আঘাত আছে। এ বিষয় নিয়ে একটা রিপোর্টিং করা যেতে পারে। কীভাবে মানুষ এখানে বসবাস করছে, তা টেলিভিশনের মাধ্যমে সকলের কাছে দেখাতে হবে।

ডানা ঘাড় নাড়ল, উত্তেজিত হা, ডিনারে দেখা হবে। আমি এবার কাজ শুরু করব।

ডানা তার ঘরের দিকে চলে গেল।

.

পরের দিন সন্ধ্যা ছটায় ওয়ালি এবং বেন স্কোয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সত্যি, চার্চের অবস্থা দেখা যাচ্ছে না। ওয়ালি টেলিভিশন ক্যামেরাটা নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বেন ওয়াশিংটন থেকে খবর আসার অপেক্ষা করছেন। তাঁ, উপগ্রহের সিগন্যাল ঠিক মতো কাজ করছে।

ডানা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। না, ভয় পেলে চলবে না। এখন কাজ করতে হবে। সাহসের পরিচয় দিতে হবে। সারা পৃথিবীর কাছে গল্পটা শোনাতে হবে।

ডানা দেখল ওয়ালি সিগন্যাল দিচ্ছেন। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকাল এবং কথা বলতে শুরু করল।

–এই বোমা বিধ্বস্ত চার্চের দিকে তাকালে আপনারা বুঝতে পারবেন, এই শহরের অবস্থা এখন কেমন। লুকিয়ে থাকার মতো কোনো দেওয়াল নেই। কোনো জায়গাই আর নিরাপদ নয়। আগেকার দিনে মানুষ অসহায় হয়ে চার্চে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু সেই আশ্রয়স্থলও বোমা বর্ষণে খুঁড়িয়ে গেছে।

হুইসেলের শব্দ শোনা গেল। ওয়ালির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আলোর ঝলকানি। ডানা ভাবল, কী হয়েছে বুঝতে পারা যাচ্ছেনা। ওয়ালির শরীরটা ফুটপাথে পড়ে আছে। ডানা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। পাষণ প্রতিমা হয়ে। ভয়ে তার মেরুদণ্ড শিহরিত হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। চারপাশের মানুষজন আর্তনাদ করছে।

ডানা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সে কোনো রকমে ছুটতে শুরু করল। না, নিজেকে বোধহয় উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

আমাদের ফিরতে হবে। দশ মিনিট ব্যবহার করা হল না। আঃ, কী যে হল?

জনগণ উন্মত্তভাবে চিৎকার করছে। কেউ কারও কথা শুনতে পারছে না।

শেষ অব্দি ডানা কোনো রকমে গাড়ির কাছে পৌঁছোতে পেরেছিল।

.

ডানা চোখ খুলল। বিছানাতে শুয়ে আছে। বেন এবং জ্যান পল তার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

ডানা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল–কী করে ঘটল এটা?

আমি দুঃখিত, জ্যান পল জবাব দিলেন, আপনি যে মারা যাননি ঐ জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান।

টেলিফোন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। একটুবাদে শব্দ করে বেজে উঠল।

বেন ধরলেন- হালো।

সেই মুহূর্তে শুনলেন- হ্যাঁ, ডানা, ম্যাক বেকার, তুমি কি কথা বলতে পারবে?

-হ্যাঁ, ডানা উঠে বসল। টেলিফোনের দিকে হেঁটে গেল- হ্যালো, তার ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। কথা বলতে সে পারছে না।

ম্যাক বেকার বললেন–তুমি এখানে চলে এসো ডানা।

তার গলায় ফিসফিসানি শব্দ, আমি বাড়িতে ফিরে যাব।

–প্রথম প্লেন ধরেই চলে এসো, কেমন?

ধন্যবাদ। ডানা রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

জ্যান আর বেন তাকে সাহায্য করলেন।

জ্যান বললেন–না, কিছুই বলার নেই।

জল গড়িয়ে পড়ছে চিবুকের ওপর।

–ওঁকে কেন হত্যা করা হল? উনি তো খুব ভালোমানুষ ছিলেন। কী ঘটেছে? মানুষ কি জানোয়ার হয়ে গেছে? কেউ কারোকে তোয়াক্কা করছে না।

বেন বললেন–ডানা, এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই।

ডানার কণ্ঠস্বর ক্রমশ কঠিন। উত্তর জানতে হবে বৈকি। আমাদের সব ব্যাপার জানতে হবে। এই যুদ্ধটা বন্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষ মরছে। তাদের মাথা কেটে দেওয়া হচ্ছে। এটা কী ধরনের বর্বরতা? শেষ পর্যন্ত ডানা বেনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি থাকব বেন, আমি কিছুতেই এখান থেকে যাব না।

বেন বললেন–ডানা, তুমি কি সত্যি থাকবে?

–আমি জানি, এখন কী করতে হবে। আপনি কি ম্যাককে ফোন করে বলে দেবেন?

কী বলছ? তোমার জীবন কিন্তু বিপদে পরিপূর্ণ থাকবে।

ডানা মাথা নাড়ল- হ্যাঁ, আমাকে থাকতেই হবে।

বেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জ্যান পল বললেন আমি কিন্তু চলে যাব।

না, এক মুহূর্তের জন্য ডানার মনে পড়ে গেল, ওয়ালির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শরীরটা।

–আপনাকে থাকতেই হবে। প্লীজ, আমার কাজে আপনাকে খুব দরকার।

জ্যান পল খাটের ওপর বসে পড়লেন। ডানা এগিয়ে এল। জ্যান পলের হাতে হাত রাখল। তাকে আর একটু কাছে টেনে নিল।

.

পরের দিন সকালবেলা। ডানা বেনকে বলল–আমি এখনই কভোর অনাথ আশ্রমে যাব। সেখানে নাকি ব্যাপক বোমাবর্ষণ হয়েছে। ভালো ক্যামেরাম্যান পাওয়া যেতে পারে?

-দেখছি, পাওয়া যায় কিনা।

–অনেক ধন্যবাদ, আমি সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

সাবধানে যেও কিন্তু।

–আমার জন্য চিন্তা করবেন না।

জোহন ডানার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ডানা বলল–আমরা এখনই কসভোতে যাব।

জোহন ডানার দিকে তাকাল-ম্যাডাম, ওখানে যাওয়াটা ঠিক হবে না। যে পথটা আছে সেটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে।

দুর্ভাগ্য পড়তে শুরু করেছে জোহন, আমরা ভালোই থাকব।

–ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন।

.

গাড়িটা এগিয়ে চলেছে শহরের মধ্যে দিয়ে। পনেরো মিনিট বাদে সেটা একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

ডানা জানতে চাইল- আর কতদূর?

খুব একটা দূরে নয়, মনে হচ্ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই..

ড্রাইভারের কথা শেষ হল না। ল্যান্ডরোভারের ওপর ল্যান্ডমাইনের আক্রমণ।

নির্বাচনের দিন

১১.

নির্বাচনের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। লড়াইটা আরও জোরদার হয়ে উঠেছে।

অহিওতে জয়লাভ করতেই হবে। পিটার ট্যাগার বললেন, এখানে একুশটা ভোট আছে, আলাবামাতে কোনো অসুবিধা নেই। আলাবামায় নটা ভোট আছে। ফ্লোরিডার পঁচিশটা ভোট আমরাই পাব। ইলিন্সের বাইশটা, নিউইয়র্কের তেত্রিশটা, ক্যালিফোর্নিয়ার চুয়াল্লিশটা।

দেওয়ালে টাঙানো বিরাট চার্টের দিকে তাকিয়ে আছেন পিটার ট্যাগার। একটা একটা করে দেশের দিকে হাত তুলছেন এবং ভোটের সংখ্যা গুনে চলেছেন।

সেনেটর ডেভিস ছাড়া আর সকলে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

ডেভিস বললেন–আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, শেষপর্যন্ত আমরাই জিতব।

.

ফ্রাঙ্কফুর্ট হাসপাতালে মিরিয়ান তখনও পর্যন্ত কোমাতে আচ্ছন্ন।

.

নির্বাচনের দিন, নভেম্বরের প্রথম মঙ্গলবার। লেসলি টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে। অলিভার কুড়ি লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতে গেছেন, এটা হল সাধারণ মানুষদের ভোট। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটেও তিনি এগিয়ে আছেন। অলিভার রাসেল এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, পৃথিবীর সবথেকে বড় বিস্ময়!

লেসলি স্টুয়ার্ট ছাড়া আর কেউ ভালোভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান দেখেনি। লেসলি প্রত্যেক ব্যাপারের ওপর নজর রেখেছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সংক্রান্ত যত প্রতিবেদন, সব সে খুঁটিয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রাজিল।

প্রধান সম্পাদক ডারিন সোলানা জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার কাজ শেষ হতে আর কতদিন লাগবে?

লেসলি বলল–খুবই তাড়াতাড়ি কাজটা আমি শেষ করব।

আর একটা পদক্ষেপ ফেলতে হবে, এটাই হয়তো বা শেষ। একটা জবরদস্ত ডিনার পার্টির আয়োজন করতে হবে।

একজন অতিথি বললেন–আমি একটা গোপন খবর শুনেছি, মার্গারেট পোর্টম্যাডের নাকি বিবাহ বিচ্ছেদ হতে চলেছে।

মার্গারেট পোর্টম্যাড হলেন ওয়াশিংটন ট্রিবিউন পত্রিকার মালিক।

লেসলি কোনো কথা বলল না। পরের দিন সকালে সে চাড মরটনের সঙ্গে ফোনে আলাপ করল। মরটন হলেন তার একজন অ্যাটর্নি।

লেসলি বলল–ওয়াশিংটন ট্রিবিউন কি বিক্রি হবে?

কয়েক ঘণ্টা বাদে অ্যাটর্নির ফোন–আমি ভেবেছিলাম, এটা একটা গুজবমিসেস চেম্বারস, এখন মনে হচ্ছে আপনার ধারণাই সঠিক। মিসেস পোর্টম্যাড এবং তার স্বামীর মধ্যে ডিভোর্স হতে চলেছে। তারা সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে চাইছেন। তাই মনে হচ্ছে, ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজকে বিক্রি করে দেওয়া হবে।

–আমি এটা কিনতে চাইছি।

–এটা কিন্তু মস্ত বড়ো একটা ব্যবসায়িক লেনদেন। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের হাতে বেশ কয়েকটা সংবাদপত্র আছে। একটা পত্রিকা, একটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।

–আমি তা জানি। সবটাই আমার দখলে আনতে হবে।

সেদিন বিকেল বেলা লেসলি এবং মরটন ওয়াশিংটন ডিসির দিকে রওনা হলেন।

.

লেসলি মার্গারেট পোর্টম্যাডকে টেলিফোন করলেন। কয়েক বছর আগে ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার একবার দেখা হয়েছিল?

লেসলি বলল–আমি ওয়াশিংটনে এসেছি।

–আমি জানি।

পৃথিবীটা কি ছোটো হয়ে গেছে? শব্দগুলো কত তাড়াতাড়ি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। লেসলি ভাবল।

–আপনি ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজ বিক্রি করতে চাইছেন?

সম্ভবত।

–এই কোম্পানিটা কি আমার হাতে তুলে দেবেন?

–লেসলি, সত্যি আপনি এটা কিনতে চাইছেন?

সম্ভবত।

মাগারেট পোর্টম্যাড বেকারকে ডেকে পাঠালেন–লেসলি চেম্বারস সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে কি?

-হ্যাঁ, আমি জানি।

–উনি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছোবেন।

ট্রিবিউনের সব কর্মচারী জেনে গেছেন যে, পত্রিকাটির হাত বদল হতে চলেছে।

ট্রিবিউন পত্রিকা লেসলি চেম্বারসকে বিক্রি করা উচিত হবে না। মনে হয় ভদ্রমহিলার এই সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। যে কটা পত্রিকা ও হাতে নিয়েছে, তার কী হাল হয়েছে দেখেছেন তো? ও ট্রিবিউনের আভিজাত্য, সম্মান সবকিছু ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।

–ম্যাক তাকালেন, দেখলেন লেসলি চেম্বারস দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সব কথা শুনছেন।

মাগারেট পোর্টম্যাড বললেন–লেসলি, আপনাকে দেখে খুবই ভালো লাগছে। ইনি হলেন ম্যাক বেকার। ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের প্রধান সম্পাদক।

শীতল সম্ভাষণ।

–ম্যাক আপনাকে সবকিছু দেখাবে।

–আমি এখনই দেখতে চাইছি।

ম্যাক বেকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আছে আমি আপনার সঙ্গী হতে চাইছি।

.

অভিযানটা শুরু হল। ম্যাক বেকার বললেন–এই হল আমাদের গঠনতন্ত্র। সবার ওপরে প্রধান সম্পাদকের অফিস।

–সেই পদে আপনি আছেন মি. বেকার, তাই তো?

-হ্যাঁ, আমার তলায় আছেন ম্যানেজিং এডিটর, তার তলায় সম্পাদকমণ্ডলী। এর অনেকগুলো ধাপ আছে। যেমন, মেট্রো, জাতীয় অঞ্চল, বিদেশী বিভাগ, খেলাধুলো, বাণিজ্য, জীবন ও জীবিকা, জনগণ, বই সমালোচনা, বাড়িঘর, ভ্রমণ, খাদ্য ইত্যাদি।

-বাঃ, ভারী সুন্দর। কতজন এখানে চাকরি করেন?

–পাঁচ হাজারের কিছু বেশি।

কপিডেস্কের কাছে তারা পৌঁছে গেলেন।

–এখানে নিউজ এডিটররা এক-একটা পাতা তৈরি করেন। এই ভদ্রলোক দেখেন, কোন্ ছবিটা যাওয়া উচিত এবং কোন গল্পের কতটা ছাপা হবে। এখানে হেডলাইন তৈরি হয়। এই অঞ্চলে গল্পগুলো কাটছাট করা হয়। তারপর সেগুলোকে কম্পোজ ঘরে পাঠানো হয়।

–অবিশ্বাস্য!

–আপনি কি প্রিন্টিং প্রেসে যাবেন?

–হ্যাঁ, আমি সবকিছু দেখব।

এলিভেটর ওপর-নীচ করতে থাকে। প্রিন্টিং প্ল্যানটা একটা বিরাট বাড়িতে অবস্থিত। চারটে বড়ো ফুটবল মাঠ তার মধ্যে ঢুকে যাবে। সবকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলেছে। তিরিশটা রোবটের মতো মেশিন অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে।

বেকার বলতে থাকলেন-কাগজের এই বাণ্ডিলগুলোর ওজন পঁচিশশো পাউণ্ডের মতো। যদি এটাকে সোজাসুজি খুলে দেন, তা হলে আট মাইল লম্বা হবে। এই কাগজ অত্যন্ত দ্রুত মেশিনের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়।

সবকিছু দেখে লেসলি সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেছে। এত বড়ো কর্মযজ্ঞ সে ভাবতে পারেনি।

ম্যাক বেকার বলেই চলেছেন, লেসলি তন্ময় হয়ে শুনছে।

এবার লেসলির বলার পালা–সব নিয়ে আপনাদের কাগজগুলোর প্রচার সংখ্যা খুব একটা কম নয়। অন্তত কুড়ি লক্ষ তো হবেই। রোববার আরও বেড়ে যায়। তবে এটাই পৃথিবীর সব থেকে জনপ্রিয় সংবাদপত্র নয়, তাই না মিঃ বেকার? লন্ডন থেকে যে দুটো পত্রিকা বেরোয়, তার প্রচার সংখ্যা অনেক বেশি। সান পত্রিকা রোজ চল্লিশ লক্ষ কপি ছাপা হয়। ডেইলি মিরর ছাপা হয় তিরিশ লক্ষ কপি।

ম্যাক বেকার বললেন–আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

–জাপানে অন্তত দুশোটা দৈনিক পত্রিকা বেরোয়। তার মধ্যে অনেকগুলোর প্রচার সংখ্যা। ট্রিবিউনের থেকে অনেক বেশি। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে মিঃ বেকার, চলুন, আমরা মিসেস পোর্টম্যাডের অফিসে চলে যাই।

.

পরের দিন সকাল বেলা, লেসলিকে ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের এগজিকিউটিভ কনফারেন্স রুমে বসে থাকতে দেখা গেল।

মিসেস পোর্টম্যাড এবং অন্তত ছজন অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলছে।

-এবার টাকা নিয়ে আলোচনা করা যাক। লেসলি বলল।

আলোচনা চলেছিল চার ঘণ্টা ধরে। যখন সেটা শেষ হল লেসলি স্টুয়ার্ট চেম্বারসের হাতে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের চাবি পৌঁছে গেছে। ..

অনেক বেশি টাকা লাগল, লেসলি যা ভেবেছিল। তাতে কী এসে গেছে? একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তো দেখা গেল।

.

বাণিজ্যিক লেনদেন শেষ হল। লেসলি ম্যাক বেকারকে ডেকে পাঠাল।

আপনি এখন কী ভাবছেন?

আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

–কেন?

–আপনার ভালো পটভূমি আছে। জানি না কেন লোকেরা আপনার সঙ্গে কাজ করতে চায় না। এই কাগজটা খুবই ভালো। এটা ছাড়তে আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

–আপনি কত দিন এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

কমবেশি পনেরো বছর।

–এই চাকরিটা এখনই ছেড়ে দেবেন?

–হ্যাঁ, এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই।

–আমার কথা শুনুন। ট্রিবিউনকে একটা মহান কাগজে পরিণত করতে হবে। আমি আপনার সাহায্য চাইছি।

না, আমি থাকতে পারব না।

মাত্র ছমাস, ছমাস থাকুন। আমরা আপনার মাইনের দ্বিগুন করে দেব।

ম্যাক বেকার তাকিয়ে থাকলেন, বয়স কম, সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। কিন্তু কেমন একটা শিরশিরানি অনুভূতি।

–কে এখানে প্রধান দায়িত্ব নেবেন?

মুখে হাসি–আপনি হবেন ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের সর্বময় কর্তা। আপনি থাকবেন তো?

শেষ পর্যন্ত ম্যাক স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

.

১২.

ছমাস কেটে গেছে। ডানার ল্যান্ডরোভার যখন বিস্ফোরণে আক্রান্ত হয়, কোনোরকমে ডানা ওই ঘটনায় বেঁচে গেছে। হাতটা ভেঙে গেছে। দেহের সর্বত্র কালসিটে পড়েছে। আগুনের পোড়া দাগ। জোহনও যথেষ্ট আহত হয়েছিল। ম্যাক বেকার টেলিফোন করে ডানা সম্পর্কে খবর নিয়েছিলেন।তখন ওয়াশিংটনেফিরতে বলেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা জানার মনকে আরও সাহসী করে তুলেছিল। ডানা ওখানেই থাকবে বলে স্থির করল।

ডানা বলেছে- লোকগুলো বেপরোয়া। কেন আপনি আমাকে ফিরতে বলছেন, তা হলে চাকরি ছেড়ে দেব।

–তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছ?

–হ্যাঁ।

–ঠিক আছে, ম্যাক বলেছিলেন–আমি চাই না, কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করুক। কদিন ছুটি নেবে কি?

না, আমি ছুটি নেব না।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ফোনে শোনা গেল।

–ঠিক আছে। থেকে যাও। কিন্তু ডানা

কী বলছেন বলুন?

সাবধানে থেকো কিন্তু।

হোটেলের বাইরে এসে ডানা শুনতে পেল মেশিনগানের শব্দ। আবার গুলিবর্ষণ শুরু হল।

.

সমস্ত রাত নির্বিচারে বোমা বর্ষণ চলে। ডানা ঘুমোতে পারে না। তার পাশাপাশি মর্টারের অবিরত আক্রমণ। একটির পর একটি বাড়ি ধ্বংস হচ্ছে। তার মানে, কত পরিবার আজ রাতে পথে বসবে। কত জনের মৃত্যু হবে। গালে হাত দিয়ে ডানা ভাবতে থাকে।

সকালবেলা ডানা রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়ায়। বুঝতে পারে যে কোনো মুহূর্তে দাঙ্গা শুরু হবে।

এভাবে আর কতদিন? বেনের সঙ্গে দেখা হয়, বেনও বোধহয় ভয় পেয়ে গেছেন।

...এই শহর তিলে তিলে পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার মানে এই শহরে এখন ঘন অন্ধকার। টেলিভিশন আর রেডিও স্টেশন কাজ করছে না। তার মানে এই শহরে কোনো প্রাণ নেই। শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই শহরটা তার পা দুটো হারিয়ে ফেলেছে।

এভাবেই ডানা বলে চলেছে, ক্যামেরা প্যান করা হয়েছে। একটা জনহীন শহর, চারপাশে ধ্বংসের ছবি। সব কিছু ভেঙে পড়েছে বুঝি।

..কোনো একদিন ছেলেরা এখানে খেলা করত। এখন তাদের হাসির শব্দ বাতাস ধরে রেখেছে।

শোনা গেল মরটারের শব্দ। আবার বিপদ সংকেত বেজে ওঠে। ডানার পাশে যে সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এমন ভাব করছে, বুঝি কিছুই শুনতে পায়নি।

..যে শব্দ আপনারা শুনলেন সেটা হল বিমান আক্রমণের সম্ভাব্য সংকেত। এখনই লুকোচুরি খেলা শুরু হবে। কিন্তু সারাজেভোর মানুষ বুঝে গেছেন। পিঠ বাঁচানোর কোনো জায়গা নেই। এখন কী হবে? অনেককে এখানেই থাকতে হবে। শোনা যাচ্ছে এখানে নাকি শান্তি স্থাপিত হবে। সবটাই গুজব, শান্তির আশা কোথায়? কবে শান্তি আসবে? কীভাবে? সত্যি সত্যি ছোটো শিশুরা কি তাদের বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে? উন্মুক্ত সবুজ প্রান্তরে আবার ছুটোছুটি করে খেলতে পারবে? আমরা কেউ জানি না। ডব্লিউ টি ই-র পক্ষ থেকে ডানা ইভান্স, সারাজেভো।

ক্যামেরার লাল আলো জ্বলে উঠল। বেন বললেন–এখান থেকে চলে যেতে হবে।

নতুন ক্যামেরাম্যান অ্যান্ডির সমস্ত অভিব্যক্তিতে ভয় বিহ্বলতা।

ধারে একটা ছোটো ছেলে দাঁড়িয়েছিল। সে ডানার দিকে তাকিয়ে ছিল। রাস্তার অনাথ শিশু। নোংরা পোশাক। ছেঁড়া জুতো, তার চোখের সবুজ তারায় এক অদ্ভুত আশার দীপ্তি। তার ডান হাত শরীর থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।

ডানা বলল–হ্যালো?

কোনো উত্তর নেই।

ডানা এগিয়ে গেল, কিছুক্ষণ বাদে তারা হলিডে ইনে ফিরে এল।

হলিডে ইনে অনেক কাগজপত্রের ভিড়। রেডিও এবং টেলিভিশনের রিপোর্টাররা এসে গেছেন। মনে হচ্ছে, সেখানে বোধহয় এক পরিবার তৈরি হয়েছে পরিবারের লোকেরা অসহায়। একটির পর একটি খবর আসছে।

কোন খবরকে আগে প্রাধান্য দেওয়া হবে? কোথাও বোমাবর্ষণ, কোথাও হাসপাতাল ভেঙে পড়েছে, কোথাও দাঙ্গা বেধে গেছে।

জ্যানকে অন্য কাজ দেওয়া হয়েছে। খবরটা শুনে ডানা নিজেকে অসহায় বোধ করল।

.

একদিন সকালবেলা ডানা হোটেল থেকে বেরোতে যাবে, বাচ্চা ছেলেটি এসে দাঁড়াল তার চোখের সামনে। সেই ছেলেটি, যার একটি হাত কেটে নেওয়া হয়েছে।

জোহন দরজা খুলে দিল।

–শুভ সকাল, ম্যাডাম।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে, ডানা এগিয়ে গেল। কোনো উত্তর নেই।

ছেলেটি কী যেন বলতে চাইছে, সে বোধহয় ইংরাজি জানে না। তার কথা শুনে ডানার মনে হল, সেও বোধহয় গুডমর্নিং বলেছে।

ডানা জিজ্ঞাসা করল–তুমি কি ইংরাজি বুঝতে পারো?

–অল্প অল্প।

–তোমার নাম কী?

–কামাল।

–তোমার বয়স কত?

ছেলেটি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। জোহন বলল–ও বোধহয় নতুন লোককে দেখে ভয় পাচ্ছে।

-হ্যাঁ, ওকে আমি দোষ দিচ্ছি না। আমাদেরও তো একই অবস্থা হয়।

.

চার ঘণ্টা কেটে গেছে, হলিডে ইনে গাড়ি ফিরে এসেছে। কামাল তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

ডানা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কামাল, তোমার বয়স কত?

-বারো।

বয়সের তুলনায় তাকে ছোটো দেখাচ্ছে। ডান হাতাটা হাওয়াতে থরথর করে উড়ছে।

কামাল তুমি কোথায় থাকো? তোমাকে কি বাড়িতে নিয়ে যাব?

জোহন বলল–ছেলেটি কোনো ভদ্রতা জানে না?

–হাতটা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সে বোধহয় সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, হোটেলের ডাইনিং রুম, রিপোর্টাররা নানা গুজব নিয়ে কথা বলছেন। শোনা যাচ্ছে, শান্তি চুক্তি সই হতে চলেছে।

গাব্রিয়েলা, ওরসি বললেন–শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করেছে।

-তাইতো করা উচিত।

–আমি বলব, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে।

ডানা বলল–কোনো ব্যাপারেই দেরি হয় না।

পরের দিন সকালবেলা, দুটো নতুন খবর পাওয়া গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করছে। আর একটি খবর শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। সারাজেভোর একমাত্র খবরের কাগজের অফিসটা বোমা মেরে বিধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

.

ডানা ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্যামেরার লাল আলো জ্বলে উঠল।

ডানাকে লেন্সে দেখা গেল- প্রত্যেকদিন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। বাড়িগুলো ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এটাই হল সেই বাড়িটার মৃতদেহ, যেখান থেকে সারাজেভোর কাগজ বেরোত। যে কাগজ সবসময় সত্যি কথা বলত। হেডকোয়ার্টার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অফিসটা কোনোরকমে মাটির তলার বেসমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও গণমাধ্যম বেঁচে আছে। তবে নিউজ স্ট্যান্ডগুলো সবই বন্ধ। রিপোর্টাররা রাস্তায় যেতে ভয় পাচ্ছে। জানি না, কতদিন আর এইভাবে চলবে? এভাবে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে।

.

অফিসে বসে ম্যাক বেকার নতুন ব্রডকাস্ট দেখছিলেন। তিনি তার সহকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন–বাঃ, মেয়েটা তো ভালো কাজ করছে। এখনই কথা বলতে হবে।

ইয়েস, স্যার।

ডানা ঘরে ফিরে এল। একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। কর্নেল গরডন। ডানা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

–আমি তো জানি না, আমার জন্য আপনি অপেক্ষা করছেন?

এটা নেহাতই একটা সামাজিক কাজ। ভদ্রলোকের কালো চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল–আমি আপনাকে টেলিভিশনে দেখলাম।

-হ্যাঁ।

–আপনি আমাদের দেশে এসেছেন খবর সংগ্রহ করতে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন না।

–আমি কি কোনো ভুল করেছি?

-না, আমাকে বাধা দেবেন না। আপনি যে স্বাধীনতার কথা বলছেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই স্বাধীনতা কাম্য নয়। আশা করি, আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন।

না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–তাহলে মিস ইভান্স, আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলব কি?

আপনি আমাদের দেশের আর অতিথি নন, মনে হচ্ছে, এদেশে গুপ্তচরের কাজ করার জন্য সরকার আপনাকে পাঠিয়েছে।

–আমি...

ডানা আমতা আমতা করতে থাকে।

–আমাকে বাধা দেবেন না। এয়ারপোর্টে আমি আপনাকে সাবধান করেছিলাম। আমরা দু নম্বরী খেলা ভালবাসি না। এখন যুদ্ধের পরিবেশ। যদি কেউ স্পাই হয়ে থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে কথাগুলো বলছিলেন। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, তার কথার মধ্যে ওজন আছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন–এটাই আপনাকে আমার শেষ সতর্কবাণী।

ডানা তাকিয়ে থাকল। ভাবল, না, ভয়ের কাছে আমি কিছুতেই নতি স্বীকার করব না।

লোকটি চলে যাবার পর ডানার মনে হল, সত্যি সে ভয় পেয়েছে।

.

ম্যাক বেকারের কাছ থেকে একটা প্যাকেট এসেছে। কী আছে তাতে? ক্যানডি, টিন ভরতি খাবার, আরও অনেক কিছু জিনিস, যা সহজে পচে যায় না। ডানা সেটা লবিতে নিয়ে গেল। অন্য রিপোর্টারদের সঙ্গে ভাগ করে খেল। সকলেই খুশি হয়েছে।

বোঝা গেল, তার সাথে রিপোর্টারদের বন্ধুত্ব জমে উঠেছে।

.

কামাল অলিন্দপথে অপেক্ষা করছিল। ছেঁড়া ফাটা জ্যাকেট তার পরনে।

শুভ সকাল।

কামাল দাঁড়িয়ে আছে। নো কথা বলছে না। চোখের পাতা পিটপিট করছে।

–আমি দোকানে যাচ্ছি, তুমি কি যাবে?

কোনো উত্তর নেই।

-চলো।

সে কামালের হাত ধরে গাড়িটার কাছে চলে গেল।

কামাল একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর গাড়িতে ঢুকে গেল।

ডানা আর জোহন তাকিয়ে থাকল।

ডানা জোহনকে বলল–কোনো জামাকাপড়ের দোকান খোলা আছে কি?

গাড়িটা সেখানে পৌঁছে গেল।

যেতে যেতে ডানা অনেক প্রশ্ন করেছিল।

কামাল, তোমার মা-বাবা কেউ আছে কি?

কামাল মাথা নাড়ল।

-কোথায় তুমি থাকো?

কামাল কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিল। ডানা একটু পাশে এগিয়ে গেল।

–আঃ ছেলেটার শরীরের উষ্ণতা তাকে এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি দিচ্ছে।

.

একটা জামাকাপড়ের দোকান পাওয়া গেল। সারাজেভোর পুরোনো বাজার অঞ্চলে। সামনের দিকটা বোমা মেরে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়েছে। দোকানটা খোলা ছিল।

ভেতরে ঢুকে ডানা জানতে চাইল, তোমার কোন পোশাকটা পছন্দ?

কামাল দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কথা বলছে না।

ডানা দোকানদারকে বলল–এই বাদামী পোশাকটা দেবেন?নতুন জুতো দরকার, প্যান্টও লাগবে।

আধ ঘণ্টা বাদে ওরা দোকান থেকে বাইরে এল। কামাল নতুন পোশাক পরেছে। সে গাড়ির পেছনে ছুটে গিয়ে বসল। কোনো কথা বলছে না।

জোহন জানতে চাইল- তুমি কি জানো না, ধন্যবাদ বলতে হয়।

কামালের দুচোখ জল। ডানা তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল–ঠিক আছে।

এই ছেলেটির ঠিকানা কী? এর ভবিষ্যৎ? ডানা অবাক হয়ে ভাবতে থাকে।

.

ডানা হোটেলে ফিরে এসেছে। ডানা দেখল, ছেলেটি কথা না বলে হেঁটে যাচ্ছে।

ডানা জোহনকে জানতে চাইল ও কোথায় থাকবে?

ম্যাডাম, রাস্তায় শুয়ে থাকবে। সারাজেভোতে এর মতো অনেক ছেলে আছে। যাদের মা-বাবার অস্তিত্ব এখন আর নেই।

–এরা কীভাবে বেঁচে আছে?

কাঁধ ঝাঁকানি–আমি বলতে পারব না।

.

ডানা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে। কামাল দাঁড়িয়ে আছে। নতুন পোশাক পরেছে। মুখটাও পরিষ্কার করেছে।

.

লাঞ্চের টেবিল, রিপোর্টারদের পার্টি, ডানা অধ্যাপক ট্যাকের সাথে কথা বলছে। ট্যাকেকে দেখে মনে হল, উনি বোধহয় এই কদিনে একটু বুড়িয়ে গেছেন।

–তোমাকে দেখে ভালো লাগছে মিস ইভান্স। তুমি সাংঘাতিক কাজ করছ।

উনি কাঁধ ঝাঁকালেন, দুর্ভাগ্যবশত আমার বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। আমি টেলিভিশন দেখতে পাচ্ছি না। তোমার জন্য কী করব?

–অধ্যাপক, নতুন শান্তি চুক্তি সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন–ব্যাপারটা শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হবে তো? তাহলে সারাজেভোর ভবিষ্যৎ পাল্টে যাবে।

-হ্যাঁ, তিনজনের সরকার স্থাপিত হবে। একজন মুসলমান, একজন ক্রোড এবং একজন সার্ব।

-হ্যাঁ, যদি সত্যি সত্যি স্বপ্নটা সফল হয়। দেখা যাক শেষ অব্দি কী হয়।

উনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, সকালবেলা এখানে শান্তির বাতাবরণ, রাত্তিরটা সাবধানে থেকো, কেমন?

.

ডানা ইভান্স এখন শুধু রিপোর্টার হিসেবেই থাকতে চাইছে না, ধীরে ধীরে তার নাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যখনই তার ব্রডকাস্টিং শুরু হয়, বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ সাগ্রহে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকে। ডানার বক্তব্য, ডানার আবেগ, সকলেই ভাগ নিতে চায়।

ম্যাক বেকার নিয়মিত টেলিফোন পাচ্ছেন। ডানা ইভান্সের ব্রডকাস্টিং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, ম্যাক বেকারের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত, হ্যাঁ, মেয়েটি কথা রেখেছে।

.

নতুন স্যাটেলাইট ট্রাক স্থাপিত হয়েছে। ডানা আরও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাকে আর যুগোশ্লোভিয়া স্যাটেলাইটের দয়ায় থাকতে হচ্ছে না। সে আর বেন ঠিক করল, গল্পগুলো গুছিয়ে বলতে হবে। ডানা সেগুলো লিখবে, সেগুলো সম্প্রচার করবে। এইভাবে তারা এক নতুন স্বপ্নের পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাবে।

.

লাঞ্চের সময়, হোটেলের ডাইনিংরুম। ডানা স্যান্ডউইচে কামড় দিয়েছে। সাংবাদিকরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। বিবিসি এটিপি বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা এসেছেন।

একজন একটা ক্লিপিং দেখিয়ে বললেন–ডানা ইভান্সের নাম জানা আছে তো? এই তো ডব্লিউ টি ইর ফরেন করেসপনডেন্ট, তাকে কিবডি পুরস্কারের জন্য চিন্তা করা হচ্ছে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। ডানাকেও এই খবরটা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

ডানা ভাবতেই পারেনি, তাকে এত বড়ো সম্মান দেওয়া হবে।

ডানা বাইরে বেরিয়ে এল। কামাল দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বোবা চোখের দৃষ্টি।

ডানা বলল–শুভ সন্ধ্যা, কামাল।

কোনো উত্তর নেই।

–গাড়িতে উঠে পড়ো।

কামাল পেছনের সিটে গিয়ে বসল। ডানা তার হাতে একটা স্যান্ডউইচ দিল। দেখল সে খুব তাড়াতাড়ি সেটা খেয়ে ফেলল। আর একটা দিল, সে সেটাও খেয়ে ফেলল।

জোহন জিজ্ঞাসা করল- কোথায় যাব?

ডানা কামালের দিকে তাকিয়ে বলল–তুমি কোথায় যাবে? তোমাকে আমরা বাড়িতে নিয়ে যাব। তুমি কোথায় থাকো?

ছেলেটি মাথা নাড়ছে।

ডানা অধৈর্য হয়ে বলল–তাড়াতাড়ি বলল, তুমি কোথায় থাকো।

.

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। মিরজাকা নদীর তীর, বড়ো বড়ো কাঠবোর্ডের বাক্স চারদিকে ছড়ানো ছেটানো রয়েছে।

ডানা গাড়ি থেকে নামল। কামালের দিকে তাকাল। তুমি এখানে থাকো?

ঘাড় নাড়ল সে অনিচ্ছা সহকারে।

–অন্য ছেলেরা এখানে থাকে?

আবার ঘাড় নাড়ল।

-আমি এটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখাব, কেমন?

কামাল মাথা নাড়ল।

-কেন?

–তাহলে পুলিশ এসে এগুলো ভেঙে দেবে। আমরা মাথার ওপর ছাদ হারাব।

ডানা বলল–ঠিক আছে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

.

পরের দিন সকাল বেলা, ডানা হলিডে ইন থেকে বেরিয়ে এল। ব্রেকফাস্টের আসরে তাকে দেখা গেল না। অন্য সাংবাদিকরা বলাবলি করল, সে বোধহয় আর এই হোটেলে থাকবে না।

একজন বলল–সে একটা ফার্ম হাউস ভাড়া নিয়েছে। এখন থেকে সেখানেই থাকবে।

রাশিয়ান সাংবাদিকের চোখে-মুখে বিস্ময় তার মানে?

–ও বোধহয় আমাদের বন্ধুত্ব পছন্দ করছে না।

সকলের মনে আশঙ্কার কালো মেঘ।

.

বিকেলবেলা, আর একটা মস্ত বড়ো প্যাকেট এসেছে ডানার জন্য।

রাশিয়ান সাংবাদিক বলল–ডানা এখানে নেই, এসো আমরা এটা ভাগাভাগি করে খেয়েনি।

হোটেলের ক্লার্ক বলল–আমি দুঃখিত। মিস ইভান্স বলছেন, এটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে।

কিছুক্ষণ বাদে কামাল এল। রিপোর্টাররা অবাক হয়ে দেখল, কামাল ওই প্যাকেটটা নিয়ে চলে যাচ্ছে।

একজন রিপোর্টার বলল–তার মানে? ডানা আমাদের সঙ্গে খাবারও ভাগ করে খাবে না। খ্যাতি আর প্রতিপত্তি ওর মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

.

পরের সপ্তাহ, ডানা এক মনে কাজ করে চলেছে। হোটেলে সে আর কখনও আসেনি। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমশ ধূমায়িত হচ্ছে।

সকলের আলোচ্য বিষয়, ডানা এবং তার ব্যক্তিত্ব। তার ঔদ্ধত্য কেউ পছন্দ করছে না। কয়েক দিন কেটে গেছে। আবার একটা মস্ত বড়ো প্যাকেট এল। হোটেল ক্লার্কের কাছে এগিয়ে গেল রাশিয়ান রিপোর্টার- মিস ইভান্স কী বলেছে? এ প্যাকেটটাও তাকে পাঠাতে হবে?

–হ্যাঁ, স্যার।

রাশিয়ান সাংবাদিক ডাইনিং রুমে গিয়ে বলল, আর একটা প্যাকেট এসেছে। কেউ এটাকে নিতে আসবে। আমরা ছেলেটিকে অনুসরণ করব। মিস ইভান্সের সঙ্গে দেখা করব। আমাদের মনোভাবটা তাকে জানানো দরকার।

সকলেই হৈ-হৈ করে প্রস্তাবটা সমর্থন করল।

কামাল এসে প্যাকেটটা হাতে তুলে নিল। রাশিয়ান সাংবাদিক বলল–তুমি কি এটা নিয়ে মিস ইভান্সের কাছে যাবে?

কামাল ঘাড় কাত করল।

-তোমাকে আমরা গাড়ি করে নিয়ে যাব।রুশ সাংবাদিক বলল, বলো কোথায় যেতে হবে?

দশ মিনিট কেটে গেছে। বেশ কয়েকটা গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে জনহীন রাস্তার ওপর দিয়ে। শহরের বাইরে কামাল একটা পুরোনো ফার্ম হাউস দেখাল। সেখানে ধ্বংসের ছাপ।

রাশিয়ান সাংবাদিক বলল–তুমি এগিয়ে যাও। আমরা সেখানে গিয়ে ওকে চমকে দেব।

কামাল ফার্ম হাউসের মধ্যে ঢুকে গেল। সাংবাদিকরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর তারা দরজা ঠেলে হৈ-হৈ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারা অবাক হল, এই ঘরের ভেতর অনেক অনাথ ছেলে বসে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, দরিদ্রতা ওদের গ্রাস করেছে। সমস্ত শরীরে অপুষ্টির ছাপ। সাংবাদিকরা অবাক হয়ে গেছে। তারা ভাবতেই পারেনি, এমন একটা অভাবিত ঘটনার সামনে তাদের দাঁড়াতে হবে। বেশির ভাগ শিশু পঙ্গু, হাঁটতে পারছেনা। এখানে সেখানে কতগুলো ছেঁড়া বিছানা পড়ে আছে। ডানা ওই প্যাকেটের খাবারগুলো বাচ্চাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। সে অবাক হয়ে তাকাল।

একজন সাংবাদিক বলল ডানা, তুমি এখানে কী করছ?

আর একজন বলল–আমরা দুঃখিত ডানা, আমরা একটা ভুল করেছি।

ডানা এগিয়ে গেল- এরা একেবারে অনাথ শিশু। এদের মা-বাবা কেউ নেই। এরা হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে একা দিন কাটাচ্ছিল। সকলেরই আঘাত আছে। পুলিশ এদের খুঁজে পেয়েছে। তারা এই ছেলেগুলোকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেখানে ওরা মরে যেত। এখানেও হয়তো মরে যাবে। আমি চেষ্টা করছি, এই ছেলেদের দেশের বাইরে নিয়ে যেতে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, শেষ পর্যন্ত কী করব।

সে অন্যান্য সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বলল–তোমরা কিছু বলতে পারো?

রাশিয়ান সাংবাদিক অবাক হয়ে বলল–রেডক্রশের একটা প্লেন আজ রাতে প্যারিসে যাবে। পাইলট আমার খুবই পরিচিত। দেখি কিছু করা যায় কিনা।

ডানা বলল–তুমি একটু সাহায্য করবে?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলল–দেখি কী করতে পারি।

আর একজন বলল–ঠিকই বলেছ, কিন্তু এব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে কী লাভ? খবরটা জানাজানি হলে ওরা কিন্তু আমাদের তাড়িয়ে দেবে।

ডানা তবুও বলে চলল- চোখের সামনে মৃত্যু দেখে চুপ করে থাকব? না, তাতো হবে না।

সে আবার বলল–এই ছেলেদের জীবন বাঁচাতেই হবে।

তার কণ্ঠে উদ্বিগ্নতার সুর।

সন্ধ্যেবেলা, রাশিয়ান সাংবাদিক ডানার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে বলল আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। সে রাজী হয়েছে। ওদের প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হবে।

ডানার মন উত্তেজনায় ভরপুর। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

রাশিয়ান সাংবাদিক তার দিকে তাকিয়ে বলল, ডানা, আমাদের ক্ষমা করো। আমরা ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছ না। আমরা তোমাকে ভুল বুঝেছি। সত্যি এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই।

.

সন্ধ্যে আটটা বেজেছে। ফার্ম হাউসের সামনে রেডক্রশের একটা ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভার আলো জ্বেলে দিল। ডানা অনাথ ছেলেদের নিয়ে তাড়াতাড়ি ভ্যানের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে, ভ্যান ধীরে ধীরে এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছে। এয়ারপোর্টটা এখন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। শুধু রেডক্রশ বিমানকে নামার অনুমতি দেওয়া হয়। তারা খাদ্য আর ত্রাণ নিয়ে আসে। আহতদের অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

বিশাল অভিযান। ডানার মনে হল, এ পথ কখনও ফুরোবে না। শেষ পর্যন্ত ডানা এয়ারপোর্টের আলো দেখতে পেল। সে অনাথ শিশুদের উদ্দেশ্য করে বলল–আমরা পৌঁছে গেছি। কামাল তার হাত ধরে রেখেছে। কামাল ভয়ে কাঁপছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ডানা বলল–তোমরা ভয় পেও না। ওখানে সকলেই ভালো থাকবে।

মনে মনে ভাবল, আহা, কাল থেকে তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

এয়ারপোর্টে একজন গার্ড দাঁড়িয়েছিল। সে সবুজ নিশান দেখাল। গাড়িটা ভেতরের দিকে চলে গেল।

বিমান দাঁড়িয়ে আছে, রেডক্রশের ছাপ মারা। পাইলট সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি দ্রুত ডানার কাছে ছুটে এলেন। তাড়াতাড়ি আসুন, আপনার জন্য আমরা কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করছি। প্লেন এক্ষুনি ছাড়বে।

ডানা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো হাত নাড়ল।

কামাল সবার শেষে দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছু যেন বলার চেষ্টা করছে। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর করে। আবেগের উত্তেজনায়। সে বলল তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে তো?

-হ্যাঁ, আমি বলছি, নিশ্চয়ই হবে।

শেষবারের মতো কামালের হাতে হাত রাখল ডানা। ঈশ্বরের কাছে নীরব প্রার্থনা করল ভগবান এরা যেন ভালো থাকে।

বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। প্লেনটা ধীরে ধীরে আকাশের বুকে উড়ে যাচ্ছে।

ডানা আর রাশিয়ান ভদ্রলোক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। তারা সব কিছু দেখল। প্লেনটা শেষ পর্যন্ত চোখের বাইরে চলে গেল। পুবাকাশের দিকে, প্যারিস অভিমুখে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

–আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু আপনি একটা ভালো কাজ করেছেন। ড্রাইভার বলল।

একটা গাড়ি নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কর্নেল গরডন গাড়ি থেকে নামলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। না, উড়ান পাখিটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

তিনি ডানার কাছে এসে বললেন–আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল, এর আগে আপনাকে আমি কয়েকবার সাবধান করে দিয়েছিলাম। আপনি কি জানেন, এখানে গুপ্তচরবৃত্তির একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।

ডানা বলল–কর্নেল, আপনি আমার বিচার করবেন তো?

উনি কঠিন দৃষ্টিতে ডানার দিকে তাকালেন এদেশে এসপিয়েনোজের অভিযোগের কোনো বিচার হয় না।

.

১৩.

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, প্যারেড, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সবকিছু ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল। অলিভারের মন এখন ব্যাগ্র ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওয়াশিংটন ডিসির সিংহাসনে কবে তিনি বসতে পারবেন? ওয়াশিংটন হল বিশ্বের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র। পৃথিবীর মানুষ এই শহরটির দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে। এখন অলিভারই হবেন এই অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি। কত মানুষের সঙ্গে তাকে কথা বলতে হবে। ওয়াশিংটনে পাঁচ হাজার

আলোকচিত্রী এবং সংবাদদাতা এসেছেন। সকলেই অলিভারের সঙ্গে কথা বলতে উদগ্রীব।

জন কেনেডির সেই বিখ্যাত উক্তি অলিভারের মনে পড়ে গেল–ওয়াশিংটন ডিসি হল এমন একটি শহর যেখানে দক্ষিণের দক্ষতা এবং উত্তরের বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে একাকার হয়ে। গেছে।

.

প্রেসিডেন্ট পদে প্রথম দিন, অলিভার হোয়াইট হাউস ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। স্ত্রী জ্যানকে সঙ্গে নিয়ে। ১৩২টা ঘর, ৩২টা বাথরুম, ৩০টা ফায়ারপ্লেস, ৩টি এলিভেটর, একটা সুইমিংপুল। টেনিস কোর্ট, জগিং ট্যাগ, ঘোড়াদের থাকার জায়গা, খাবার ঘর, মুভি থিয়েটার, আঠারো একরের সুন্দর বাগান। এখানে থাকলে মনে একটা অন্য শিহরণ দেখা দেয়।

সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তাই না সোনা? স্বা

মীর হাতে হাত রেখে জ্যান হাসতে হাসতে জানতে চাইল।

অলিভার চাপ দিয়ে বলল–হ্যাঁ, তোমার সাথে সব কিছু ভাগ করে নেব, ডার্লিং।

অলিভার জানেন, জ্যানকে আরও বেশি ভালোবাসতে হবে। জ্যান তার কাছে একটা মইয়ের মতো। জ্যান আছে বলেই তো তিনি আজ এই পদে আসতে পেরেছেন।

.

অলিভার ওভাল অফিসে ফিরে গেলেন। পিটার ট্যাগার তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্যাগারকে প্রধান স্টাফ করে দেওয়া হয়েছে।

অলিভার বললেন–পিটার, আমি এখনও এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। পিটারের মুখে হাসি–জনগণ ভোট দিয়ে তোমাকে এখানে বসিয়ছে অলিভার। সে কথাটা ভুলে যেও না।

অলিভার বললেন–আমি কিন্তু এখনও সেই অলিভারেই থেকে গেছি।

–ঠিক আছে, যখন আমরা একলা থাকব, কিন্তু তুমি যখন এই চেয়ারে বসবে তখন মনে রাখতে হবে, তুমি পৃথিবীর রাজা। তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। তোমার দিকে কত মানুষ সাগ্রহে তাকিয়ে আছে, সেটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। তোমার হাতে এত ক্ষমতা আছে, পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রনায়কের হাতে সেই ক্ষমতা নেই।

ইন্টারকম শব্দ করতে শুরু করেছে–মিঃ প্রেসিডেন্ট, সেনেটর ডেভিস এসেছেন।

–ওনাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

ট্যাগার দীর্ঘশ্বাস ফেলল–কাজ শুরু করা যাক। আমার টেবিলটা দেখে মনে হচ্ছে বাজে কাগজের পাহাড় হয়ে উঠেছে।

দরজাটা খুলে গেল, টড ডেভিস ঢুকলেন–পিটার?

সেনেটর দুজনের হাতে হাত রাখলেন।

ট্যাগার বললেন–মিঃ প্রেসিডেন্ট এবার কথা শুরু হোক।

সেনেটর ডেভিস অলিভারের ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়ালেন। মাথা নেড়ে তিনি বললেন বাঃ, অলিভার, তোমাকে তো ভারী ভালো মানিয়েছে। তুমি কী বুঝতে পারছ, এই পদে কতখানি উত্তেজনা আছে?

ধন্যবাদ টড, আমি বোঝার চেষ্টা করছি। এই আসনে একদিন বসেছিলেন লিঙ্কন, রুজভেল্ট।

সেনেটর হাসলেন- তারা কিন্তু সাধারণ মানুষ ছিলেন। কেউ তাদের নাম জানত না। এখানে বসার পর তারা তাদের কর্মদক্ষতার গুণে কিংবদন্তি মানুষ হয়ে উঠেছেন। আশা করি, আমার কথার আসল অর্থ তুমি বুঝতে পারছ। আমি এইমাত্র জ্যানের সঙ্গে দেখা করলাম। মনে হচ্ছে, জ্যান বোধহয় স্বর্গে পৌঁছে গেছে। তাকে এখন ফার্স্ট লেডি বলা হবে। এটা কী কম কথা?

-হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

–তোমার সাথে কিছু আলোচনা করতে চাইছি মিঃ প্রেসিডেন্ট।

–বলুন, কী আলোচনা করবেন?

কথাগুলো মনে রেখো, প্রেসিডেন্ট হবার পর তোমাকে এই ব্যাপারগুলো মনে রাখতে হবে।

সেনেটরের কণ্ঠস্বর ঠান্ডা হয়ে গেছে। অলিভারের চোখ ছোটো হয়ে গেছে–টড।

সেনেটর ডেভিস হাত বাড়িয়ে দিলেন। অলিভার, আমি তোমাকে বরাবর সাহায্য করব। তোমার কোনো কাজ ভুল হলে আমি সেটা শুধরে দেবার চেষ্টা করব। এখানে একটা তালিকা আছে। তালিকাটা ভালো করে দেখো। মনে রেখো, আমি একজন দেশপ্রেমিক, এর জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করি না। এই দেশই আমার কাছে সব....

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ডুবে এসেছে আবেগের উত্তেজনায় সবকিছু, তুমি আমার জামাই। এজন্য আমি তোমার দোষ ক্ষমা করব না। আমি তোমার জন্য কেন লড়াই করেছি বলো তো? কারণ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, এই পদের জন্য তুমি আমার উপযুক্ত বাজি। যদি দেখি, তুমি খুব ভুল করছ, তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে আর সমর্থন করব না।

অলিভার বসে থাকলেন। কোনো কথা বলতে পারছেন না।

–আমি অনেক বছর ধরে এই শহরের বাসিন্দা, অলিভার। আমি এখানে থেকে কী শিখেছি বলোত, বুঝতে পেরেছি মাত্র একবারের জন্য রাষ্ট্রপতি হয়ে কোনো লাভ নেই। চারটে বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। যখন তুমি সত্যিকারের কাজ করতে শুরু করবে, তখন যদি তোমাকে হারিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কেউ তোমাকে মনে রাখবে না। সব স্বপ্ন কোথায় উড়ে যাবে। তুমি কি জানোনা, ১৮৯৭ সালে ম্যাককিংলি এই অফিসে বসেছিলেন। বেশির ভাগই তাকে অনুসরণ করেছেন। তাঁরা মাত্র একবারের জন্য

রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু অলিভার, আমি চাই, তুমি অন্তত এই কাজটা করো না। তোমাকে দু-দুবার রাষ্ট্রপতি হতে হবে। তাহলেই সব স্বপ্ন সফল করতে পারবে। তোমাকে আবার নির্বাচিত হতে হবে। সেটা যেন মনে থাকে।

সেনেটর ডেভিসতার ঘড়ির দিকে তাকালেন। উঠে পড়লেন–আমাকে এখন যেতে হবে। সেনেটে একটা অধিবেশন আছে। ডিনারে দেখা হচ্ছে, কেমন?

তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অলিভার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। হ্যাঁ, এবার লিস্টটা পড়তে হবে। অলিভার সেদিকে মন দিলেন।

.

স্বপ্নের মধ্যে মিরিয়াম বার বার ভয় পেয়েছে। বিছানাতে উঠে বসেছে। একজন পুলিশ তার বিছানার ধারে পাহারায় ছিল। সে মিরিয়ামের দিকে তাকিয়ে বলেছে–এবার বলতে পারবেন, কে এই কাজটা করেছে?

-হ্যাঁ, আমার সবকিছু মনে পড়ছে।

পুলিশের ঘুম ছুটে গেছে, সমস্ত শরীরে ঘামের শিহরণ।

.

পরের দিন সকালবেলা, অলিভার হাসপাতালে ফোন করলেন। যেখানে মিরিয়াম ছিলেন।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমার মনে হচ্ছে, কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ব্যাপারটা খুব একটা ভালো লাগছে না।

অলিভার বললেন–ওর তো কোনো পরিবার নেই। এখন কী করা যায়? ওই রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো দরকার আছে কি?

–আর একটু অপেক্ষা করতে হবে, অনেক সময় অলৌকিক ঘটনাও ঘটে যায়।

.

জে পার্কিংস, প্রোটোকলের প্রধান। প্রেসিডেন্টর কাছে বসে কাজের হিসাব দিচ্ছিলেন।

তিনি বললেন–ওয়াশিংটনে ১৪৭টি দেশের দূতাবাস আছে। মিঃ প্রেসিডেন্ট ওই নীলবইয়ের মধ্যে তার তালিকা পাবেন। প্রত্যেকের নাম সেখানে দেওয়া আছে। শুধু দূতাবাস কর্মীদের পরিচয় নয়, প্রত্যেকের স্ত্রীদের খবরও লেখা আছে। সবুজ বইয়ের মধ্যে পাবেন উল্লেখযোগ্য কূটনীতিকদের পরিচয়। ওয়াশিংটনে কারা বাস করেন, সেইসব বিখ্যাত মানুষদের নামও ওখানে পাবেন। কংগ্রেস সদস্যদের তালিকাও তৈরি করা হয়েছে।

তিনি অলিভারের হাতে বেশ কয়েকটা কাগজ তুলে দিলেন। এখানে বিখ্যাত রাষ্ট্রদূতদের কথা লেখা আছে, এদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে।

অলিভার তাকালেন, দেখলেন সেখানে ইতালিয় রাষ্ট্রদূত এবং তার স্ত্রীর নাম লেখা আছে–ইকোনো ও সিলভা। সিলভা অলিভারের মনে হল, তিনি জানতে চাইলেন–ওঁরা কি স্ত্রীদেরও সঙ্গে নিয়ে আসেন?

না, স্ত্রীদের সাথে পরে আপনার পরিচয় হবে। আমার মনে হয়, আপনি এখনই পরিচয় করাটা শুরু করুন।

-ঠিকই বলেছেন।

পার্কিংস বললেন–আমি আগামী শনিবার থেকে কাজটা শুরু করতে চাইছি। সব বিদেশী দূতাবাসে খবর পাঠাতে হবে। রাষ্ট্রদূতদের তৈরি থাকতে বলা হবে। আপনি তাদের সাথে হোয়াইট হাউসে ডিনারের আসরে বসবেন।

অলিভার আবার তালিকার দিকে তাকালেন–হ্যাঁ, ইকোনো ও সিলভা, নামদুটো তাকে অজানা আকর্ষণে ডাক দিচ্ছে।

.

শনিবার সন্ধ্যেবেলা। স্টেট ডাইনিং রুমটাকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন দেশের পতাকা দেওয়া হয়েছে। অলিভার দুদিন আগেই ইতালিয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলেছেন শ্রীমতী কেমন আছেন? অলিভারের প্রশ্ন।

একটুখানি বিরতি আমার স্ত্রী ভালোই আছেন। মিঃ প্রেসিডেন্ট অনেক ধন্যবাদ।

.

ডিনার এগিয়ে চলেছে। অলিভার এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে যাচ্ছেন। অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন।সকলকে মুগ্ধ করছেন তার সুন্নত ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায়। পৃথিবীর অনেক শক্তিশালী মানুষের আগমন ঘটে গেছে।

অলিভার রাসেল তিনজন ভদ্রমহিলার কাছে গেলেন। তারা তিনজনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ে করেছেন বিখ্যাত পুরুষদের। তারা হলেন লিওনোরা, ডলোরাস আর ক্যারল।

অলিভার একটু এগিয়ে গেলেন। সিলভাকে দেখা গেল। সিলভা তার হাতে হাত রেখেছেন–এইমুহূর্তটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। সিলভার দুটি চোখের তারায় অদ্ভুত দ্যুতি।

–আমিও, অলিভার বললেন।

–আমি জানতাম, আপনাকে নির্বাচিত করা হবে।

–আমরা কি পরে কথা বলব?

হ্যাঁ, পরে অবশ্যই, কেমন?

.

ডিনার শেষ হয়ে গেছে। বলরুমে নাচের আসর। মেরিন ব্যান্ড বেজে উঠেছে। অলিভার জ্যানকে নাচতে দেখলেন। ভাবলেন, আহা, কী সুন্দরী না আমার স্ত্রী। অসাধারণ শরীর তার?

এইভাবেই সন্ধ্যেটা কেটে গেল। সফলতার মধ্যে দিয়ে।

.

পরবর্তী সপ্তাহ, ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের প্রথম পাতায় মস্ত বড়ো খবর বেরিয়েছে। খবরটা পড়ে সকলে অবাক হয়ে গেছেন। বলা হয়েছে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ।

অলিভার বিশ্বাস করতে পারেননি। এটা কারা প্রকাশ করল? তিনি দেখতে পেলেন এর অন্তরালে প্রকাশক লেসলি স্টুয়ার্টের নাম আছে।

পরের সপ্তাহে ওয়াশিংটন ট্রিবিউনে আর একটা খবর বেরোল। বলা হল–কেনটাকি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করা উচিত।

দুসপ্তাহ কেটে গেছে। ট্রিবিউনে আর একটা মারাত্মক বিস্ফোরক খবর। লেখা হয়েছে প্রেসিডেন্ট রাসেলের প্রাক্তন কর্মচারী তার বিরুদ্ধে যৌন অভিযোগ আনতে চলেছেন।

ওভাল অফিসের দরজা খুলে গেল। জ্যান ভেতরে ঢুকে প্রশ্ন করল- আজকের খবরের কাগজটা দেখেছ?

-হ্যাঁ।

–এটা কী করে হল অলিভার? তুমি কিনা...

একটু অপেক্ষা করো, জ্যান, বুঝতেই পারছ, অনেকে এমন কথা রটাতে পারে। লেসলি স্টুয়ার্ট এর অন্তরালে আছে। আমার মনে হচ্ছে সে ওই মেয়েটাকে টাকা দিয়ে হাত করেছে। আমি তাকে প্রত্যখ্যান করেছিলাম, সে বোধহয় এভাবেই প্রতিশোধ নিতে চাইছে। দেখাই যাক, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

.

সেনেটর ডেভিসকে টেলিফোনে পাওয়া গেল–অলিভার এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার কাছে যাচ্ছি।

–আমি এখানেই থাকব।

অলিভার ছোট্ট লাইব্রেরিতে বসেছিলেন। টড ডেভিস ঢুকলেন। অলিভার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–শুভ সকাল।

নিকুচি করেছে তোমার শুভ সকালের। সেনেটর ডেভিসের কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্নতা ওই মেয়েটি আমাদের ধ্বংস করে দেবে।

না, কিছুই করতে পারবে না। ও সবেমাত্র কামড় দিতে শুরু করেছে।

সবাই এই খবরের কাগজগুলো পড়ে, গুজব বাতাসের বেগে দ্রুত ছড়িয়ে যায়, মানুষ । তাই বিশ্বাস করে।

টড, ব্যাপারটাকে থামাতে হবে।

–অত সহজ নয়, তুমি কি জানো ডব্লিউ টি ই-র প্রতিবেদনে কী বলা হয়েছে? বলা হয়েছে, কে আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবে? তোমার নাম সকলের নীচে। লেসলি স্টুয়ার্ট তোমার বারোটা বাজিয়ে দেবে। তুমি ওকে থামাও, যে করেই হোক।

–আর একটা কথা মনে পড়ছে টড, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এক্ষেত্রে আমরা কিছু করতে পারব না।

সেনেটর ডেভিস কী একটা ভাবলেন। হ্যাঁ, কিছু একটা উপায় বের করতে হবে।

–আপনি কী চিন্তা করছেন?

বসো।

দুজনে বসলেন।

–ওই মেয়েটি এখনও তোমাকে ভালোবাসে, তাই না অলিভার? তুমি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছ, তাই ও রেগে গেছে। এখন দেখো, শান্তি স্থাপন করা যায় কিনা।

কী ভাবে?

মাথা ব্যবহার করো।

এক মুহূর্তের অপেক্ষা–টড, আপনি কী বলছেন?

–তুমি ওর সঙ্গে দেখা করো। কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও। তোমাকে ও এখনও ভালোবাসে। দেখো, ও আর তোমার বিরুদ্ধাচারণ করবে না।

-আপনি ঠিক কী করতে বলছেন?

–এ ব্যাপারে তুমি এক পাকা খেলোয়াড়, তোমাকে আমি নতুন করে কী বলব? আরও একবার তোমাকে অভিনয় করতে হবে। মেয়েটির মন জয় করার চেষ্টা করো। এখানে ওকে ডেকে পাঠাও। শুক্রবার রাতে। ডিপার্টমেন্ট ডিনারের আসরে। তুমি বোঝাবার চেষ্টা করো।

–আমি বুঝতে পারছি না।

–কেন বুঝতে পারছ না? ব্যাপারটা বাড়তে দিলে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাবে। ভার্জিনিয়াতে আমার একটা ছোট্ট কান্ট্রি হাউস আছে। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। আমি সপ্তাহের শেষে ফ্লোরিডাতে যাব। জ্যান, আমার সঙ্গে থাকবে।

উনি কাগজের একটা টুকরো এবং কয়েকটা চাবি অলিভারের হাতে দিলেন।

সব কিছু লেখা আছে, ওই বাড়িটার চাবি।

অলিভার অবাক বিস্ময়ে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বললেন–হায় ঈশ্বর, আপনি সব পরিকল্পনা আগে থেকেই ঠিক করেছেন! কিন্তু লেসলি কি রাজী হবে? আমার তো মনে হচ্ছে না, যদি ও রাজী না হয়?

সেনেটর ডেভিস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–ও অবশ্যই রাজী হবে। সোমবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে, ভাগ্য তোমার সদয় হোক।

অলিভার অনেকক্ষণ বসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাবলেন, না, ওর সঙ্গে এই ব্যবহার করা আর উচিত হবে না। ভালোবাসার নামে প্রতারণা? না, ভগবান বোধহয় আমাকে ক্ষমা করবেন না।

.

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, ডিনারের জন্য দুজনে তৈরি হচ্ছে। জ্যান বলল–অলিভার, বাবা আমাকে ফ্লোরিডাতে যেতে বলেছে। সপ্তাহের শেষে। তাকে কীসব পুরস্কার দেওয়া হবে। সে আমাকে পাশে রাখতে চাইছে। কারণ আমি তো প্রেসিডেন্টের পত্নী, আমি গেলে তুমি কি রাগ করবে? শুক্রবার, এখানে নৈশভোজের আসর আছে। তুমি যদি চাও, তাহলে আমি যাব না।

-না, তুমি ঘুরে এসো, বাবা যখন ডাক দিয়েছেন, তুমি না থাকলে আমার খুবই খারাপ লাগবে সোনা।

মনে মনে অলিভার ভাবলেন–হ্যাঁ, এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। দেখা যাক, শেষ অব্দি আমি জিততে পারি কিনা?

.

লেসলিকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। সেক্রেটারি এসে বলল–মিস স্টুয়াট?

–হ্যাঁ, কী হয়েছে?

–প্রেসিডেন্ট রাসেল আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

লেসলি এক মুহূর্ত তাকাল। তারপর হাসল- ঠিক আছে। সে ফোনে বলল–আমি পরে ফোন করছি।

একটু বাদে আবার ফোন বেজে উঠেছে।

–মিঃ প্রেসিডেন্ট আবার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

কিছুক্ষণের নীরবতা। রিসিভারটা হাতে নিয়েছে লেসলি। কোনো কথা বলছে না।

মিঃ প্রেসিডেন্ট বললেন–লেসলি, আমি তোমাকে দেখতে চাইছি, তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

–সত্যি বলছ?

–হ্যাঁ।

–তুমি এখন প্রেসিডেন্ট, আমি তোমার কথা মান্য না করি কী করে বলোতা?

–তুমি যদি এক মহান দেশপ্রেমিক হয়ে থাকো, হোয়াইট হাউসে শুক্রবার রাতে নৈশভোজের আসর। তুমি আসবে তো?

–কটার সময়?

–রাত আটটায়।

–ঠিক আছে, আমি যাব।

.

অসাধারণ দেখাচ্ছে তাকে। আহা, এত সুন্দরী সে। স্তন বিভাজিকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাইশ ক্যারটের সোনার গয়না পরা। হীরের দ্যুতি ঠিকরোচ্ছে তার অনামিকায়।

অলিভার তার দিকে তাকালেন, পুরোনো স্মৃতিরা ভিড় করেছে। তিনি বললেন–লেসলি?

–মিঃ প্রেসিডেন্ট?

হাতে হাত রাখলেন। ঘামে হাত ভিজে গেছে। এটা কি কোনো চিহ্ন? অলিভার ভাবলেন, কীসের? স্নায়ুর দুর্বলতা? উত্মা? পুরোনো স্মৃতির বিচ্ছুরণ?

লেসলি, তোমাকে দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে।

–আমিও ভালোভাবে এখানে এসেছি।

–আমরা পড়ে কথা বলব, কেমন?

মুখে সুস্মিত হাসি- ঠিক আছে।

.

অলিভারের পাশেই একদল আলোক প্রতিনিধি বসেছিলেন। তাদের একজনকে দেখতে খুবই সুন্দর। কালো দুটি চোখ। তিনি অলিভারকে ভালোভাবে দেখছেন।

অলিভার পিটার ট্যাগারের দিকে ঘুরে বললেন–এই ভদ্রলোক কে?

ট্যাগার বললেন–আলি আল খুলনানি। উনি ইউনাইটেড আরব আমীরশাহীর একজন সেক্রেটারি। কেন?

অলিভার আবার তাকালেন। না, কোনো কারণ নেই।

তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, ওই ভদ্রলোকের দুটি চোখ তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

.

অলিভার সমস্ত সন্ধ্যেটা বাড়ির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেক অতিথির দিকে আলাদাভাবে নজর দিয়েছেন। সিলভা একটা টেবিলে বসে ছিলেন। লেসলি অন্য একটাতে। অলিভার লেসলির জন্য আলাদা করে সময় বের করার চেষ্টা করলেন।

শেষ পর্যন্ত অলিভার বললেন–আমাদের কিছু বিষয়ে কথা বলতে হবে। অনেক কিছু বলার আছে লেসলি। সময় পাইনি। আমরা অন্য কোথাও দেখা করতে পারি কি?

লেসলির কণ্ঠস্বরে সামান্য উদ্বিগ্নতা-অলিভার, না, আর বোধহয় কথা বলা উচিত নয়।

ভার্জিনিয়াতে আমার একটা বাড়ি আছে। এখান থেকে ঘণ্টা খানেক লাগবে। তুমি সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করবে?

লেসলির চোখে বিস্ময়। তারপর সে বলল–তুমি যদি চাও, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আসব।

অলিভার মোটামুটি জায়গাটা বুঝিয়ে দিলেন- কালরাত্রি আটটার সময়। ঠিক আছে?

লেসলির চোখ বলছে- হ্যাঁ, সে ইচ্ছুক। সে বলল, আমি যথা সময়ে পৌঁছে যাব।

.

পরের দিন সকালে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর জেমস ফ্রিস একটা বোমা ফাটিয়ে দিলেন।

–মিঃ প্রেসিডেন্ট, সকালবেলা একটা মারাত্মক খবর এসেছে। লিবিয়া, ইরান এবং চিনের কাছ থেকে নানা ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র কিনছে। তারা ইজরায়েলকে আক্রমণ করবে। দু একদিনের মধ্যেই জোর লড়াই বেঁধে যাবে।

স্টেট সেক্রেটারি বললেন–এখন আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। এখনই আমাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে। যত রকমভাবে সম্ভব।

অলিভার বললেন–অন্য কোনো খবর আছে কি? আরও বেশি তথ্য চাই।

সমস্ত সকাল ধরে এই মিটিংটা অনুষ্ঠিত হল। অলিভার মাঝে মধ্যেই ভাবছেন, লেসলির কথা, সত্যি, দেখা হবে তো? সময় করতে পারবেন তো?

শ্বশুরের কণ্ঠস্বর যে করেই হোক লেসলির হৃদয় জয় করতে হবে।

.

শনিবার সন্ধ্যাবেলা। অলিভার হোয়াইট হাউস স্টাফকারে বসে আছেন। তার বিশ্বস্ত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট গাড়িটা চালাচ্ছেন। গাড়ি এগিয়ে চলেছে ভার্জিনিয়ার দিকে। সব অভিযান নষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল। এতক্ষণ কি মেয়েটি আছে?

.

রাত্রি আটটা বেজেছে, অলিভার জানলা দিয়ে তাকালেন। দেখলেন লেসলির গাড়ি ঢুকে পড়েছে সেনেটরেরর বাড়ির মধ্যে। তিনি দেখলেন, লেসলি গাড়ি থেকে নেমেছে। প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অলিভার সামনের দরজাটা খুললেন। দুজনে দাঁড়ালেন। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। সময় কেটে যাচ্ছে, তারা কেউ কোনো কথা বলতে পারছেন না।

অলিভার নীরবতা ভঙ্গ করলেন- হে ঈশ্বর, গতরাতে যখন তোমাকে দেখেছিলাম, আমি বলতে ভুলেই গেছি, তুমি আগের মতোই সুন্দরী রয়ে গেছে।

অলিভার লেসলির হাতে হাত রাখলেন। তারা লিভিং রুমের মধ্যে চলে গেলেন।

-সোনা, তুমি কী খাবে?

আমি কিছু খাব না। তোমাকে ধন্যবাদ।

অলিভার কৌচে লেসলির পাশে বসলেন। বললেন–আমি একটা ব্যাপার জানতে চাইছি, তুমি কি আমাকে ঘেন্না করো?

লেসলি মাথা নাড়ল–না, ঠিক বুঝতে পারছি না। আগে করতাম, কিন্তু তোমাকে দেখার পর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

লেসলির মুখে বিষ হাসি। আসলে তোমার ওই প্রত্যাখানই আজ আমাকে এখানে এনেছে।

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–অলিভার, আমি তোমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম। আমি একটার পর একটা খবরের কাগজ কিনেছি। টেলিভিশন চ্যানেল কিনেছি যাতে আমি তোমাকে আক্রমণ করতে পারি। তুমি আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ, যাকে আমি সত্যি সত্যি ভালো বেসেছিলাম। যখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল।

লেসলির চোখে উদগত অর ইশারা। কোনোরকমে কান্না সংবরণ করল সে।

অলিভার তাকে জড়িয়ে ধরেছেন- লেসলি!

তারপর ঠোঁটে ঠোঁটে মিলন। তারা একে অন্যকে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে।

লেসলি বলল–হায় ঈশ্বর, আমি ভাবতে পারিনি, এই ঘটনাটা ঘটবে।

তখনও তাদের আলিঙ্গন শেষ হয়নি। তারা ধীরে ধীরে বেডরুমে পৌঁছে গেছে। একে অন্যকে নগ্ন করার চেষ্টা করছে।

লেসলি বলল তাড়াতাড়ি ডার্লিং, তাড়াতাড়ি। আমি আর থাকতে পারছি না।

তারপর তারা বিছানাতে শুয়ে পড়ল। একে অন্যকে শক্ত করে চেপে ধরেছে। শরীরে শরীর মিলে গেছে। পুরোনো স্মৃতির উতরোল। ভালোবাসার খেলা এগিয়ে চলেছে। কখনও মৃদু, কখনও ভয়ঙ্কর। শুরু থেকে শেষ। নতুন একটা অধ্যায় শুরু। তারপর তারা অনেকক্ষণ সেখানে শুয়ে রইল। তৃপ্ত পরিশ্রান্ত এবং সন্ত্রস্ত।

লেসলি বলল ব্যাপারটা খুবই মজার, তাই না?

কী?

–তোমার সম্পর্কে কতগুলো খবর আমি ছেপে দিলাম, আমি এভাবেই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলাম। তুমিই বলল, একাজে আমি সফল হয়েছি কিনা?

-হ্যাঁ, তুমি সফল হয়েছ।

লেসলি উঠে বসল এবং অলিভারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল তোমার জন্য আমার অহঙ্কার হয় অলিভার। তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট।

ব্যাপারটা এমন করে ভাবছ কেন? হ্যাঁ, এটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি কী পাল্টে গেছি?

অলিভার তার ঘড়ির দিকে তাকালেন আমাকে এখনই ফিরতে হবে।

-ঠিক আছে। তুমি আগে যাবে তো?

–লেসলি, তোমার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে?

যখন তুমি চাইবে আমি আসব।

–কিন্তু আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে।

হ্যাঁ, আমি জানি।

লেসলি সেখানে শুয়ে রইল। স্বপ্ন দেখল, অলিভার পোশাক পরছেন।

অলিভার যখন যাবার জন্য প্রস্তুত, উনি ঝুঁকে দাঁড়ালেন এবং বললেন–তুমি আমার অলৌকিক স্বপ্ন।

–তুমিও আমার স্বপ্ন। এই স্বপ্নটা আমি সব সময় দেখতে ভালোবাসব।

অলিভার চুমু দিয়ে বললেন–তোমাকে কাল ফোন করব কেমন?

অলিভার অত্যন্ত দ্রুত গাড়িতে উঠে বসলেন। তাকে এখন ওয়াশিংটন ফিরতে হবে। ঘটনা যে কোনো মুহূর্তে পাল্টাতে পারে। এখানে থাকলে আবার একই গল্প। অলিভার ভাবলেন, আমাকে আরও সুনিশ্চিত হতে হবে। মেয়েটিকে আর কষ্ট দেব না। তিনি গাড়ির টেলিফোনটা তুলে দিলেন। ফ্লোরিডাতে ফোন করলেন। সেনেটর ডেভিসকে পাওয়া গেল।

সেনেটর বললেন–হ্যালো?

–আমি অলিভার বলছি।

–তুমি এখন কোথায়?

–আমি ওয়াশিংটনের পথে, আপনাকে একটা ভালো খবর দেব। ওই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে। সবকিছু নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

বাঃ, খবরটা শুনে ভালো লাগছে। তুমি তো দেখছি পাকা খেলোয়াড়। কলির কেষ্ট হে!

সেনেটর ডেভিসের গলায় একটা সুনিশ্চিত নিরাপত্তর ছাপ।

আমি পরে সব বলব, টড, কেমন?

.

পরের দিন সকালবেলা, অলিভার পোশাক পরছেন। ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের প্রথম পাতা। খবরটা পড়ে, তিনি চমকে উঠলেন। প্রথম পাতায় সেনেটর ডেভিসের কান্ট্রি হোমের ছবিটা ছাপা হয়েছে। তলায় মস্ত বড়ড়া শিরোনাম প্রেসিডেন্ট রাসেলের গোপন ভালোবাসার নীড়!

.

১৪.

অলিভার বিশ্বাসই করতে পারছেন না, এ কত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা! কীভাবে এটা সম্ভব হল? তিনি ভেবেছিলেন, মেয়েটি বোধহয় যৌনকাতর। তিনি আবার ভুল করলেন? না, তীব্র কামনার সাথে ঘৃণার সংমিশ্রণ। ভালোবাসার মিশ্রণ নেই। কীভাবে মেয়েটিকে থামানো যেতে পারে, অলিভার পাগলের মতো হয়ে গেলেন।

.

সেনেটর টড ডেভিস প্রথম পাতার খবরের দিকে তাকিয়ে আছেন। সমস্ত মনে জমেছে। দুরাশা এবং সংশয়। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সংবাদপত্র কতখানি শক্তিশালী। না, এই ব্যাপারটা তাকেও কষ্ট দেবে। অনেক দিন ধরে তিল তিল করে তিনি যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছেন, তা হয়তো ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

সেনেটর ডেভিস ভাবলেন, নিজেই চেষ্টা করব, মেয়েটিকে থামাতে হবে।

তিনি সেনেট অফিসে ঢুকলেন। টেলিফোনে লেসলিকে ধরলেন। বললেন–অনেক দিন পর কথা হচ্ছে মিস স্টুয়ার্ট। আপনি কেমন আছেন?

-হ্যাঁ, আপনার কথা মনে পড়ে সেনেটর ডেভিস, আমি আজ যেখানে এসে পৌঁছেছি, এর অন্তরালে আপনার অবদান আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

মুখে শব্দ–না, কখনওই পারবেন না। যখনই আপনার কোনো সমস্যা হয়েছে, সেই সমস্যা সমাধান করার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। কি করিনি?

–সেনেটর আপনার জন্য আমায় কী করতে হবে?

–না। মিস স্টুয়ার্ট, আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা ব্যাপার আলোচনা করতে চাইছি। আমি হলাম আপনার কাগজের একজন পাঠক। আমি জানি, ট্রিবিউন পত্রিকা কীভাবে সত্যি কথা বলে। আমি বুঝতে পেরেছি, ট্রিবিউনে আমাদের আরও বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। আমি কয়েকটা বড়ো কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। ট্রিবিউনে অনেক বিজ্ঞাপন দেব।

–এ খবর শুনে, সেনেটর, খুবই ভালো লাগছে। হ্যাঁ, আরও বিজ্ঞাপন দরকার। আমি কি আমার বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিকে আপনার কাছে পাঠাব?

-হ্যাঁ, তার আগে আপনার সঙ্গে আমাকে বসতে হবে। প্রত্যেকটা ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

কী সমস্যা? লেসলি জানতে চাইল।

–প্রেসিডেন্ট রাসেলের ব্যাপারে।

কখন কবে কোথায়?

ব্যাপারটা খুবই গোপন মিস স্টুয়ার্ট। একটু আগে আপনি বললেন না, আপনার এই সফলতার অন্তরালে আমি আছি। কী আমি আছি তো? আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

–আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

–ঠিক আছে, আমি চাইছি, প্রেসিডেন্ট যেন আবার এই পদে জিততে পারেন।

–আমি জানি।

উনি খুব ভালো কাজ করছেন। তবে ট্রিবিউনের মত একটা পত্রিকা যদি অলিভারকে আক্রমণ করে, তা হলে বেচারীর কাজ করা মুশকিল।

–সেনেটর, আপনি বলুন, আমাকে কী করতে হবে?

ওই আক্রমণটা বন্ধ করতে হবে। এটাই আমার অনুরোধ।

কীসের বিনিময়ে? আমি শুধুমাত্র কয়েকটা বিজ্ঞাপনের জন্য এই কাজ করতে পারি না।

–অনেক টাকার বিজ্ঞাপন, মিস স্টুয়ার্ট?

-সেনেটর, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অন্য কিছু দেবার থাকলে বলবেন। তখন আপনার প্রস্তাবটা ভেবে দেখব আমি, কেমন?

– তারপর লাইনটা কেটে দেওয়া হল।

.

ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের অফিস, ম্যাক বেকার প্রেসিডেন্ট রাসেলের গোপন ভালোবাসার নীড় সম্পর্কে খবরটা পড়ছিলেন।

তিনি চিৎকার করে বললেন–কে এই খবরটা ছাপবার অনুমতি দিয়েছে?

–হোয়াইট টাওয়ার থেকে এই অনুমতিটা এসেছে।

–হায় ঈশ্বর, ভদ্রমহিলার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

তিনি ভাবলেন, আর এখানে এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয়। কত টাকার বিজ্ঞাপন, তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। মাঝে মধ্যেই চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবেন। তখনই লেসলির সাথে দেখা হয়ে যায়। না, লেসলির সঙ্গে কাজ করার একটা আলাদা আনন্দ আছে। কিন্তু এইভাবে? এই দুঃসাহস?

এবার অন্য একটি প্রস্তাব। ট্রিবিউনে এক রিপোর্টার ভালো কাজ করছেন। আপনি কি জানেন?

-কেন? ম্যাক বেকার জানতে চেয়েছিলেন।

–হ্যাঁ, যে করেই হোক ওই ভদ্রলোককে আনতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ম্যাক বেকার বললেন–আমি জোলটেয়ার সম্বন্ধে খবর নিয়েছি। ওনার চার্জ কিন্তু অনেক বেশি।

–যে করেই হোক ওনাকে আনতেই হবে।

পরের সপ্তাহে জোলটেয়ার এলেন। তার আসল নাম ডেভিড হেওয়ার্ড। উনি ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের কাজে যোগ দিলেন। বছর পঞ্চাশ বয়স। চেহারাটা ছোটোখাটো, গায়ের রং কালো। চোখের তারায় তীক্ষ্ণতা আছে।

ম্যাক অবাক হয়ে গেছেন। লেসলির আচরণ ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। লেসলি যে ধরনের মহিলা, তাতে তো জ্যোতিষী বিদ্যায় আস্থা থাকার কথা নয়।

ধীরে ধীরে দেখা গেল, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের অন্তরালে ডেভিড হেওয়ার্ডের একটা অবদান থাকছে।

.

প্রথম দিন ম্যাক প্রকাশনা সংস্থার নাম নিয়ে চিন্তা করছিলেন। তিনি লিখলেন–লেসলি চেম্বারস, পাবলিসার।

লেসলি বলল–এটাকে পাল্টে লেসলি স্টুয়ার্ট করতে হবে।

তার মানে? ম্যাক ভাবলেন, মেয়েটার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত আছে। লেসলি তার বিয়ের আগের নামটা রাখতে চেয়েছিল। অলিভার যাতে বুঝতে পারেন, ওই ভয়ঙ্কর প্রচারের অন্তরালে কে আছে?

.

কাগজটা নিয়ে লেসলি তাকিয়ে আছে–আমরা একটা হেলথ ম্যাগাজিন কিনব।

ম্যাক অবাক চোখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন- কেন?

এই ব্যাপারটার মধ্যে উন্মাদনা আছে। আগামী দিনে এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অনেক বাড়বে।

লেসলির অনুমান সত্যি বলে প্রমানিত হল। কাগজটা দাঁড়িয়ে গেল।

লেসলি বেকারকে বলল–আমরা বাড়তে শুরু করেছি। এবার বিদেশে পাড়ি দিতে হবে।

-ঠিক আছে।

–রিপোর্টারদের বলুন আরও তৎপর হতে।

–আমরা এমন তরুণ সাংবাদিকদের খুঁজে বেড়াব, খবরের জন্য যারা ক্ষুধার্ত।

লেসলি ইন্টারভিউর আসর বসাল। প্রত্যেক আবেদনকারীর জীবনপঞ্জী খুঁটিয়ে পড়তে থাকল। তারপর একটাই প্রশ্ন–তুমি কী ধরনের কাজ ভালোবাসো?

এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর এল। যে উত্তরগুলো মনের মতো হল, সেই জীবনপঞ্জীগুলো লেসলি বারবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

ওয়াশিংটন ট্রিবিউনকে ভালোবাসতে হবে, এর জন্য একদল আত্মনিবেদিত সাংবাদিক চাই।

.

লেসলি স্টুয়ার্টের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সকলের দারুণ উৎসাহ। সে সত্যি এক সুন্দরী রমণী। এখনও পর্যন্ত কারও সঙ্গে সংযুক্ত নয়। কোনো পুরুষ বন্ধু নেই। নিষিদ্ধ জীবনের উন্মাদনা নেই। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ মহিলা। অনেকে ডিনার পার্টিতে যোগ দেয়। লেসলি কিন্তু খবু একটা উৎসাহী নয়। একা একা করে কী? অনেকে বলল, সে নাকি সারারাত বসে বসে কাজ করে। রাতে তার ঘুম হয় না। স্টুয়ার্ট সাম্রাজ্যের নতুন ভিত্তি স্থাপন করে।

আরও কিছু আলাদা গুজব শোনা গেল। সেই গুজবের ভিত্তি নেই, তাই তাদের উল্লেখ করা হল না।

.

লেসলি সংবাদপত্রের সমস্ত কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে শুরু করে খবর আনা, বিজ্ঞাপন সবকিছু। একদিন সে তার বিজ্ঞাপন বিভাগে ঢুকে পড়ল। বলল, আমরা কেন গিসান থেকে বেশি বিজ্ঞাপন পাচ্ছি না? ব্যাপারটা দেখতে হবে তো?

ভদ্রলোক আমতা আমতা করতে থাকেন ম্যাডাম, অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

-ঠিক আছে আমি মালিকের সাথে কথা বলব।

সে মালিককে ফোন করে বলল–অ্যালান, আপনি ট্রিবিউনে বিজ্ঞাপন বন্ধ করলেন কেন?

ভদ্রলোক বললেন–লেসলি, তোমার পাঠক-পাঠিকারা আমার দোকানে আসে না।

.

লেসলির একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। লেসলি দেখে নিল, সেখানে কারা কারা আসবেন। সে প্রত্যেকের শক্তি সম্পর্কে খবর নিয়েছে। এখানে ভালোভাবে কাজ করতে হবে।

ম্যাক বেকার বললেন–সকলের সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে লেসলি।

–এটা ভুলে যান, আমি নতুন একটা পদ্ধতি বার করব।

.

পরের বছরের মধ্যে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের সাম্রাজ্যের সীমা অনেক বেড়ে গেল। তারা আর একটা নতুন কাগজ কিনল। অস্ট্রেলিয়াতে রেডিও স্টেশন স্থাপন করল। ডেনভারে নতুন টেলিভিশন স্টেশন। ইণ্ডিয়ানাতে আর একটা কাগজ। যখনই নতুন লেনদেন হয়, কর্মচারীরা ভয় পায়। কিন্তু লেসলি সকলকেই অভয় মন্ত্র দিয়েছে। কাউকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হবে না।

.

ক্যাথারিন সম্পর্কে লেসলির আগ্রহ এবং হিংসা দুটোই আছে।

লেসলি বলেছে–ওই মহিলা খুবই ভাগ্যবতী। কিন্তু এত ভাগ্য ওনার থাকা উচিত নয়।

ম্যাক বেকার শান্ত করার চেষ্টা করেছেন। লেসলি রাজি হয়নি।

একদিন সকালবেলা লেসলি অফিসে এসেছে। দেখল, কেউ বোধহয় তার ডেস্কের ওপর একটা কাঠের বাক্স রেখেছে।

ম্যাক বেকার খুবই অবাক হয়ে গেছেন আমি দুঃখিত, আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি।

না, এটা রেখে দিন।

.

ম্যাক বেকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স আছে, লেসলির কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইন্টারকমে ম্যাক, এক্ষুনি এখানে আসুন।

গুড মর্নিং বলা হয়নি, তার মানে দিনটা খারাপভাবে কাটবে।

এবার বোধহয় লেসলির মন পাল্টে গেছে।

কী হয়েছে?

ম্যাক অত্যন্ত দ্রুত করিডোর দিয়ে হেঁটে গেলেন।কর্মচারীরা কাজে নিমগ্ন। তিনি এলিভেটর ধরলেন, হেয়াইট অফিস। জনা ছয়েক এডিটর কাজে ব্যস্ত আছেন।

বিশাল ডেস্কের একদিকে লেসলি স্টুয়ার্ট বসে আছে। সে ম্যাক বেকারের দিকে তাকাল– এবার শুরু হোক।

এটা বোধহয় সম্পাদকদের একটা মিটিং। ম্যাক বেকারের মনে পড়ল আপনারা খবরের কাগজ চালাচ্ছেন। আমাকে সবদিকে মাথা দিতে হচ্ছে কেন? উনি তো সব কিছু জানেন।

এভাবে কথা বলা হচ্ছে কেন? লেসলি তো ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের প্রকাশক এবং মালিক।

ম্যাক বেকার বললেন–আমি ভার্জিনিয়াতে প্রেসিডেন্ট রাসেলের গোপন নীড় সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইছি।

লেসলি বলল–এ বিষয়ে আলোচনার দরকার কী?

ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজটা তার হাতে ধরা আছে। তাদের সবথেকে সফল প্রতিদ্বন্দ্বী এই কাগজটা দেখেছেন?

-হ্যাঁ, এখনও দেখার সময় পাইনি।

আগেকার দিনে এটাকে স্তূপ বা নিষিদ্ধ খবর বলা হত ম্যাক। যখন পোস্ট এই খবরগুলো সংগ্রহ করছে, আপনার সাংবাদিকরা তখন কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে?

ওয়াশিংটন পোস্টের শিরোনাম- ডিফেন্স সেক্রেটারিকে আরও উদার হতে বলা হয়েছে। তিনি এমন কিছু কাজ করেছেন যা আইনত সিদ্ধ নয়?

–এটা কোথা থেকে বেরিয়েছে?

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এখনও পর্যন্ত সরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।

–নিকুচি করেছে, ব্যাপারটা ধরার চেষ্টা করুন।

ম্যাক বেকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে পড়লেন। হ্যাঁ, ঝড় উঠেছে, আকাশে তারই পূর্বাভাস।

–আমরা এক নম্বর অথবা আমরা সবার নীচে থাকব, মাঝামাঝি কোনো পন্থা আমি বিশ্বাস করি না, লেসলির ঝাঝানো কণ্ঠস্বর, যদি আমরা শূন্যে পৌঁছে যাই, তাহলে এখানে কেউ থাকবে না। সকলকে চাকরি ছাড়তে হবে। আশা করি আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন।

লেসলি রবিবাসরীয় সংস্করণের প্রধান সম্পাদকের দিকে তাকালেন। রোববার সকালবেলা মানুষের যখন ঘুম ভাঙে, তখনই তারা একটা ভালো খবরের কাগজ হাতে

চায়। দেখবেন, রোববারের পত্রিকা বিভাগ যেন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমরা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব না। গত রোববারের রবিবাসরীয়টা একেবার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে। বিরক্তিকর কিছু প্রতিবেদন।

ভদ্রলোক চিন্তা করলেন। তিনি বললেন–দুঃখিত, আসছে সংখ্যাটা ভালোভাবে সাজাব।

লেসলি ক্রীড়া সম্পাদকের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশ, দেখতে মোটামুটি ভালো। চেহারাটাও সুন্দর। সোনালী চুল। ধূসর দুটি চোখ। তিনি মানুষকে সহজেই জানতে পারেন।

–আপনি এসব কী খবর দিয়েছেন? খবরগুলো একেবারেই ভুল।

আমাকে যেমনটি বলা হয়েছিল।

–কেন মাঠে নিজে যান না? ট্রিবিউন এমন একটা গল্প ছাপাচ্ছে, এটা কী সহ্য করা যায়?

একে একে সব সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলা হল। তারা অবাক হয়ে গেল। লেসলি খুটিনাটি খবর রেখেছে। সবকিছু তার নখদর্পণে। না, এই মহিলার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই হবে।

ম্যাককে ডেকে লেসলি বলেছে- হোয়াইট হাউসের জন্য একজন জবরদস্ত সাংবাদিকের খোঁজ করুন। প্রেসিডেন্টের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের ওপর গোপন নজর রাখতে হবে।

প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে লেসলির এত উৎসাহ কেন? ম্যাক মনে মনে ভেবেছিলেন। লেসলি বললেন–প্রেসিডেন্ট যেন আবার নির্বাচনে জিততে না পারেন, সেটা দেখতে হবে।

ডব্লিউ টি ই-র প্রধান প্রতিনিধি ফিলিপ কোলের ফোন, তিনি ম্যাক বেকারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। ম্যাক বেকার তখন অফিস থেকে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

চিন্তিত কণ্ঠস্বর- ম্যাক, একটা সমস্যা হয়েছে।

কালকে শুনলে হবে না? আমার খুব দেরি হয়ে গেছে।

–ডানা ইভান্সকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

–সে কী? কী কারণে? ম্যাকের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ আকুলতা।

বলা হয়েছে, ও নাকি একজন স্পাই। ব্যাপারটা আমি কি দেখব?

-না, আমিই দেখছি। ম্যাক বেকার অতি দ্রুত ডেস্কে ফিরে এলেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টে ফোন করলেন।

.

১৫.

তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করা হয়েছে। তাকে পুরে দেওয়া হল একটা ঠান্ডা ছোট্ট ঘরের মধ্যে। সে চেষ্টা করেছিল, দুজন পুরুষের সঙ্গে লড়াই করতে। এটা ছিল একটা অসম যুদ্ধ। রাইফেল হাতে দুজন সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্য অপেক্ষা করছে। কর্নেল গরডন সব ব্যাপারটা দেখছেন। বলা হল, মেয়েটিকে কাঠের পোস্টের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে।

সে বলবার চেষ্টা করেছিল আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন কেন? আমি তো পাই নই। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ফুটল না। মরটারের শব্দ হল। কাছাকাছি কোথাও আলোর বিস্ফোরণ। :

কর্নেল তার কাছ থেকে দূরে চলে গেলেন। তারপর বললেন–এবার শুরু হোক।

ফায়ারিং স্কোয়াডের লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা গুলি করবে।..

–আর চিৎকার করতে হবে না।

সমস্ত শরীর কাঁপছে। ডানা চোখ খুলল। তার হৃদয়ের গতি অত্যন্ত দ্রুত। সে ছোট্ট ঘরে বিছানার ওপর শুয়ে আছে। কর্নেল সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ডানা উঠে বসল। সমস্ত শরীরে আতঙ্ক। এই দুঃস্বপ্নটা ভালো লাগছে না তার।

-আমাকে নিয়ে কী করা হবে?

কর্নেল শান্তভাবে তাকালেন–যদি বিচারব্যবস্থা থাকত তা হলে বলা হত আপনাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আপনাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

ডানা বিশ্বাস করতে পারছে না।

–আপনি বিমানে চড়ে এদেশ থেকে চলে যাবেন। আর কখনও এখানে ফিরে আসবেন না।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে নজর দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিজে চেয়েছেন, ডানাকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। পিটার ট্যাগার যখন এই গ্রেপ্তারের খবরটা শুনেছিলেন, তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

–ডানা ইভান্সকে স্পাই হওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে হত্যা করা হবে।

–হায় ঈশ্বর, এটা কখনও হতে দেওয়া যায় না।

–আমি তোমার নাম বলছি?

–হ্যাঁ, সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

–আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলছি। এই ব্যাপারটা হলে ট্রিবিউন বোধহয় আমাদের প্রতি সদয় হবে।

অলিভার মাথা নাড়লেন না, আমি ওসব কিছু ভাবছি না। যে করেই হোক মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে।

.

একটির পর একটি টেলিফোন আসছে। ওভাল অফিস থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। স্টেট সেক্রেটারীর ফোন, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সচিবের আবেদন। শেষ পর্যন্ত ডানাকে ছেড়ে দেবার কথা ঠিক করা হল।

খবরটা শুনে পিটার ট্যাগার অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি অলিভারকে বললেন–ওকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, বাড়িতে ফিরে আসছে।

বাঃ, এতক্ষণে আমি শান্ত হলাম।

ডানা ইভান্স, আগামীকাল সকালে তার দেখা হবে। না, মেয়েটির সাহসের প্রশংসা করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ভাবলেন, তিনি জানেন না, এই মুক্তির ঘটনা তাকে কী বিড়ম্বনার সামনে ফেলবে ভবিষ্যতে।

.

ডানার উড়ানপাখি ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অবতরণ করল। ম্যাক বেকার সহ বারোজন স্টাফ এবং চব্বিশজন সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা এসেছেন

বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা থেকে। কেউবা দূরদর্শন অথবা আকাশবাণী থেকে। তারা সকলে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডানাকে অভিনন্দন জানাবেন বলে।

ডানা জনতার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল–ওরা কেন এসেছেন?

–ডানা, তোমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য।

–আমি ভাবতেই পারছি না।

–এখন কেমন লাগছে?

–খুবই ভালো লাগছে।

–তুমি কি আবার ওখানে ফিরে যাবে? নিজের সৌভাগ্যকে ডানা বিশ্বাস করতে পারছে না। কথা বলার মতো অবস্থা এখন আর নেই তার।

ম্যাক বেকার তাকে একটা অপেক্ষমান লিমুজিনে নিয়ে গেলেন। গাড়িটা অত্যন্ত দ্রুত চলে গেল।

–কী হচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ডানার জিজ্ঞাসা।

–তুমি তো কিংবদন্তীর নায়িকা হয়ে উঠেছ।

–আমি এটা মোটেই পছন্দ করি না ম্যাক।

ডানা চোখ বন্ধ করল। তারপর বলল–আমাকে ছাড়িয়ে এনেছেন, এজন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

–তুমি আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং পিটার ট্যাগারকে ধন্যবাদ জানিও। তারাই বোতাম টিপেছেন। লেসলি স্টুয়ার্টকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

ম্যাক এই খবরটা লেসলির কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। লেসলি বলেছিল, ওই বেজন্মার দল, দেখি আমি ট্রিবিউনের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারি কিনা। আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করব ডানা যাতে মুক্তি পায়।

ডানা জানালা দিয়ে তাকাল। মানুষজন পথেঘাটে আপন কাজে চলেছে। গল্প করছে, হাসছে। এখানে বন্দুকের শব্দ নেই, নেই মরটারের আর্তনাদ। জীবন এখানে কত সুন্দর এবং শান্ত।

–আমার রিয়েল এস্টেট এডিটর তোমার জন্য অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করেছেন। আমি এখন তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি বিশ্রাম নেবে। যতদিন খুশি থাকতে পারো। মন ঠিক হলে তোমাকে আবার কাজে নেওয়া হবে।

ভদ্রলোক ডানার দিকে এগিয়ে এলেন-তুমি কি ঠিক আছে ডানা, নাকি ডাক্তার দেখাতে হবে?

–আমি ঠিকই আছি, প্যারিসে ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে।

.

ক্যালভারি স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্ট। ভারী সুন্দর সাজানো এক বেডরুমের একটি ফ্ল্যাট। একটা লিভিং রুম আছে। কিচেন, বাথরুম এবং ছোট্ট স্টাডি।

ম্যাক জানতে চাইলেন- এতে হবে তো?

-এটা অসাধারণ ম্যাক, আপনাকে ধন্যবাদ।

–রেফ্রিজারেটরে খাবার ভরতি আছে। তুমি জামাকাপড় কেনার জন্য দোকানে যেও। তারপর বিশ্রাম নিও, কেমন?

ধন্যবাদ। সবকিছুর জন্য আবার ধন্যবাদ।

পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে। এখন আসি কেমন।

.

ডানা একটা সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বুলেট বর্ষণ। একটির পর একটি মৃতদেহের মিছিল। ডানার ঘুম ভেঙে গেল। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। না, এটা একটা স্বপ্ন, কিন্তু এটা ঘটেছিল। আহা, কত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। নারী-

পুরুষ এবং শিশু, তাদের হত্যা করা হচ্ছে। জবাই করা হচ্ছে। প্রফেসার ট্যাকার ঠিকই বলেছিলেন বসনিয়া এবং হারজেগোভিনার মধ্যে এই লড়াই অনন্তকাল ধরে চলবে।

এর জন্য কে দায়ী?

ডানা ঘুমোতে পারছে না। আবার দুঃস্বপ্ন। তার থেকে সারারাত জেগে থাকলে কেমন হয়? সে হাঁটতে হাঁটতে জানলার কাছে চলে গেল। শহরের দিকে তাকাল। শান্ত, কোনো বন্দুক নেই, কোনো মানুষজন ছুটছে না, আহা, আর্তনাদ নেই। শান্তির বাতাবরণ। সে ভাবল, কামাল কেমন আছে? কামালের সঙ্গে আর দেখা হবে কি?

পরক্ষণেই তার মনে হল, কামাল বোধহয় আমাকে ভুলে গেছে।

.

ডানা সকালবেলা দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াল। ইচ্ছে মতো জামাকাপড় কিনল। যেখানেই সে যাচ্ছে, লোকজন তার দিকে তাকাচ্ছে। ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর- ইনি হলেন ডানা ইভান্স, এমন কী দোকানের নোকজনও তাকে চিনতে পেরেছে। এত খ্যাতি, এত নাম? না, ডানা কিন্তু এই জনপ্রিয়তাটাকে কিছুতেই মানতে পারছে না।

.

ডানা ব্রেকফাস্ট করেনি, লাঞ্চও খায়নি। খিদে পেয়েছে, খেতে ইচ্ছে করছে না। এখনও মনে নানা আতঙ্কের ভিড়। সে কিছু একটা বিপদের আশঙ্কা করছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে

গেছে, অপরিচিত লোকের দিকে তাকায়নি, প্রত্যেককেই সন্দেহ হচ্ছে তার। বোধহয় বন্দুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ডানা ভাবল, কেন এমন হচ্ছে আমার?

দুপুরবেলা সে ম্যাক বেকারের অফিসে পৌঁছে গেল।

এখানে কেন এসেছ? এখন তো তোমার ছুটি কাটাবার সময়।

ম্যাক, আমাকে অবিলম্বে কাজে ফিরতে হবে।

ম্যাক, এই তরুণী মেয়েটির মুখের দিকে তাকালেন। কয়েক বছর আগে এই মেয়েটি এসেছিল। বলেছিল, আমার একটা চাকরি চাই। আমি একটা কাজ করছি। বলতে পারেন, সেখান থেকে ট্রান্সফার নেব।

–তোমার বস তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। ম্যাক বলেছিলেন।

তারা লেসলি স্টুয়ার্টের অফিসের দিকে হেঁটে চলল।

.

দুজন মহিলা পরস্পরের মুখোমুখি বসেছেন।

–ডানা, তোমাকে ধন্যবাদ।

–আপনাকেও।

–বসো।

ডানা এবং ম্যাক বসল।

ডানাকে ওখান থেকে নিয়ে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

–হ্যাঁ, ওটা একটা নরক।

লেসলি ম্যাকের দিকে তাকালেন ম্যাক, বলুন ডানাকে নিয়ে আমরা এখন কী করব?

উনি ডানার দিকে তাকালেন। হোয়াইট হাউস প্রতিনিধি হিসেবে ডানাকে নিয়োগ করতে, হবে। ডানা, তোমার কাজটা কেমন লাগবে?

এটা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ, ডানা জানে।

ডানার ঠোঁটে উজ্জ্বল আলো- হ্যাঁ, আমি এটা করতে পারব।

লেসলি বলল, তুমি একাজে লেগে পড়ো।

ডানা উঠে দাঁড়াল, আপনাকে আবার ধন্যবাদ।

–ভালো থেকো কেমন?

ডানা এবং ম্যাক অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

ম্যাক বললেন–এবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যাক।

তিনি টেলিভিশন বিল্ডিং-এর দিকে হেঁটে গেলেন। সমস্ত কর্মচারী অপেক্ষা করছিল। তারা সকলে ডানাকে অভিনন্দন জানাবে। পনেরো মিনিট সেখানে ডানাকে থাকতে হল।

–এ হল তোমাদের নতুন হোয়াইট হাউস প্রতিনিধি। ম্যাক ফিলিপ কোলেকে বললেন।

ব্যাপারটা সত্যিই সুন্দর। চলুন আপনার অফিস দেখিয়ে দিচ্ছি।

লাঞ্চ করেছ? ম্যাক জানতে চাইলেন।

না, এখনও করার সময় পাইনি।

–চল, আমরা কিছু খেয়ে নিই।

.

এগজিকিউটিভ ডাইনিং রুম, চতুর্থ তলায়, বেশ বড়ো ঘর, ছাব্বিশখানা টেবিল আছে।

ম্যাক ডানাকে নিয়ে একটা টেবিলের কাছে চলে গেলেন। সেখানে বসলেন।

মিস স্টুয়ার্টকে দেখে মনে হল অসাধারণ মহিলা। ডানার মন্তব্য।

ম্যাক বললেন–যা, কী খাবে বলো?

www.bengaliebook.com

–আমার খিদে পায়নি।

–তুমি তো লাঞ্চ খাওনি।

না। ব্রে

কফাস্ট করোনি?

–না।

–ডানা, তুমি কখন শেষ খেয়েছিলে?

–ঠিক মনে পড়ছে না। ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

-না, ডানা, এভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ? তুমি কি চাইছ আমাদের নতুন হোয়াইট হাউস প্রতিনিধি অনাহারে মারা যাক?

ওয়েটার জানতে চাইলেন–মিঃ বেকার কী খাবেন?

–মেনুকার্ড দেখাও। সামান্য কিছু হলেই চলবে। মিস ইভান্স, তুমি কী খাবে? শুয়োরের মাংস? লেটুস পাতা? টমেটোর স্যান্ডউইচ? নাকি পেস্ট্রি? আইসক্রিম?

না, আমি কিছুই খাব না।

–আচ্ছা, আমাকে বিফ স্যান্ডউইচ দাও।

–ইয়েস স্যার।

ডানা চারদিকে তাকাল। এই সব কিছুকেই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। আসল জীবন ওখানে পড়ে আছে। ম্যাক, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। কেউ কাউকে দেখার নেই।

-ওটা ভুলে যাও। আমরা কী পৃথিবীকে চালাব? আমরা কী পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করব? যতটা সম্ভব আমরা তো করছি।

-না-না, আমরা কিছুই করছি না।

ডানার কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ।

উনি চুপ করে গেলেন। উনি বুঝতে পারছেন, ডানার মন এখন অনেক দূরে চলে গেছে।

ওয়েটার খাবার নিয়ে এসে হাজির।

খাবার এসে গেছে, স্যার।

–ম্যাক, আমি কিছুই খেতে চাইছি না।

–তোমাকে কিছু একটা খেতেই হবে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ম্যাকের কণ্ঠস্বরে আদেশ।

জেব কনারসকে দেখা গেল, তিনি এই টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি বললেন হাই ম্যাক।

জেব?

জেব কনারস ডানাকে প্রশ্ন করলেন- হ্যালো?

ম্যাক বললেন–ডানা, ইনি হলেন জেব কনারস। ইনি ট্রিবিউনের স্পোর্টস এডিটর।

ডানা ঘাড় নাড়ল।

-আমি আপনার মস্তবড়ো ফ্যান মিস ইভান্স। আপনি যে নিরাপদে ফিরতে পেরেছেন তার জন্য ভালো লাগছে।

ডানা আবার ঘাড় নাড়ল।

ম্যাক বললেন–তুমি কি আমাদের সঙ্গে খাবে জেব?

-অবশ্যই।

জেব চেয়ার টেনে ডানার পাশে বসলেন।

–আমি আপনার কোনো ব্রডকাস্ট শুনতে ভুল করি না। ওগুলো অসাধারণ।

ডানা বলল–অনেক ধন্যবাদ।

-জেব মস্তবড়ো অ্যাথলেট। একসময় বেসবলে হল অফ ফ্রেমে ওর নাম ছিল।

ডানা অবাক হয়ে গেছে।

–কখন আপনি ফাঁকা থাকবেন? শুক্রবার? ওদিন কিন্তু জমজমাট খেলা আছে। জেব বললেন।

ডানা জেবের দিকে ভালোভাবে তাকালেন।

ব্যাপারটা সত্যিই উত্তেজনার। এই খেলাটা আমার খুবই ভালো লাগে।

–হ্যাঁ, তবে আপনি আসবেন তো?

ডানা উঠে দাঁড়াল। তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে আমি অন্য একটা খেলার কথা ভাবছি। মানুষজন ছুটে পালাচ্ছে, যে কোনো সময় তাদের নিহত হতে হবে। হত্যা- শুধু হত্যার উন্মাদনা।

ডানাকে দেখে মনে হল, সে বুঝি মানসিক রোগিণী হয়ে গেছে।

না, এটা কোনো খেলা নয়, এটা হল এক সত্যি ঘটনা।

এই ডাইনিং রুমে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে ডানার দিকে তাকালেন।

ডানা বলল–আমরা নরকের বাসিন্দা হয়ে যাব কি? অতি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

জেব ম্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল–আমি খুব দুঃখিত, আমি এভাবে ডানাকে আঘাত দিতে চাইনি।

–এটা তোমার কোনো দোষ নয়, ডানা এখনও স্বাভাবিক হতে পারছে না। জানি না, সে কবে আবার সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে হয়ে উঠবে।

ডানা অফিসে ঢুকে পড়ল, দরজটা বন্ধ করে দিল। ডেস্কে গেল। বসে রইল। তাকে এখন লড়াই করতে হবে। হায় ঈশ্বর, আমি এভাবে কেন সবার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছি। আমি কী এভাবেই জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাব নাকি? মানুষকে আক্রমণ করব? কেন আমি আবার সুস্থ সবল জীবনের পথিক হতে পারছি না?

কয়েক মিনিট পর দরজটা খুলে গেল। কেউ ভেতরে এল। ডানা তাকাল। জেব কনারস। হাতে একটা ট্রে। সেখানে শুয়োরের মাংস, লেটুস, টমেটো স্যান্ডউইচ আছে।

–আপনি লাঞ্চ খেতে ভুলে গেছেন? জেব শান্তভাবে বললেন।

ডানা চোখের জল মুছে বলল–হ্যাঁ,হা, আমি এর জন্য দুঃখিত।সত্যি আমার খুবই খারাপ লাগছে। আপনাকে কষ্ট দিলাম।

-না-না, এতে আপনার অধিকার আছে, জেব বললেন–কে আর এই পুরোনো বেসবল খেলা দেখতে চায় বলুন?

জেব ডেস্কের ওপরে ট্রে-টা রাখলেন। আমি কি আপনার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে পারি?

–আমার খিদে পায়নি। আপনাকে ধন্যবাদ।

দীর্ঘশ্বাস- আপনি আমাকে একটা বিচ্ছিরি অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। ম্যাক বলেছেন, আপনাকে খাওয়াতে হবে। আপনি খেতে চাইছেন না, আমি কী করি বলুন তো?

ডানার মুখে হাসি-না, কোনো ক্ষতি নেই। শেষ পর্যন্ত ডানা স্যান্ডউইচের খানিকটা তুলে নিল। ছোট্ট কামড় দিল।

-না-না, আর একটু বেশি খান।

ডানা আর একটা ছোট্ট কামড় দিল।

দুজনে তাকিয়ে আছে। শেষ অব্দি ঠিক হল, ডানা খেলাটা দেখতে যাবে।

.

দুপুর তিনটে বেজেছে। ডানা হোয়াইট হাউস এনট্রান্সে ঢুকে পড়েছে। গার্ড বলল–মিঃ ট্যাগার, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব। মিস ইভান্স, আমি কি কাউকে দেব?

কয়েক মিনিট কেটে গেছে। একজন গাইড ডানাকে লম্বা করিডর পার করে পিটার ট্যাগারের অফিসে নিয়ে গেছে।

–মিঃ ট্যাগার।

–এত তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমি ভাবতেই পারিনি মিস ইভান্স।

–আমাকে কাজ করতে হবে, আমি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসি।

–বসুন। আমি আপনার জন্য কিছু আনব কি?

–না, এই মাত্র লাঞ্চ করে এসেছি।

জেব কনারসের কথা মনে পড়ল।

ডানা বলল–মিঃ ট্যাগার, আপনাকে এবং প্রেসিডেন্ট রাসেলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি জানি, ট্রিবিউন প্রেসিডেন্ট রাসেলের প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে, আমি সেজন্য আন্তরিক দুঃখিত।

পিটার ট্যাগার হাত তুললেন-না-না, এসব ব্যাপারের মধ্যে রাজনীতিকে জড়াবেন না। আপনি হেলেন অফ ট্রয় গল্পটা জানেন তো?

হ্যাঁ।

মুখে হাসি তাহলেই বুঝতে পারছেন, আমরা একটা যুদ্ধ শুরু করতে চলেছি। ইতিমধ্যে আপনি এক গুরুত্বপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়েছেন।

–না, আমি নিজেকে মোটেই তা মনে করি না।

প্রেসিডেন্ট আর আমি আপনার কথা শুনেছি। শুনেছি, আপনাকে নাকি হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

-হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ।

ট্যাগার একটুখানি চুপ করলেন-ট্রিবিউন প্রেসিডেন্ট রাসেলকে পছন্দ করে না, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। আপনার এতে কোনো কিছুই করার নেই। তবু বলব, আপনি একটু দেখবেন আমরা যাতে একে অন্যের পরিপূরক হতে পারি।

-হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করব।

দরজা খুলে গেল, অলিভার ঢুকলেন। ডানা এবং পিটার উঠে দাঁড়ালেন।

বসুন, বসুন। অলিভার বললেন। তিনি এগিয়ে গেলেন, ডানাকে বললেন, আমেরিকা আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

-ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

অলিভারের মুখে হাসি–আমি কারোর জীবন বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেছি, তাতে কী হল? সত্যি কথা বলতে কী মিস ইভান্স, আমি কিন্তু আপনার সংবাদপত্রের পাঠক নই। তবে অন্য সকলে এই কাগজটা খুবই ভালোবাসে।

–অনেক ধন্যবাদ।

-পিটার আপনাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবে। কোনো সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন কিন্তু।

-হ্যাঁ, আপনার মহানুভবতার জন্য ধন্যবাদ।

.

সেক্রেটারি অফ স্টেটের প্রাইভেট কনফারেন্স রুম। অন্তত বারোজন বসে আছেন। ডানা তার অভিজ্ঞতার কথা বলে চলেছে।

সারাজেভোতে বেশির ভাগ বাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো বাড়ি এখনও পর্যন্ত টিকে আছে। আলো নেই, মানুষ নরকের অন্ধকারে বেঁচে আছে। কার ব্যাটারির আলোতে পথ চলতে হয়। এই ব্যাটারি দিয়েই টেলিভিশন সেট চালানো হয়।

... রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা, মাঝে মধ্যে পাথরের টুকরো পড়ে আছে। অটোমোবাইলে আগুন জ্বলছে। হেঁটে যেতে হচ্ছে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

... বৃষ্টি হলে সেই জল মানুষ ধরে রাখে। সেই জলই খেতে হয়।

... রেডক্রশের প্রতি ভালোবাসা নেই। সাংবাদিকদের ঘেন্না করা হয়, বসনিয়া যুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে জনা চল্লিশ সাংবাদিককে প্রাণ দিতে হয়েছে। অন্তত কয়েকশ জনকে আহত হতে হয়েছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে না, শেষ পর্যন্ত কী হবে।

দুঘণ্টা ধরে এই আলোচনা চলেছিল। ডানা মন খুলে সব কথা বলে দিল, যা যা ঘটেছে।

সেক্রেটারি অফ স্টেট বললেন–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিস ইভান্স। এই খবরগুলো পাওয়া খুবই দরকার ছিল। এখানে যে আপনি ভালোভাবে ফিরতে পেরেছেন, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

.

শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা। ডানা জেব কনারসের পাশে বসে আছে। প্রেস বক্সে। বেসবল খেলা শুরু হয়েছে। ফেরার পর এই প্রথম ডানা একটু ছুটি পেয়েছে। যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু ভাববার অবসর। দুরন্ত গতিতে খেলাটা এগিয়ে চলেছে। নানা শব্দ শোনা যাচ্ছে।

জেব জানতে চাইলেন- ডানা, বলুন তো খেলাটা আপনার ভালো লাগছে কিনা?

ডানা অবাক চোখে জেবকে নিরীক্ষণ করে বলল–হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগছে।

.

ওয়াশিংটন ডিসি, খেলাটা শেষ হয়ে গেছে। প্রিয় দল জিতেছে।

–আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন। ডানা বলল। আমি এমন একটা পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলাম, যেখানে সুন্দর জীবন বলতে কিছু নেই।

ডানা নিজেকে ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারছেনা। তারপর কোনোরকমে বলল—ওখানে সর্বত্র জীবন আর মৃত্যুর খেলা। ব্যাপারটা ভাবতে গেলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যুদ্ধ আমাদের কত সর্বনাশ করে, জেব, আপনি তা বুঝতেই পারবেন না।

জেব বললেন–ডানা, আপনাকে তো আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে হবে। নতুন করে পা ফেলতে হবে। এখানে এবং এখন থেকে।

–আমি জানি। কয়েকটা সময় দিন। ব্যাপারটা খুব একটা সহজ নয়।

–আমি সহযোগিতা করতে রাজী আছি। আপনি কি আমার সাহায্য নেবেন?

ডানা অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল–ঠিক আছে, আপনি কি আমার বন্ধু হবেন?

.

পরের দিন, ডানা জেব কনারসের সঙ্গে লাঞ্চের টেবিলে বসেছে।

জেব জানতে চাইলেন আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে কি?

ডানা মুখ নামাল। বোঝা গেল, এই প্রস্তাবে তার সম্মতি আছে।

একটু বাদে জেবকে দেখা গেল একদল বেসবল খেলোয়াড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে। তাদের বয়স নয় থেকে তেরো। তারা বিভিন্ন রকম ইউনিফর্ম পরেছে। সবকিছু ভালোভাবে দেখল।

জেব বললেন, মনে রাখবেন, কোনো কাজে তাড়া করবেন না। আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সবকিছু।

শুরু হল এক নতুন জীবন।

একটা ছেলে জিজ্ঞাসা করল–জেব, এই কি সেই ভদ্রমহিলা?

জেব হাসল, আমি জানি না, ভাগ্য আমার সহায় হবে কিনা।

ডানা বলল–দেখছি, আপনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন।

-হ্যাঁ, ওরা ভালো ছেলে। সপ্তাহে একদিন আমি ওদের মধ্যে কাটাই।

হঠাৎ কামালের মুখখানা মনে পড়ে গেল ডানার। কেন? সে নিজেই জানে না।

.

দিন এগিয়ে চলেছে। ডানা এবং জেব কনারস পরস্পরের কাছাকাছি এসে গেছে। জেবকে এক বুদ্ধিমান পুরুষ বলা যায়। স্পর্শকাতর, আমুদে এবং কৌতুক প্রিয়। জেবের সাহচর্য ডানার ভালোই লাগে। ধীরে ধীরে সারাজেভোর ভয়ংকর স্মৃতিটা তার মন থেকে মুছে গেল। সকাল এল অজস্র আলোর উৎসব নিয়ে। ডানার ঘুম ভেঙে গেল। না, কাল রাতে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেনি সে।

জেবকে সব কথা বলল।

জেব বলল–এই তো, আমার ছোট্ট মেয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে।

ডানা ভাবতে পারছে না, এই কথার অন্তরালে অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা।

.

হাতে লেখা একটা চিঠি, অফিসে পড়ে আছে। ডানার জন্য অপেক্ষা করছে। লেখা আছে– মিস ইভান্স, আমার জন্য ভাববেন না। আমি ভালোই আছি। আমি খুব একা। তবে এখানে অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। আমি ওই জামাকাপড়গুলো আপনাকে ফেরত পাঠাব। এখন আর সেগুলোর দরকার নেই। আমার নিজস্ব জামাকাপড় আছে, গুডবাই।

তলায় কামালের নাম লেখা।

প্যারিস থেকে চিঠিখানা ছাড়া হয়েছে। একটা ঠিকানা লেখা আছে।

ডানা দুবার চিঠিখানা পড়ল। তারপর টেলিফোনটা তুলে নিল। চার ঘণ্টা বাদে কামালের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

কামালের গলা- হ্যালো?

কামাল, আমি ডানা ইভান্স।

কোনো উত্তর নেই।

–তোমার চিঠিখানা পেয়েছি।

কোনো উত্তর নেই।

-তোমার চিঠি পেয়ে আমার খুবই ভালো লেগেছে। তুমি ভালোভাবে সময় কাটাচ্ছ? আহা, তোমার ওই সুখ যেন বরাবর বজায় থাকে। তুমি কি বুঝতে পারছ, আমার মনের অবস্থা কেমন? আমার ভালো লাগছে না, তোমার কথা মনে পড়ছে।

কামালের কণ্ঠস্বর- না, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমার জন্য ভাববেন না।

–তুমি ভুল বলছ, তোমার কথা আমার সবসময় মনে থাকবে। তুমি কি ওয়াশিংটনে আসবে? আমার সঙ্গে থাকবে?

দীর্ঘক্ষণ নীরবতা–সত্যি? সত্যি আপনি তাই চাইছেন?

–কামাল, প্রস্তাবটা কেমন?

কান্নার শব্দ।

কামাল তুমি আসবে?

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, ম্যাডাম।

–আমি ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।

মিস ইভান্স?

–কী বলো?

–আমি আপনাকে সত্যি ভালোবাসি।

.

ডানা এবং জেব কনারস হাঁটছে ওয়েস্ট পোটোম্যাক পার্কে।

ডানা বলল–আমি শিগগিরই একজন রুমমেটকে পাচ্ছি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে চলে আসছে।

জেব অবাক হয়ে বলল–তার মানে? তুমি কার কথা বলছ?

ডানা বলল–হ্যাঁ, তার নাম কামাল। বারো বছরের একটি দুষ্ট ছেলে।

ডানা পুরো গল্পটা বলল।

গল্পটা শুনে জেব অবাক হয়ে গেলেন । ২য়, পৃথিবীতে এখনও কতরকম মানুষ আছে।

সেই রাতে ডানা আর জেব প্রথম ভালবাসা বিনিময় করেছিল।

ওয়াশিংটনে দুটো শহর

১৬.

ওয়াশিংটনে দুটো শহর আছে। একটা শহরের মধ্যে অসাধারণ সৌন্দর্য আছে, আছে স্থাপত্যশৈলী, পৃথিবীর বিখ্যাত জাদুঘর, স্ট্যাচু, অসাধারণ স্মারকচিহ্ন। লিংকন, জেফারসন, ওয়াশিংটন, আছে সুন্দর বাগান, ফুটন্ত ফুলের সারি, বাতাসের মধ্যে এক তীক্ষ্নতা।

আর একটা ওয়াশিংটন ডিসি, সেখানে গৃহহীন মানুষদের বসবাস। সেখানে অপরাধের মাত্রা অত্যন্ত বেশি, সেখানে শুধুই জোচ্চোরদের ঘোরাঘুরি। বাতাসে খুনের আর্তনাদ!

মনরো আমর্স- একটি সুন্দর বুটিক হোটেল। সাতাশ নম্বর এবং গ্রে স্ট্রিটের মধ্যে তার অবস্থান। কয়েক বছর আগে এক মহিলা এই হোটেলটা তৈরি করেন। তিনি হলেন লারা ক্যামেরন।

হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার জেরেমি রবিনসন, সন্ধ্যাবেলা কাজ শুরু হবে। তিনি গেস্ট রেজিস্টারের দিকে তাকালেন। তার মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। নামগুলোর ওপর নজর দিলেন। টেরেস স্যুইটে কারা আছে?

৩২৫ নম্বর সুইট, একটা আবছা ঠিকানা চোখে পড়ল। কিন্তু কেন? ওয়াশিংটন পোস্টে খবর প্রকাশিত হয়েছে এই মহিলার সম্পর্কে। উনি এক বিশিষ্ট অভিনেত্রী, ন্যাশনাল

থিয়েটারে অভিনয় করতেন। হারিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আবার ফিরে আসার চেষ্টা করছেন।

৪২৫ নম্বর সুইট, অস্ত্রব্যবসায়ী, মাঝে মধ্যে ওয়াশিংটনে আসেন। রেজিস্টারে লেখা আছে জে. এল. স্মিথ। চেহারা দেখে মনে হয়, উনি বোধহয় মধ্য প্রাচ্যের বাসিন্দা।

১৭৫ নম্বর সুইট, উইলিয়াম কোয়েন্টের নামে বুক করা হয়েছে। কংগ্রেসের এক নেতা, ড্রাগবিরোধী অভিযানের অন্যতম নায়ক।

৬২৫ নম্বর সুইট, সফটওয়ার সেলসম্যানের নাম লেখা আছে। মাসে একবার করে। ওয়াশিংটনে আসেন।

৭২৫ নম্বর স্যুইট, ব্যাটমার্কের নাম লেখা আছে। ইনিও এক সমাজসেবী।

এত অব্দি সব ঠিকই আছে, জেরেমি রবিনসন ভাবলেন। এই সকলকে তিনি চেনেন।

৮২৫ নম্বর সুইট, এটি হল সব থেকে ওপর তলার স্যুইট। একে ইমপিরিয়াল স্যুইট বলা হয়। হোটেলে এত সুন্দর ঘর আর একটাও নেই। উল্লেখযোগ্য অতিথিদের জন্য এই ঘরটা সবসময় সংরক্ষিত রাখা হয়। এর একটা নিজস্ব এলিভেটর আছে, যেখান থেকে পথ সোজা গ্যারেজের দিকে চলে গেছে, তাই এখানকার বাসিন্দা নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেন।

জেরেমি রবিনসন অবাক হয়ে গেলেন। নামটা তার চেনা চেনা লাগছে না। ইউজিন গ্র্যান্ট। ভদ্রলোক কী করেন?

ডে ক্লার্কের সঙ্গে কথা বললেন। গ্ল্যান্টের পরিচয় জানার চেষ্টা করলেন। উনি কয়েক ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় আছেন, জানা যাচ্ছে না। রবিনসন রহস্য ভালোবাসেন না। কিন্তু এই গ্র্যান্ট কে? কেন তাকে ইমপেরিয়াল সুইট দেওয়া হয়েছে? এই দুটো প্রশ্ন ভদ্রলোককে তাড়া করল।

.

৩২৫ নম্বর সুইট। চারতলাতে, ড্যামের নামে বুক করা হয়েছে। ড্যামে এক অভিনেত্রী, অসাধারণ রূপবতী বলা যায় না। কিন্তু এককালে তিনি সুন্দরী ছিলেন। এখন বয়স ষাটের কোঠায় পৌঁছে গেছে। একদা লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড থেকে মানহাট্টনের ব্রডওয়ে পর্যন্ত তাঁর নাম সকলের মুখে মুখে ফিরত। এখনও তার মুখের কোণে হারানো সৌন্দর্যের কিছু চিহ্ন লেগে আছে। তবে আছে একটা তিক্ততা। অভিজ্ঞতা প্রসূত কিছু অভিব্যক্তি।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনটা তিনি পড়ছিলেন। ওয়াশিংটনে এসেছেন জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতে। এটা আমার আবার ফিরে আসা বলা যেতে পারে। ড্যামে ভাবলেন, আমি কখনও তো এই জগত থেকে চলে যাইনি? তবে? এভাবে কেন বলা হচ্ছে?

কুড়ি বছর আগে শেষবারের মতো থিয়েটারে অবতীর্ণা হয়েছিলেন।, এককালে ছিলেন এক মহান অভিনেত্রী। তারপর এক পরিচালক হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত প্রোডিউসার।

তারা সত্যিকারের থিয়েটারের অর্থ বুঝতে পারে না। আহা, কী দিন না গেছে, ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট। প্রযোজকদের কথা, সবসময় মনে পড়ে বেচারী ড্যামের। সব চলে গেছে, এখন আর কেউ নেই। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একাধিক প্রযোজক ছিলেন। যারা সত্যিকারের অভিনয় বুঝতেন। এখনকার থিয়েটারে কিছু বেনো জল ঢুকে পড়েছে। কিছু কিছু মানুষের আনাগোনা, যাদের কোনো জ্ঞান গম্যি নেই। বস্তাপচা চিত্রনাট্য, লোককে সহজে মাতিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। ড্যামে ভাবলেন কী করা যায়? কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে।

সমালোচকরা কীভাবে আমার অভিনয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে? না, ভালো লাগছে না। অনেক কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। আহা, বার্নাড শ-এর হান্টেড হাউস, কী অসাধারণ নাট্যরূপ। এখন কি আর তা হবে কোনোদিন? বার্নাড শ-এর সাথে ড্যামের ভালো পরিচয় ছিল। রোমান্টিক আইরিশ। মাঝে মধ্যে লাল গোলাপ পাঠাতেন। ভদ্রলোক খুবই লাজুক, হয়তো ভেবেছিলেন, আমি তাকে প্রত্যাখান করব।

লেডি ম্যাকবেথ, এক অসাধারণ চরিত্র। যদি এই চরিত্রের মাধ্যমে আমি আবার ফিরে আসি, তাহলে কেমন হয়? কিন্তু কে সেই সুযোগ দেবে?

ড্যামে ফাঁকা দেওয়ালের সামনে একটা চেয়ার রাখলেন। সেখানে বসে বাইরের দৃশ্য অবলোকন করবেন। বসলেন, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, শেক্সপীয়ারের সেই মহান চরিত্রের সংলাপ তখন তার কণ্ঠে বিধৃত হচ্ছে

এসো হে আত্মা

-হে নৈতিক চিন্তাবলী, এসো আমার কাছে।

আমার মাথা থেকে এই মুকুটটা সরিয়ে দাও।
নির্মমতা, প্রিয়তম, আমার রক্তের মতো গাঢ়।
এগিয়ে যাও, এই পথ দিয়ে, দূরবর্তী প্রান্তে।
প্রকৃতির সাথে আর কখনও বন্ধত্ব করো না।
আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে জ্বালিয়ে দাও আগুন।
আমি যেন প্রজ্বলিত হই।
হায় ঈশ্বর, এমন একটা অভিনয়? কীভাবে হবে?
শব্দগুলো খোলা জানলা দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

.

৪২৫ নম্বর সুইট, জে. এল. স্মিথ অস্ত্রব্যবসায়ী, চিৎকার করে ওয়েটারকে ডাকলেন। আমি কখন বেলিজার অর্ডার দিয়েছি, এখনও পাচ্ছি না কেন? খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

–আমি দুঃখিত মিঃ স্মিথ, আমি এখনই কিচেনে যাচ্ছি।

জে. এল. স্মিথ তাকালেন ওই ছেলেটির দিকে। তারপর দেখলেন তার হীরকখচিত রোলেক্স ঘড়ির দিকে না, একদম সময় নেই। একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দরজা দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকে এখনই অ্যাটর্নির অফিসে পৌঁছতে হবে। তার বিরুদ্ধে কয়েকটা অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি নাকি উৎকোচ

দিয়েছেন। অভিযোগের জবাব দিতে হবে। তা না হলে? তিনবছর ধরে রুদ্ধকারায় বন্দি থাকতে হবে। দশ লক্ষ ডলার জরিমানা হবে।

.

১৭৫ নম্বর স্যুইট, কংগ্রেসম্যান উইলিয়াম কোয়েন্ট এখন তার বাসিন্দা। তাকে আমরা তৃতীয় প্রজন্মের এক বিখ্যাত নেতা বলতে পারি। তিনজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপনে মত্ত।

এই শহরের ড্রাগস সমস্যা সমাধান করতেই হবে। কোয়েন্ট বললেন, তা না হলে ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাবে।

তিনি এক সহকর্মীর দিকে তাকালেন এ ব্যাপারে ডালটন, আপনি কী ভাবছেন?

রাস্তার মস্তানদের নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তা না হলে এই সমস্যাটা সমাধান করা সম্ভব হবে না। গতমাসে তারা পাঁচজনকে মেরে ফেলেছে।

কোয়েন্ট অধৈর্য হয়ে বললেন–এটা কিছুতেই চালানো উচিত নয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা খারাপ বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। শুধু ব্যবসা কেন, মার্কিন সমাজজীবন সম্পর্কে আমরা কী ধারণা করব।

–আপনি কী ভাবছেন?

–আমরা আরও তদন্ত করব। তিনি তার আর এক সহকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন এখুনি অধিবেশনের ব্যবস্থা করুন। সব রকম সাহায্য দেওয়া হবে। দরকার হলে সশস্ত্র প্রহরা। গত মাসে কত খরচা হয়েছিল?

–এখানে এক কোটি ডলার, বাইরে আরও এক কোটি।

–আমরা এটা দ্বিগুণ করে দেব। হ্যাঁ, খরচ করতে হবে, আসল সত্যটা জানতে হবে।

.

৬২৫ নম্বর ঘর, নরম্যান হক বিছানার ওপর শুয়ে আছেন। একেবারে উলঙ্গ। হোটেলের ক্লোজসার্কিট চ্যানেলে পর্ণছবির প্রদর্শন। ধূসর তার চেহারা, পেটটা ফুলে উঠেছে। শরীরের এখানে সেখানে জমেছে মাংস। তিনি তার শয্যাসঙ্গিণীর স্তনবৃন্তে হাত রাখলেন।

–ইরমা, দেখো-দেখো, ওরা কী অসভ্যতা করছে।

কণ্ঠস্বর এখন ফিসফিসানি–তুমি কি এই খেলা আমার সাথে খেলবে?

আঙুলগুলো অবহেলায় খেলা করছে। মেয়েটির পেটের চারপাশে। আহা চোখ দুটি বিস্ফোরিত। পর্দায় দেখা যাচ্ছে, একটি মেয়ে তার প্রেমিককে পাগলের মতো ভালোবাসছে।

বেবি, তোমাকে এই ছবিগুলি উত্তেজিত করছে না? দেখো, আমি কেমন ঘেমে গেছি।

উনি ইরমার দুপায়ের ফাঁকে দুটি আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন। আমি তৈরি। গোঙানির শব্দ শোনা গেল।

ধীরে ধীরে মেয়েটিকে আকর্ষণ করলেন। তারপর? মেয়ে কোথায়? ব্যাটারি পরিচালিত একটি নিষ্প্রাণ পুতুল। তার যোনিদেশ খুলে গেল। ভদ্রলোক পুংদণ্ড সেখানে ঢুকিয়ে দিলেন। প্রবল চাপ দিলেন। আরও জোরে আরও জোরে।

আঃ, আর পারছি না, ওনার চিত্তার, না, এবার হয়েছে।

তিনি ব্যাটারিটার সুইচ অফ করে দিলেন। শুয়ে থাকলেন। অনুভূতিটা চমৎকার। ইরমার দিকে আবার চোখ পড়ল। তাকে স্যুটকেসের ভেতর পুরে রাখলেন।

নরম্যান একজন সেলসম্যান। বেশিরভাগ সময় তাকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। সাহচর্যবিহীন পুরুষ। কয়েক বছর আগে ইরমাকে আবিষ্কার করেছিলেন। আহা, এই মেয়েটির সাহচর্য আমার চাই। যেসব সেলসম্যানরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, তারা বাজারি বেশ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু নরম্যান শেষ হাসিটা হেসেছেন।

ইরমা কখনও তাকে কোনো অসুখ দেবে না, এ ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত।

.

৭২৫ নম্বর সুইট। প্যাট মারফির পরিবার এইমাত্র ডিনার থেকে ফিরে এসেছেন। বারো বছরের টিম মারফি, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পার্কের দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বলল–ড্যাডি, কাল আমরা মনুমেন্টের ওপর যাব, তাই তো?

ছোটো ভাই বলল–না, আমরা স্মিথ সুনিয়েন ইনস্টিটিউটে যাব।

বাবা ছেলেদের দিকে তাকালেন।

এই প্রথম বাচ্চা দুটি দেশের রাজধানীতে পা রেখেছে। বাবা কিন্তু বছরের ছমাস এখানেই থাকেন। প্যাট মারফি এক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। রাজনীতির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। ওয়াশিংটনের এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন।

ওহিওর একটি ছোটো শহরের মেয়র ছিলেন। প্যাট ছোটো থেকেই রাজনীতির ব্যাপারে অভিজ্ঞ। জো নামে একটি ছেলের সাথে তার দারুণ বন্ধুত্ব। তারা একসঙ্গে স্কুলে যেতেন। একই সামার ক্যাম্পে যেতেন। সবকিছু একসঙ্গে ভাগ করতেন। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সমকামিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্যাট এই ব্যাপারটা মানতে পারেননি। তিনি জো-কে তাঁর জীবন থেকে বাতিল করে দেন।

সমকামিতা? প্যাটের কাছে একটা দুর্বিষহ ধারণা। সমকামীরা ঈশ্বরের অভিশাপ বহন করে। সাধারণ মানুষকে বিপথে চালনা করে। সারা জীবন তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। বলেছেন, এই জাতীয় মানুষকে কখনও আইনসভায় নির্বাচিত করা উচিত নয়। সমকামিতার কুফল কী হতে পারে, তা নিয়ে ধারাবাহিক ভাষণ দিয়েছেন।

এর আগে তিনি একাই ওয়াশিংটনে আসতেন। এবার স্ত্রী খুব করে ধরেছিলেন। তাই স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছেন। সঙ্গে দুই ছেলেকেও।

স্ত্রী আবদার করলেন–আমরা দেখতে চাই, তুমি ওয়াশিংটনে কীভাবে দিন কাটাও।

শেষ পর্যন্ত প্যাট মত দিতে রাজী হলেন।

স্ত্রী এবং ছেলেদের দিকে তাকালেন- আঃ, এমন ভুল আমি কী করে করব? কালকের জন্য সুন্দর একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। কিন্তু সেটা কি হবে? ওদের ঘুম ভাঙানোর আগেই আমি ব্রাজিলের পথ ধরব।

অ্যালান আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

.

৮২৫ নম্বর সুইট, এটাকেই বলে ইমপিরিয়াল সুইট। এখানে এখন বিরাজ করছেনীরবতা। নিঃশ্বাস-উনি মনে মনে বললেন, আরও আস্তে আস্তে। প্রচন্ড ভয় পেয়েছেন। মেঝের ওপর একটা শীর্ণ শরীর পড়ে আছে। সম্পূর্ণ ল্যাংটো, ভাবলেন, এটা তো আমার কোনো দোষ নয়, মেয়েটি পড়ে গেছে।

তার মাথা ফেটে গেছে একটা লোহার টেবিলে ধাক্কা লেগে। কপাল থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। উনি নীচু হলেন। কবজিতে হাত দিলেন নাঃ, কোনো স্পন্দন নেই। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। একটু আগে মেয়েটি জীবন্ত ছিল, প্রচণ্ড ভাবে জীবন্ত। আর এখন কী না...

আমাকে এখনই এখান থেকে পালাতে হবে। উনি ওই দেহটার দিকে তাকালেন। তাড়াতাড়ি পোশাক পরতে শুরু করলেন। আর একটা কলঙ্ক? না, এই কলঙ্ক প্রকাশিত

হলে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠবে। ওরা এই সুইটে এসে আমার টিকিটিও পাবে না। পোশাক পরা হয়ে গেল। ভদ্রলোক বাথরুমে গেলেন। তোয়ালে ভেজালেন। যেখানে যেখানে হাতের চিহ্ন, সব মুছে দিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত উনি সুনিশ্চিত হাতের চিহ্ন কোথাও নেই, তাহলে? এবার যাওয়া যেতে পারে? মেয়েটির পার্স? কৌচ থেকে পার্সটা তুলে নিলেন। অ্যাপার্টমেন্টের এক কোণে চলে গেলেন। এখানে প্রাইভেট এলিভেটর অপেক্ষা করছে।

তিনি ভেতরে ঢুকলেন। আর নিঃশ্বাস চেপে রাখতে পারছেন না, গ্রাউন্ডফ্লোর বোতামে হাত দিলেন। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। এলিভেটর কাজ করতে শুরু করেছে। তিনি গ্যারেজে পোঁছে গেছেন। সেখানে কেউ নেই। গাড়ির দিকে তাকালেন। এ কী? কী যেন মনে পড়ল। আবার ফিরে এলেন এলিভেটরে। রুমাল বের করলেন। এলিভেটরের বোম টিপে হাতের ছাপ তুলতে হবে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। না, কেউ কোথাও নেই। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে উনি সুনিশ্চিত। গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজা খুললেন। গাড়িটা গর্জন করতে শুরু করল। গ্যারেজ থেকে এগিয়ে চলল অনির্দেশের যাত্রাপথে।

মৃত মেয়েটির দেহ আবিষ্কার করেছিল ফিলিপিনা। সে একজন ঝি।

সে চিৎকার করে উঠেছে, বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকেছে, ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসেছে, সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করেছে।

তিন মিনিট কেটে গেছে, হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রধান নিরাপত্তার রক্ষী যথাক্রমে জেরেমি রবিনসন আর থম পিটার ছুটে এসেছে। ভাবাই যাচ্ছে না। ইমপিরিয়াল সুইটে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে। রক্তাক্ত এক মেয়ে, উলঙ্গ দেহ!

থম বলেছে- জেসাস, ষোলো সতেরো বছর বয়স, সে ম্যানেজারের কথা ভেবেছে, আমরা পুলিশে যাব।

দাঁড়াও, পুলিশ, সংবাদপত্র এসব হলে কী হবে? না, এভাবে ব্যাপারটা বলা উচিত হবে না।

থম পিটার তার পকেট থেকে একটা রুমাল বের করেছে। টেলিফোনের রিসিভারটা ধরেছে।

রবিনসন জানতে চেয়েছে–এটা কোনো হত্যার ঘটনা নয়। এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।

পিটার বলেছে আমরা এখনও জানি না, কী করে সুনিশ্চিত হব?

সে একটা নাম্বার ডায়াল করেছে। তারপর অপেক্ষা করেছে।

.

ডিটেকটিভ নিক রেসি একটা পত্রিকার পেপারব্যাক পড়ছিলেন। লম্বা, নাকটা ভেঙে গেছে। এক সময় বক্সার ছিলেন। এখন ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের

অফিসার। ধীরে ধীরে আরও উঁচুতে উঠেছেন। মাস্টার পেট্রল অফিসার থেকে সার্জেন, লেফটেন্যান্ট, তাকে উঁচু পদ দেওয়া হয়েছে।

তিনি চারিদিকে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েটিকে কেউ স্পর্শ করেছে কি?

রবিনসনের উত্তর–না, স্যার।

–মেয়েটির পরিচয়?

–আমি জানি না।

রেসি হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার ইমপিরিয়াল স্যুইটে এক কিশোরী কন্যার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আপনি কি বলতে পারেন তার পরিচয়? তার নাম কি গেস্ট লিস্টে লেখা আছে?

-হ্যাঁ, ডিকেটটিভ। কিন্তু এক্ষেত্রে.....

–বলুন এক্ষেত্রে?

–ওই সুইটটা ইউজিন গ্র্যান্টের নামে বুক করা হয়েছিল।

–এই ভদ্রলোক কে?

–আমি বলতে পারব না।

ডিটেকটিভ রেসি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন- দেখুন, কেউ যদি কোনো স্যুইট বুক করে, তাকে টাকা দিতে হয়, নগদে হোক, ক্রেডিট কার্ডে হোক, যেভাবেই হোক। তাহলে? কে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছে?

–আমাদের ডে ক্লার্ক গরম্যান।

–আমি এক্ষুনি তার সঙ্গে কথা বলব।

–সে তো এখন সম্ভব নয়।

–কেন?

–সে ছুটিতে চলে গেছে।

–এক্ষুনি তাকে ডেকে পাঠান।

রবিনসনের দীর্ঘশ্বাস সে বলেনি কোথায় গেছে।

কবে ছুটি কাটিয়ে চলে আসবে?

দুসপ্তাহ বাদে।

আমি দু-সপ্তাহ অপেক্ষা করব না। কিছু তথ্য আমাকে এখনই দিতে হবে। নিশ্চয়ই কেউ তাকে দেখেছে। সুইটে ঢুকতে এবং বেরোতে।

না, রবিনসন বললেন, এই সুইটের একটা প্রাইভেট এলিভেটর আছে। সেটা সোজা বেসমেন্ট গ্যারেজে চলে যায়। আমার মনে হচ্ছে, এটা নেহাতই একটা অ্যাকসিডেন্ট। মেয়েটি বোধহয় বেশিমাত্রায় পান করেছিল। অথবা ওষুধ খেয়েছিল, পড়ে গেছে। টাল রাখতে পারেনি।

আর একজন গোয়েন্দা এগিয়ে এলেন–আমি ক্লোসেটগুলো পরীক্ষা করেছি। গ্যাপ থেকে তার পোশাক কেনা হয়েছে। উইলবেয়ার থেকে জুতো। না, কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

–মেয়েটিকে কি চেনার কোন উপায় নেই?

–না, যদি একটা পার্স থাকত, তাহলে হত।

ডিটেকটিভ রেসি আবার দেহটা দেখলেন। তিনি এক পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন–কিছু সাবান দিন তো। একে ভেজাতে হবে।

পুলিশ অফিসার বললেন–আমি দুঃখিত।

-সাবান আছে?

পুলিশ অফিসার কাজ শুরু করলেন।

ডিটেকটিভ রেসি হাঁটু মুড়ে বসলেন। মেয়েটির হাতে আংটি পরানো ছিল। বললেন—মনে হচ্ছে স্কুল রিং।

এক মিনিট কেটে গেছে। পুলিশ অফিসার ভেজা সাবান নিয়ে এলেন।

রেসি ধীরে ধীরে সাবান ঘষতে থাকলেন। মেয়েটির আঙুলে। তারপর সেই আংটিটা বের করে নিলেন। তাকালেন সে দিকে।

–ডেনভার হাই, পি. ওয়াই লেখা আছে। পার্টনারের দিকে তাকালেন। ভালোভাবে দেখুন তো। স্কুলে লোক পাঠাতে হবে। দেখা যাক, পরিচয় বার করতে পারা যায় কিনা?

ডিটেকটিভ এড নেলসন, ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। তিনি ডিটেকটিভ রেসির কাছে এসে বললেন–না, নিক, কোথাও কোনো হাতের দাগ নেই। কেউ বোধহয় সব মুছে দিয়েছে। দরজার হাতলেও দাগ পাচ্ছি না।

তার মানে ওই মেয়েটির সঙ্গে এখানে কেউ একজন ছিল। কেন সে ডাক্তারকে ডাকল? কেন সে হাতের ছাপ মুছে দিল? ওরা এখানে কী করছিল? এত দামী একটা স্যুইটে?

উনি রবিনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন–কীভাবে এর দাম দেওয়া হয়েছিল?

আমাদের রেকর্ড বলছে ক্যাশে দেওয়া হয়েছিল। একজন এসে একটি এনভেলাপ দিয়ে যায়। আর সংরক্ষণ করা হয়েছিল টেলিফোন মারফত।

করোনার বললেন–আমরা কি এখন শরীরটা সরিয়ে ফেলব?

–এক মিনিট অপেক্ষা করুন। কোনো হিংসাত্মক ঘটনা? মারামারি? হৈ-হট্টগোল?

না, মেয়েটির মাথায় চোট আছে। এখন অটোপসি করতে হবে।

অন্য কোনো চিহ্ন?

না, হাত-পা পরিষ্কার।

–ওকে কি ধর্ষণ করা হয়েছে?

–সেটা পরীক্ষা করতে হবে।

ডিটেকটিভ রেসি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তার মানে ডেনভার থেকে এক স্কুলের মেয়ে এখানে এসেছিল। সে অত্যন্ত দামী হোটেলে মারা গেল। কেউ তার হাতের ছাপগুলো মুছে দিয়েছে। হাওয়া হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অবাক লাগছে, আমি জানতে চাইছি, এই স্যুইটটা কে ভাড়া নিয়েছিলেন?

উনি করোনারের দিকে তাকালেন–হ্যাঁ, লাশটা নিয়ে যান। তারপর তাকালেন ডিটেকটিভ নেলসনের দিকে। প্রাইভেট এলিভেটরে আঙুলের ছাপ আছে কি?

–হ্যাঁ, এলিভেটরটা সোজা বেসমেন্টে নেমে গেছে। সেখানে দুটো বোম আছে। দুটো বোতামকেই মুছে ফেলা হয়েছে।

গ্যারেজ দেখেছেন।

–হ্যাঁ, সেখানেও কিছু চোখে পড়ছে না।

-আমি কিছু বুঝতে পারছি না।এ ঘটনা কেঘটিয়েছে?হয় সে একজন নামকরা ক্রিমিনাল, অথবা এমন একজন ভিআইপি, যে স্কুল মেয়েদের নিয়ে এই জঘন্য খেলা খেলতে ভালোবাসে।

তিনি রবিনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন–এই সুইটটা সাধারণত কারা ভাড়া নিয়ে থাকেন?

রবিনসন বললেন–এটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের জন্য সংরক্ষিত। কোনো দেশের রাজা, প্রধানমন্ত্রী, এমন কী প্রেসিডেন্ট।

–গত চব্বিশ ঘণ্টায় এখান থেকে কোনো ফোন করা হয়েছে?

আমি বলতে পারব না।

ডিটেকটিভ রেসি অধৈর্য হয়ে বললেন–কেন আপনার তো সবকিছু রেকর্ড থাকে?

-হ্যাঁ, বলছি।

ডিটেকটিভ রেসি একটা টেলিফোন তুলে নিলেন অপারেটর, আমি নিক রেসি বলছি। ইমপিরিয়াল সুইট থেকে গত চব্বিশ ঘণ্টায় কোনো ফোন হয়েছিল কি? হ্যাঁ, দেখে বলুন তো, আমি অপেক্ষা করছি।

তিনি সাদা পোশাক পরা করোনারের দিকে তাকালেন। উলঙ্গ মেয়েটির ওপর প্লাস্টিকের সিট চাপা দেওয়া হয়েছে। তাকে একটা স্ট্রেচারে তোলা হল। হায় যিশু, মেয়েটি পৃথিবীকে দেখতেই পেল না। তার আগে মৃত্যুর সংকেত।

অপারেটরের কণ্ঠস্বর- ডিটেকটিভ রেসি?

–হ্যাঁ, বলুন।

–ওই সুইট থেকে গতকাল একটা মাত্র ফোন করা হয়েছিল, লোকাল কল।

রেসি নোটপ্যাড নিলেন এবং পেন্সিল।

–কোন নাম্বারে? ৪২১৭০৪১ তাইতো?

রেসি নাম্বারটা লিখে নিলেন তারপর থেমে গেলেন। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল তার।

ডিটেকটিভ নেলসন জানতে চাইনেল–কী হয়েছে?

রেসি বললেন–এটা তো হোয়াইট হাউসের নাম্বার।

.

১৭.

পরের দিন সকালবেলা ব্রেকফাস্টের আসর। জ্যান প্রশ্ন করল–অলিভার, গতরাতে তুমি কোথায় ছিলে?

অলিভারের হৃদস্পন্দন শুরু হয়েছে–কী ঘটেছে সেটা তিনি ভালোই জানেন। কেউ জানে না, কেউ দেখেনি। আমতা আমতা করে তিনি বললেন–একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল।

জ্যান বললেন মিটিংটা বাতিল হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি সকাল তিনটের আগে বাড়িতে আসোনি। আমি তোমাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছি। তুমি কোথায় ছিলে?

হ্যাঁ, তোমায় কি জানতেই হবে? কিছু কি হয়েছে?

না, জ্যান বলল, অলিভার, তোমার আচরণ আমাকে দুঃখ দিচ্ছে। শুধু আমাকেই নয়, এইভাবে নিজের রাজনৈতিক সত্তার ওপর আঘাত হানছ। তুমি ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে গেছে। এখন তোমার পতন আমি দেখতে পারব না।

জ্যানের দু-চোখে জলের ইশারা।

অলিভার জ্যানের দিকে হেঁটে গেলেন।হাতে হাত রাখলেন–জ্যান, সবই তো ঠিক আছে, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা একটুও কমেছে কী?

এবং আমি আমার কাজ করব। অলিভার ভাবলেন, গতকাল রাতে যে ঘটনা ঘটে গেছে, সেটা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মেয়েটি আমাকে ডেকেছিল। আমি তার সঙ্গে কখনও দেখা করতাম না। সবরকম সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল। আমি পরিষ্কার, অলিভার ভাবলেন।

.

পিটার ট্যাগার অলিভারের জন্য চিন্তিত। অলিভারের এই ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করতেই হবে। শেষঅব্দি তিনি অলিভারের ওপর নজর রাখার চেষ্টা করলেন। মাঝে মধ্যেই কল্পিত মিটিং এর ব্যবস্থা করেন। হোয়াইট হাউস থেকে দূরে।সিক্রেট সার্ভিসের এসকট কক্ষে।

পিটার ট্যাগার সেনেটর ডেভিসের অভিযোগ শুনেছেন।

সেনেটর বলেছেন- অলিভার কিন্তু রাগী মানুষ, পিটার। নিজের আবেগকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। আমি তোমার নৈতিকতাকে শ্রদ্ধা করি। আমি জানি, তুমি পারিবারিক সম্পর্ককে কত সম্মান দাও। প্রেসিডেন্টের ব্যবহার কী এমন হওয়া উচিত? ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। দেখো, অলিভার যেন বুঝতে না পারে।

.

ডিটেকটিভ নিক রেসি ভাবতেই পারছেন না, কীভাবে ঘটনাটা ঘটল। অটোপসি শুরু হয়েছে। নিক রেসি এর রেজাল্ট জানার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ফরমাল

ডিহাইড্রেডের গন্ধ, মৃত্যুর গন্ধ। দরজার দিকে হেঁটে গেলেন। করোনার হেলেন নামী এক সুন্দরী মহিলা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

রেসি বললেন–মর্নিং, অটোপসি কি শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ, প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে। স্যার, আঘাতের জন্য মেয়েটি মারা যায়নি। টেবিলের সঙ্গে আঘাত লাগার আগেই তার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়। তাকে একটা নিষিদ্ধ ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। একে আমরা জীবনের উন্মাদনা বলে থাকি।

ডিটেকটিভ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন- হেলেন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন তো?

রাস্তাঘাটে এই নিষিদ্ধ ওষুধটা পাওয়া যায়, একে জীবনের উন্মাদনা বলা হয়।

তিনি করোনারের রিপোর্টটা ডিটেকটিভের হাতে তুলে দিলেন।

অটোপসি প্রোটোকল।

মৃতার নাম জেনডো।

ফাইল নাম্বার সি. এল. ৯৬১।

রিপোর্টের ওপর চোখ মেলে দিলেন ডিটেকটিভ।

তার মানে? যদি এই শব্দগুলোকে আমরা ইংরাজিতে অনুবাদ করি, তাহলে বুঝতে পারব, মেয়েটি উত্তেজক তরল পান করে মারা গেছে, তাই তো?

–হ্যাঁ।

–তাকে কি শারীরিকভাবে নির্যাতিত করা হয়েছিল?

–তার শরীরের ভেতর বীর্যের চিহ্ন পাওয়া গেছে। স্ত্রী অঙ্গটাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তার মানে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

–আমার তা মনে হচ্ছে না।

–তাহলে আপনার কী মনে হচ্ছে? কেনই বা মনে হচ্ছে?

–হিংসা অথবা অত্যাচারের কোনো চিহ্ন নেই।

ডিটেকটিভ রেসি মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন–আপনি কি বলতে চাইছেন?

–আমার মনে হচ্ছে জেনডো সর্বার্থে কুমারি ছিল। এটাই তার প্রথম যৌন সংসর্গ।

ডিটেকটিভ রেসি উঠে দাঁড়ালেন, এই তথ্যটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। তার মানে? কেউ একজন কুমারি কন্যাকে নিয়ে ইমপিরিয়াল স্যুইটে উঠেছিলেন। তার সাথে যৌনতার খেলা খেলেছিলেন। এই ভদ্রলোক কে? কে তিনি? বিখ্যাত, নাকি কুখ্যাত?

টেলিফোন বেজে উঠল- হেলেন চাহান ফোনটা ধরলেন- করোনারের অফিস, এক মুহূর্ত শুনলেন, তারপর ফোনটা রেসির হাতে তুলে দিয়ে বললেন–এটা আপনার ফোন।

নিক রেসি ফোনটা নিলেন তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ও মিসেস হলরুক, আমার ফোনের উত্তর দিয়েছেন বলে, আমার খুবই ভালো লাগছে। তাঁ, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পি, ওয়াই, এ দুটো শব্দ পাওয়া গেছে। এই নামে কোনো মহিলা ছাত্রী কি আছে–আপনার স্কুলে? অনেক-অনেক ধন্যবাদ।

তিনি করোনারের দিকে তাকালেন–আপনি বলছেন মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়নি?

–না, অত্যাচারের কোনো চিহ্ন নেই।

মৃত্যুর পরে কি তার যৌনদেশে লিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছিল?

–আমি তা বলতে পারব না।

মিসেস হলবুকের কণ্ঠস্বর আবার ফোনে ফিরে এসেছে ডিটেকটিভ নিক?

-হ্যাঁ।

আমাদের কম্পিউটার অনুসারে আমরা এক মহিলা ছাত্রীর নাম পাচ্ছি, তার নাম পাওলিন ইয়ং।

–মিসেস হবুক অনুগ্রহ করে বলবেন, তাকে দেখতে কেমন?

–হ্যাঁ, পাওলিনের বয়স আঠারো, উচ্চতা খুব একটা বেশি নয়। কালো চুল আছে।

–আমি দেখছি। না, ভুল হয়ে গেছে।

–আর কিছু?

–না, এই আদ্যাক্ষরে আর কোনো মেয়ের নাম তো নেই।

উনি ফোনটা ধরে বললেন কোনো ছেলে? আদ্যাক্ষর পি. ওয়াই?

–পল ইয়ারবাই। সত্যি কথা বলতে কী, এই মুহূর্তে পল ওয়াশিংটন ডিসিতে আছে।

ডিটেকটিভ রেসির হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে–পল এখানে আছে?

–হ্যাঁ, ডেনভার হাই স্কুলের অনেকে ওয়াশিংটনে গেছে। তারা হোয়াইট হাউস পরিদর্শন করবে। কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেবে।

তারা কি শহরে আছে?

–ঠিক বলেছেন।

–তারা কোথায় উঠেছে কিছু জানেন কি?

–হোটেল লমবার্ডোতে।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিসেস হলবুক।

রেসি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। করোনারের দিকে তাকিয়ে বললেন–হেলেন, অটোপসি শেষ হলে আমাকে জানাবেন।

–নিশ্চয়ই। ভালো থাকবেন নিক, কেমন?

.

হোটেল লমবার্ডো। পেনসিলভেনিয়া এভিনিউতে অবস্থিত। ওয়াশিংটন সার্কেল থেকে দুটি ব্লক দূরে। হোয়াইট হাউস থেকে হাঁটা পথে সেখানে যাওয়া যায়। বেশ কয়েকটা স্মারক চিহ্ন আছে। আছে একটা সাবওয়ে স্টেশন।

ডিটেকটিভ রেসিং পুরোনো আমলের একটা লবির দিকে হেঁটে গেলেন। ডেস্কের পেছনে যে ক্লার্ক বসেছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–পল ইয়ারবাই নামে কেউ কি এখানে এসেছে?

–আমি দুঃখিত, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী চাইছেন?

রেসি তার ব্যাচ দেখিয়ে বললেন, আমার খুব তাড়াতাড়ি আছে, বন্ধু।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লার্ক গেস্ট রেজিস্টারটা পরীক্ষা করে বললেন–হ্যাঁ, ৩১৫ নম্বর ঘরে একজন ইয়ারবাই আছে। তাকে আমি ডাকব?

না, তাকে আমি অবাক করে দেব।

রেসি এলিভেটরে উঠলেন। চারতলায় গিয়ে এলিভেটরটা থেমে গেল। তিনি করিডর দিয়ে হেঁটে গেলেন। ৩১৫ নম্বর ঘর। জ্যাকেটের বোম খুললেন, দরজায় শব্দ করলেন। একটি ছেলে, আঠারো উনিশ বছর বয়স।

-হ্যালো।

–পল ইয়ারবাই?

–না, ছেলেটি আর একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, পল কেউ তোমাকে ডাকছেন।

নিক রেসি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। একটি রোগা চেহারার ছেলে, জিন্স আর সসায়েটার পরা, বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

–পল ইয়ারবাই?

–হ্যাঁ, আপনি?

নিক তার ব্যাচ দেখিয়ে বললেন, আমি ডিটেকটিভ নিক রেসি, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি।

ছেলেটির মুখের রং পাল্টে গেছে–আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?

নিক রেসি বুঝতে পারলেন ছেলেটি ভয় পেয়েছে। তিনি মৃত মেয়েটির আংটি পকেট থেকে বের করে বললেন–পল, ঠিক করে বলল তো, এই আংটিটা তুমি কোথাও দেখেছ কিনা?

না, ইয়ারবাই সঙ্গে সঙ্গে বলল।

–এর ওপর তোমার নামের আদ্যক্ষর আছে কেন?

–হ্যাঁ, এক মুহূর্তের চিন্তা, আমার, এটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

–ঠিক করে বলল, কাউকে উপহার দিয়েছিলে?

ছেলেটি জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল–হ্যাঁ, আমি দিয়েছিলাম।

চলো, আমরা ডাউন টাউনে যাব পল।

ছেলেটি রেসির দিকে তাকিয়ে বলল–আমাকে কি অ্যারেস্ট করা হল?

ডিটেকটিভ রেসি জানতে চাইলেন, তুমি কি কোনো অন্যায় করেছ? তোমাকে কেন অ্যারেস্ট করা হবে?

না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। শব্দগুলো বাতাসে ভেসে গেল।

–তাহলে? মিছিমিছি তোমাকে কেনে অ্যারেস্ট করব?

–আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাকে ডাউন টাউনে যেতে বলছেন?

ডিটেকটিভ রেসি পলের হাত ধরলেন। বললেন, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

রুমমেট বলল–পল, তোমার মাকে ডাকব? অন্য কাউকে?

পল ইয়ারবাই মাথা নাড়ল–কাউকে ডাকতে হবে না।

তার কণ্ঠস্বর তখন অস্পষ্ট ফিসফিসানিতে পারিণত হয়েছে।

.

হেনরি ডালি বিল্ডিং, ৩০০ নম্বর ইন্ডিয়ানা এভিনিউ। এটি হল ওয়াশিংটনের ডাউন টাউন। ছতলা এই বাড়িটি, এই অঞ্চলের পুলিশের হেড কোয়ার্টার। চারতলায় হোমিসাইড ব্রাঞ্চের অফিস। পল ইয়ারবাইয়ের ছবি তোলা হল। হাতের ছাপ নেওয়া হল।

ডিটেকটিভ রেসি ক্যাপ্টেন অটো মিলারের কাছে গেলেন। বললেন–মনরো আর্মসের ব্যাপারটা কী হল?

মিলার বললেন–বসুন।

–আমি ওই মেয়েটির বয়ফ্রেন্ডেকে ধরে এনেছি। তাকে প্রশ্ন করা হবে। আপনিও কি থাকবেন?

ক্যাপ্টেন তার সামনে স্তূপীকৃত ফাইলের দিকে তাকালেন। বললেন–না, আগামী কয়েক মাস আমাকে দারুণ ব্যস্ত থাকতে হবে। ঠিক সময়ে রিপোর্ট দিও কিন্তু।

–ঠিক আছে। ডিটেকটিভ রেসি উঠে দাঁড়ালেন।

নিক, দেখো কোনো সূত্র বের করতে পারো কিনা?

.

পল ইয়ারবাইকে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে আসা হল, ঘরটা ছোটো, নফুট চওড়া, বারো ফুট লম্বা, কতগুলি ডেস্ক আছে, চারটি চেয়ার এবং একটি ভিডিও ক্যামেরা। আর আয়না লাগানো আছে, পাশের ঘর থেকে যাতে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়।

.

নিক রেসির উল্টোদিকে পল ইয়ারবাই বসে আছে। দুজন ডিটেকটিভকে দেখা গেল, ডগ পোগান এবং এডগার বানস্টাইন।

–তুমি কি জানো এই সংলাপের ভিডিও টেপ করে রাখছি।

ডিটেকটিভ নিক জানতে চাইলেন।

সূচিপত্র

ইয়েস স্যার।

–তুমি একজন অ্যাটর্নির কাছে যেতে পারবে। অ্যাটর্নি রাখার মতো যদি পয়সা না থাকে, তা হলে আমাদের কেউ তোমায় সাহায্য করবে।

ডিটেকটিভ বার্নস্টাইন জানতে চাইলেন–তুমি কোনো লইয়ারকে ডাকবে?

না, আমার কোনো লইয়ারের দরকার নেই।

–তুমি প্রশ্নের জবাব নাও দিতে পারো। যদি মনে করো জবাব দেওয়া উচিত তা হলে হ্যাঁ বলবে। তবে এই ব্যাপারগুলো আইনের চোখে খুব এটা বড়ো হয়ে দাঁড়াবে না। আশা করি আমার কথা বুঝতে পারছ।

-হ্যাঁ, স্যার।

–তোমার আসল নাম কী?

–পল ইয়ারবাই।

তোমার ঠিকানা?

–২৩, মেরিয়ান স্ট্রিট, ডেনভার, কলোরাডো। আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি কিন্তু...

-কেউ বলেনি তা। আমরা কিছু তথ্য বের করার চেষ্টা করছি পল। আমরা আশা করব, তুমি আমাদের সাহায্য করবে। করবে না?

-হ্যাঁ, কিন্তু আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না।

-তোমার কোনো অনুমান?

না, স্যার।

-তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে পল?

-হ্যাঁ, আপনারা তো জানেন।

না, আমরা সব জানি না। তুমি কেন বলছ না?

-হ্যাঁ, আমি বলছি, আমি মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করেছি।

-হ্যাঁ, তুমি মেয়েদের সাথে ডেটিং করতে, তাদের নিয়ে বাইরে যেতে।

হ্যাঁ।

-কোনো একটি বিশেষ মেয়ের সাথে ডেটিং করেছ?

এক মুহূর্তের নীরবতা।

–বলল, তোমার বিশেষ কোনো বান্ধবী ছিল কিনা?

হ্যাঁ–।

তার নাম কী?

–চোলি কী?

ডিটেকটিভ নিক জানতে চাইলেন–চোলি হাউসটন। রেসি নোট নিয়ে বললেন, তার ঠিকানা পল?

–৬০২, ওক স্ট্রিট, ডেনভার।

তার মা বাবার নাম?

–সে তার মায়ের সঙ্গে থাকে।

–তার মায়ের নাম?

জ্যাকি হাউসটন। তিনি হলেন কলোরাডোর গভর্নর।

ডিটেকটিভ পুরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন, এটাই তো আমাদের দরকার।

রেসি একটা আংটি দেখিয়ে বললেন পল, এটাই কি তোমার আংটি?

পল এক মুহূর্ত দেখল, তারপর উদাসীনভাবে বলল–হ্যাঁ।

–তুমি কি চোলিকে এই আংটিটা দিয়েছিলে?

চিন্তিত মুখে পল বলল–হ্যাঁ, আমি দিয়েছিলাম।

-ঠিক মনে করতে পারছ না?

–হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে, আমি দিয়েছিলাম।

–তুমি তোমার কয়েকজন ক্লাসমেটের সঙ্গে ওয়াশিংটনে এসেছিলে তো, এক ধরনের ছুটি কাটাতে?

–ঠিকই বলেছেন।

–চোলি কি এই দলে ছিল?

–হ্যাঁ, স্যার।

–চোলি এখন কোথায় পল?

বার্নস্টাইন জানতে চাইলেন।

–আমি জানি না।

–তাকে তুমি কখন শেষ দেখেছো?

ডিটেকটিভ পোগানের প্রশ্ন।

কয়েকদিন আগে।

–দুদিন আগে? ডিটেকটিভ নিক জানতে চাইলেন।

–হ্যাঁ।

–তখন সে কোথায় ছিল?

ডিটেকটিভ বার্নস্টাইনের প্রশ্ন।

–হোয়াইট হাউসে।

এই কথা শুনে ডিটেকটিভরা আবার অবাক হয়ে গেলেন।

নিক আবার জানতে চাইলেন–ঠিক বলছ, হোয়াইট হাউসে?

-হ্যাঁ, আমরা সবাই হোয়াইট হাউস দেখতে গিয়েছিলাম। চোলির মা এটা ব্যবস্থা করেছিল।

-চোলি তোমার সঙ্গে ছিল? পোগানের প্রশ্ন।

–হ্যাঁ।

–ওই সময়ে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল কি? ডিটেকটিভ বার্নস্টাইনের প্রশ্ন।

-কী বলতে চাইছেন?

তোমরা কি কারও সঙ্গে কথা বলেছিলে? ডিটেকটিভ বার্নস্টাইনের প্রশ্ন।

-হ্যাঁ, গাইডের সঙ্গে।

–আর কারও সঙ্গে? ডিটেকটিভ নিকের প্রশ্ন।

না, আর কারও সঙ্গে নয়।

–চোলি কি তখন তোমাদের সঙ্গে ছিল? পোগানের প্রশ্ন।

ইয়ারবাই কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় সে লেডিস রুমে চলে গিয়েছিল। সেখানে প্রায় পনেরা মিনিট ছিল, তারপর ফিরে আসে

কথা বলতে বলতে ইয়ারবাই থেমে গেছে। অভিজ্ঞ ডিটেকটিভরা বুঝতে পারলেন, ইয়ারবাই কোনো কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করছে।

নিক জানতে চাইলেন–কী হয়েছিল বলো?

-না, কিছুই না, মেয়েটি ফিরে এসেছিল।

এই ছেলেটি মিথ্যে কথা বলছে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে।

-শোনো, ডিটেকটিভ রেসি বললেন, তুমি কি জানো, চোলি হাউসটন মারা গেছে?

–না-না, হায় ঈশ্বর, কী করে?

সমস্ত চেহারাতে ভয়ের ছাপ পড়েছে।

ডিটেকটিভ বার্নস্টাইন বললেন, তুমি কি সত্যিই জানো না?

না, আমি কিছু জানি না, বিশ্বাস করতে পারছি না।

–এই মৃত্যুর সঙ্গে তোমার কোনো যোগ নেই তো? ডিটেকটিভ পোগানের প্রশ্ন।

-না, তা কী করে সম্ভব? আমি চোলিকে ভীষণ-ভীষণ ভালোবাসতাম।

–কখনও তার সাথে বিছানায় শুয়েছ?

কঠিন কঠোর প্রশ্ন।

-না, আমরা অপেক্ষাতে ছিলাম, আমরা পরস্পরকে বিয়ে করতাম।

–তোমরা মাঝে মধ্যে একসঙ্গে ড্রাগ নিয়েছ? ডিটেকটিভ রেসির প্রশ্ন।

না, আমরা কখনও ড্রাগ নিইনি।

দরজাটা খুলে গেল। আর এক ডিটেকটিভ প্রবেশ করলেন। তার নাম হ্যারি কারটার। তিনি রেসির কাছে এগিয়ে গেলেন। কানে কানে কিছু একটা বললেন। রেসি ঘাড় নাড়লেন। ভদ্রলোক পল ইয়ারবাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

-চোলি হাউসটনের সঙ্গে তোমার শেষ কবে দেখা হয়েছে?

–আমি তো বলেছি, হোয়াইট হাউসে। ছেলেটি বলল।

ডিটেকটিভ নিক ঝুঁকে পড়ে বললেন–তোমার সমস্যা হবে পল। ইমপিরিয়াল স্যুইটে তোমার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। মনরো আর্মস হোটেলে। তুমি সেখানে কী করে গিয়েছিলে?

পল ইয়ারবাইয়ের মুখ সাদা হয়ে গেছে।

–তুমি মিথ্যে বলতে পারবে না, তোমাকে আমরা ধরে ফেলেছি।

–আমি কিছুই জানি না।

–তুমি কি মনরো আর্মসের সুইট বুক করেছিলে? ডিটেকটিভ বার্নস্টাইন জানতে চাইলেন।

-না, আমি কিছুই জানি না, পল আমি শব্দটার ওপর জোর দিল।

ডিটেকটিভ রেসি জানতে চাইলেন–তুমি কি জানো কে বা কারা ওই সুইটটা বুক করেছিল?

–না। অত্যন্ত দ্রুত এই শব্দটা ছুটে এল।

–তুমি বলছ তোমরা ওই স্যুইটে ছিলে? ডিটেকটিভ পোগানের প্রশ্ন।

–হ্যাঁ, কিন্তু আমি যখন চলে আসি, তখন চোলি বেঁচেছিল।

–তুমি কখন চলে এসেছিলে? ডিটেকটিভ পোগানের প্রশ্ন।

–ও আমাকে চলে যেতে বলেছিল। ও বলেছিল, কেউ একজন আসবে।

-ঠিক আছে পল, আমরা জানতে পেরেছি তুমি ওকে হত্যা করেছ। ডিটেকটিভ বার্নস্টাইন। জোর দিয়ে বললেন।

-না, ছেলেটি ভয়ে কাঁপছে। আমি শপথ করে বলছি, আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমি মেয়েটির সাথে ওই স্যুইটে গিয়েছিলাম, আমি একুটখানি ছিলাম। তারপর চলে আসি।

কারণ মেয়েটি কারও জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই তো? ডিটেকটিভ রিসের প্রশ্ন।

–হ্যাঁ, সে খুবই উত্তেজিত ছিল।

কার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। মেয়েটি বলেছে কী?

প্রশ্নটা দ্রুত বেরিয়ে এল ডিটেকটিভ পোগানের মুখ থেকে।

পল ঠোঁট চেটে বলল –না।

–তুমি মিথ্যে কথা বলছ, তোমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, আর এই কথাটা বলবে না। তাই কী হয়?

–তুমি বলেছ, মেয়েটি খুবই উত্তেজিত ছিল, কেন? ডিটেকটিভ রেসি জানতে চাইলেন।

পল ঠোঁট চেটে বলল–গুরুত্বপূর্ণ একজন তাকে ডিনার খাওয়াবে বলেছিলেন।

–কে এই লোকটি পল? ডিটেকটিভ বার্নস্টাইন জানতে চাইলেন।

–আমি বলতে পারব না।

–কেন? ডিটেকটিভ পোগানের প্রশ্ন।

–আমি চোলির কাছে শপথ নিয়েছিলাম, এই কথা কাউকে বলব না।

–চোলি মরে গেছে।

পল ইয়ারবাইয়ের চোখে জল। এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।

–নামটা বলো। ডিটেকটিভ রেসির প্রশ্ন।

আমি বলতে পারব না, আমি চোলির কাছে শপথ নিয়েছিলাম।

-দেখো তোমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। তোমাকে আজ রাতে জেলে কাটাতে হবে। কাল সকালে তুমি যদি নামটা বলল, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তা না হলে তোমার বিরুদ্ধে হত্যার অপরাধে অভিযোগ আনা হবে। ডিটেকটিভ রেসি বললেন।

ডিটেকটিভরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সেখানে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা।

নিক রেসি বার্নস্টাইনকে বললেন–ছেলেটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

.

ডিটেকটিভ রেসি ক্যাপ্টেন মিলারের অফিসে ফিরে এসেছেন।

খারাপ খবর, আরও খারাপ খবর।

-নিক, এসব খবর শোনার মতো সময় আমার নেই।

-বুঝতে পারছি না, কীভাবে ড্রাগ পাচারের চক্র কাজ করছে। এটাই হল একটা খারাপ খরব। আরও খারাপ খবর শুনবেন? মৃতা মেয়েটির মা হলেন কলোরাডোর গভর্নর!

–হায় ঈশ্বর, খবরের কাগজ মুখিয়ে বসে আছে, ক্যাপ্টেন মিলার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তোমাদের কি মনে হচ্ছে ছেলেটি অপরাধী?

–ও স্বীকার করেছে ও হোটেলের স্যুইটে গিয়েছিল। কিন্তু ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। মেয়েটি কারও জন্য অপেক্ষা করছিল।

–আমার মনে হচ্ছে ছেলেটি খুব চালাক। কোনো একটা গল্প বানাতে চাইছে। আমার মনে হয় ও জানে চোলি হাউসটন কার জন্য অপেক্ষা করছিল। ও সেই কথাটা বলতে চাইছে না।

-কিছু ভাবলে কী?

–মেয়েটি এই প্রথম ওয়াশিংটনে এসেছে। তারা হোয়াইট হাউসে গিয়েছিল। মেয়েটি এখানকার কাউকে চেনে না। সে লেডিস রুমে চলে যায়। হোয়াইট হাউসে পাবলিক রেস্ট রুম নেই, সে বোধহয় ভিজিটারস প্যাভেলনে চলে গিয়েছিল, হোয়াইট হাউস ভিজিটারস কলসেন্টারে, সেখানে পনেরো মিনিট ছিল। তার মধ্যে কী হল?কারও সঙ্গে দেখা হল?কাউকে সে চিনতে পেরে ছিল? কাউকে সে হয়তো টিভিতে দেখে থাকবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ওই ভদ্রলোক তাকে প্রাইভেট ওয়াচরুমে নিয়ে যায়। তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। মনরো আর্মসে ডিনারের আমন্ত্রণ জানায়।

ক্যাপ্টেন মিলার শান্তভাবে শুনলেন হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। দেখো, সেখান থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা? নামটা জানতেই হবে।

আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার।

ডিটেকটিভ নিক দরজা খুলে বাইরে এলেন। ক্যাপ্টেন মিলার টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা নাম্বারে ফোন করলেন। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তিনি বললেন–ইয়েস স্যার, আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। তাকে ইন্ডিয়ানা এভিনিউর পুলিশ স্টেশনে আটকে রাখা হয়েছে। না, স্যার, মনে হচ্ছে আগামীকাল ওই ছেলে আসল নামটি বলে দেবে। আমি বুঝতে পারছি।

ক্যাপ্টেন মিলার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, টেবিলে পড়ে থাকা ফাইলগুলোর দিকে তাকালেন। না, এখন অনেকদিন তাকে মুখ বুজে কাজ করতে হবে।

.

পরের দিন সকাল আটটা। ডিটেকটিভ নিক রেসি পল ইয়ারবাইয়ের সেলে হাজির হয়েছেন। চোখের সামনে দৃশ্যটা দেখে তিনি অবাক হলেন। এ কী? ফাঁসির মঞ্চে ঝুলছে। ছেলেটির দেহ। তার মানে? কীভাবে সে আত্মহত্যা করল?

.

১৮.

কলোরাডো গভর্নরের ষোলো বছরের মেয়ের মৃত্যু।

তার বয়ফ্রেন্ড পুলিশ কাস্টডিতে আত্মহত্যা করেছে।

পুলিশ এই রহস্যের কিনারা করতে পারছে না।

হেডলাইনগুলো সাবধানে পড়া হল। ষোলো বছর, আরও বেশি মনে হয়, কিন্তু কেন? হত্যা? ধর্ষণ? আরও কিছু কী?

বাথরুম থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল। তার মুখে ছিল হালকা হাসির টুকরো। সে বলেছিল আগে কখনও এমনটি হয়নি।

একটু আগে তারা দুজন পরস্পরকে আকর্ষণ করছিল। পুরুষ বলেছিলেন–ভারী ভালো লাগছে, এই প্রথম, হনি।

একটু আগে মেয়েটির সাথে তিনি এক গ্লাস উত্তেজক পানীয় পান করেছিলেন। বলেছিলেন, এটা খাও, ভালো লাগবে। সমস্ত শরীরে অনাস্বাদিত উত্তেজনা।

তারপর ভালোবাসাবাসির অবুঝ খেলা। মেয়েটি বলেছে–আমার ভালো লাগছে না। মাথা ঘুরছে। বিছানাতে শুয়ে পড়েছে। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপেছে। সে টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। পুলিশ কোনো কিছুই বুঝতে পারবে না। না, কোনো কিছু বোঝা সম্ভব নয়।

.

পেনসিলভেনিয়া এভিনিউ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। অফিসের ভেতর বসেও তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হোয়াইট হাউসের বাইরে পৃথিবী ঘটনাবহুল। তিনি চারপাশের সবকিছুসম্পর্কে ওয়াকিবহাল। একটু বাদেই ক্যাবিনেটের মিটিং শুরু হবে। ভালোভাবে তাকালেন।হারানোশক্তি আবার কেন্দ্রীভূত হল।

.

ওভাল অফিসে সকলে এসেছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট মেলভিন উইকস, লমবার্ডো এবং পিটার ট্যাগার।

অলিভার ডেস্কে গিয়ে বসলেন–শুভ সকাল।

সম্ভাষণ বিনিময়ের পালা চলল।

পিটার ট্যাগার বললেন–ট্রিবিউন পত্রিকাটা পড়েছেন মিঃ প্রেসিডেন্ট।

না, সময় পাইনি।

মনরো আর্মস হোটেলে যে মেয়েটির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া গেছে। এটা খুবই খারাপ খবর।

অলিভার বললেন–হ্যাঁ?

তার নাম চোলি হাউসটন, সে হল জ্যাকি হাউসটনের মেয়ে।

–হায় ঈশ্বর।

শব্দগুলো প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে ছিটকে এল।

এই প্রতিক্রিয়াতে সকলে অবাক হয়ে গেছেন। অলিভার বললেন আমি জ্যাকি হাউসটনকে চিনতাম, অনেক দিন আগে। খবরটা সত্যি দুঃখজনক।

সিমলমবার্ডো বললেন–ট্রিবিউন এই ঘটনাটা নিয়ে বারবার জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সঞ্চারণের চেষ্টা করবে।

মেলভিন উইকস বললেন–লেসলি স্টুয়ার্ট কি এর সঙ্গে যুক্ত?

অলিভার ভাবলেন, আহা, লেসলির সঙ্গে কাটানো সেই সুন্দর স্মৃতি।

না, তিনি বললেন, এটা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

পিটার ট্যাগার প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন–গভর্নরের ব্যাপারটা কী হবে?

–আমি এটার ব্যবস্থা করছি, ইন্টারকমের দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, এখনই গভর্নর হাউসটনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

-হ্যাঁ, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। পিটার ট্যাগারের মন্তব্য, এইভাবে দেশে একটার পর একটা অপরাধ সংঘটিত হবে, আমরা কিছু করতে পারব না। তুমি কংগ্রেসকে বলল, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ করতে।

নিজের কানে এই শব্দগুলো কেমন ঠেকছে পিটার ট্যাগারের।

–সময়টা সত্যি খারাপ যাচ্ছে। মেলভিন উইকস মন্তব্য করলেন।

ইন্টারকমের শব্দ হচ্ছে। অলিভার টেলিফোনটা নিলেন–হ্যাঁ, এক মুহূর্ত কী যেন শুনলেন। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

তিনি বললেন–গভর্নর ওয়াশিংটনের পথে যাত্রা করছেন। কোন প্লেনে উনি আসছেন সেটা দেখতে হবে। তাকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে আসতে হবে।

-ঠিকই বলেছ, ট্রিবিউনের সাথে যে সম্পাদকীয় আছে, সেটা দেখেছ। যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করা হয়েছে।

পিটার ট্যাগার অলিভারের হাতে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাটা তুলে দিলেন। বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট রাজধানী শহরে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না।

–লেসলি স্টুয়ার্টই এইসব ঘটনার অন্তরালে, সিম লমবার্ডো বললেন, তার সঙ্গে কথা বললে ভালো হত।

.

ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের অফিস। ম্যাক বেকার সম্পাদকীয়টা ভালোভাবে পড়ছেন। প্রেসিডেন্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ফ্রাঙ্ক লনেরগান ঢুকলেন। বছর চল্লিশ বয়স। এক ঝকঝকে চেহারার জার্নালিস্ট। একসময় পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাকে অন্ততদন্তের অন্যতম সেরা সাংবাদিক বলা হয়।

–ফ্রাঙ্ক, এই সম্পাদকীয়টা আপনি লিখেছেন?

–হ্যাঁ, স্যার।

–আপনার খবরটা একেবারে ভুল, এখানে ক্রাইমের হার পঁচিশ শতাংশ কমে গেছে। আপনি শুধু মিনিসোটার কথা কেন লিখেছেন?

ফ্রাঙ্ক বললেন–এটা, লেসলি স্টুয়ার্টের ব্যক্তিগত আদেশ।

–ব্যাপারটা হাস্যকর। ম্যাক বেকার চিৎকার করে বললেন, ঠিক আছে আমি ওর সাথে কথা বলব।

.

লেসলি স্টুয়ার্ট টেলিফোনে কথা বলছিলেন। ম্যাক বেকার ঢুকে পড়লেন।

-হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভালোভাবে আলোচনা করতে হবে। ওনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, সেনেটর এমব্রাইকে আজ আমরা লাঞ্চের জন্য ডেকেছি। অনেকগুলো নাম ওনার হাতে তুলে দেব। অনেক ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে লেসলি বলল–ম্যাক?

মাক ডেস্কের কাছে হেঁটে গেলেন। আমি এই সম্পাদকীয় সম্পর্কে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

সম্পাদকীয়টা দারুণ হয়েছে, তাই না?

-লেসলি, এটা শুধুই একটা প্রচার পরিকল্পনা। প্রেসিডেন্টকে অকারণে ছোটো করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে কী পরিমাণ ক্রাইম হচ্ছে, সেটা দেখার দায়িত্ব কি একা প্রেসিডেন্টের? মেয়রই তো এই কাজটা করবেন। পুলিশ ফোর্স আছে। মিনিসোটায় ক্রাইমের পরিমাণ পঁচিশ শতাংশ কমে গেছে? এই তথ্যটা কে তোমাকে দিয়েছে?

লেসলি স্টুয়ার্ট ঘাড় ঝাঁকালেন এবং শান্তভাবে বললেন–ম্যাক, এটা আমার কাগজ, আমি যা বলব, তাই ছাপা হবে। অলিভার রাসেলকে ওই পদ থেকে সরাতেই হবে। গ্রেগরি এমব্রাইকে আমরা জেতাব। গ্রেগরির কাছ থেকে আমরা অনেক সাহায্য পাব, তাই নয় কী?

লেসলি দেখল এই কথাগুলো ম্যাকের মুখকে কোন্ অভিব্যক্তিতে ভরিয়ে তুলেছে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

লেসলি আবার বলল–ম্যাক, শুনুন, ট্রিবিউন সবসময় বিরোধী পক্ষকে সমর্থন করে। এমব্রাই জিতলে সেটা ভালোই হবে। আপনি কি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে যাবেন?

–না, মিথ্যুকদের সাথে আমি লাঞ্চ খেতে ভালোবাসি না।

বোঝা গেল, উনি বেশ রেগে গেছেন।

উনি বাইরে এলেন, করিডর দিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন, সেনেটর এমব্রাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় গেল। সেনেটরের বয়স বছর পঞ্চাশ। এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

-সেনেটর, অনেক ধন্যবাদ।

সেনেটর এমব্রাই তাকালেন- কীসের জন্য?

–আপনার স্টেটে আপনি ক্রাইমের পরিমাণ পঁচিশ শতাংশ কমিয়ে এনেছেন।

ম্যাক বেকার হেঁটে গেলেন। সেনেটর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন, তার মুখে শূন্য অভিব্যক্তি।

.

লেসলি স্টুয়ার্টের সাজানো ডাইনিং রুমে লাঞ্চের আসর, ভারী সুন্দর খাবার রান্না হয়েছে। লেসলি এবং সেনেটর এমব্রাই ঘরে ঢুকলেন। ক্যাপ্টেন এগিয়ে এলেন, বিখ্যাত শেফ, তিনি দুজনকেই স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন।

মিস স্টুয়ার্ট, খাবার কিন্তু, তৈরি। আগে কি ড্রিঙ্ক নেবেন?

–আমার জন্য নয়, সেনেটর আপনি খাবেন?

–আমি সাধারণত দিনের বেলা ড্রিঙ্ক নিই না। কিন্তু একটু মারটিনি পাওয়া যাবে?

লেসলি স্টুয়ার্ট জানে, সেনেটর এমব্রাই সারাদিন যথেষ্ট ড্রিঙ্ক করে থাকেন। এই ভদ্রলোক সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব তথ্য লেসলি স্টুয়ার্ট ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছে। স্ত্রী আছে, পাঁচটি ছেলেমেয়ে, এক জাপানি উপপত্নী আছে। মাঝে মধ্যেই তিনি প্যারা মিলিটারী গ্রুপকে অর্থ সাহায্য করেন। এই ব্যাপারগুলো লেসলির কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে ব্যাপারটা লেসলিকে অবাক করে দিয়েছে, তা হল গ্রেগরি এমব্রাই বড়ো ব্যবসা একা করতে ভালোবাসেন। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজ একটা মস্ত বড়ো প্রতিষ্ঠান। লেসলি এটাকে আরও বড়ো করতে চাইছে। এমব্রাই যখন প্রেসিডেন্ট হবেন, তখন তার কাছ থেকে অনেক অযাচিত সাহায্য পাওয়া যাবে।

তারা ডাইনিং টেবিলে মুখোমুখি বসলেন। সেনেটর এমব্রাই দ্বিতীয় মারটিনিতে চুমুক দিয়ে বললেন–এই অর্থ সাহায্যের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, লেসলি।

লেসলির ঠোঁটে হাসি আপনাকে সাহায্য করতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত বলে মনে করছি। অলিভার রাসেলকে হারাতে হবে, তার জন্য আমি সর্বস্ব পণ করব।

মনে হচ্ছে, এবার বোধহয় একটা ভালো সুযোগ আসবে।

–আমারও তাই মনে হচ্ছে। রাসেল সম্পর্কে জনগণের মোহভঙ্গ হয়ে গেছে। একটির পর একটি কলঙ্ক আর কেচ্ছা কতদিন সহ্য করা যায় বলুন তো? আমার মনে হচ্ছে, আরও অনেক কলঙ্কিত ঘটনা ঘটবে, নির্বাচনের আগে। এই ঘটনাগুলি রাসেলকে হোয়াইট হাউস থেকে দূরে ফেলে দেবে।

সেটেনর এমব্রাই হাসলেন- তাই কি আপনার মনে হচ্ছে?

লেসলি বলল–হ্যাঁ, এটা আমার অনুমান নয়, বিশ্বাস।

লাঞ্চটা সত্যি অসাধারণ হয়েছিল!

অ্যান্টেনিওর কাছ থেকে একটা কল এসেছে। করোনার অফিসের সহকারী।

-চোলি হাউসটনের কেস সম্পর্কে আপনি সর্বশেষ খবর চাইছেন, তাই তো?

হ্যাঁ।

-পুলিশ এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছে। কিন্তু আপনি যখন আগ্রহী তখন তো খবর দিতেই হবে।

–চিন্তা করবেন না, আপনার দেখাশোনার দায়িত্ব আমার। অটোপসি রিপোর্টের ব্যাপারে বলুন।

–ম্যাডাম, মৃত্যুর অন্তরালে একটা উত্তেজক পানীয় কাজ করছে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

–সে কী? হ্যাঁ, মেয়েটি এক্সকাসি নামে একটা ড্রাগ নিয়েছিল। তরল অবস্থায়।

কথাগুলো মনে পড়ে গেল, কতদিন আগে রাসেল বলেছিল, এটা খেয়ে দেখতে পারো, তোমার সমস্ত স্নায়ুপুঞ্জ আনন্দে পরিপূর্ণ হবে। আমার এক বন্ধু দিয়েছে।

কেনটাকি রিভারের পাশে যে মেয়েটিকে পাওয়া গেছে, তারও মৃত্যু হয়েছে ওই উত্তেজক পানীয়তে!

লেসলি বসে রইল, তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে।

ঈশ্বর আছেন, আগামী দিনেও থাকবেন।

.

লেসলি ফ্রাঙ্ক লনেরগানকে ডেকে পাঠাল- চোলি হাউসটনের রিপোর্টটা ভালো করে করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এর সাথে যুক্ত আছেন।

ফ্রাঙ্ক অবাক হয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট।

–হ্যাঁ, আমি ঠিক বলছি। যে ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাকে হত্যা করা হয়। আপনি প্রেসিডেন্টের কার্যধারার ওপর নজর রাখুন। দেখুন তো যেদিন মেয়েটি মারা যায় সেদিন প্রেসিডেন্ট কোথায় ছিলেন? বিকেল থেকে মাঝরাত অব্দি? ব্যাপারটা খুব সাবধানে করতে হবে। আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে রিপোর্ট দেবেন না।

ফ্রাঙ্ক বললেন তার মানে?

–মানে কী বুঝিয়ে বলতে হবে? এখনই শুরু করুন।

–হ্যাঁ, শুরু করছি।

ইন্টারনেটে দেখুন তো এক্সকাসি নামে ড্রাগটা সম্পর্কে কী খবর পাওয়া যায়? দেখুন তো এই ড্রাগের সাথে অলিভার রাসেলের কী সম্পর্ক আছে।

.

একটা মেডিকেল ইন্টারনেট আছে, সেখান থেকে বিভিন্ন ড্রাগের খবর পাওয়া যায়। ফ্রাঙ্ক মিরিয়াম হুইটল্যান্ডের গল্পটা জানতেন। অলিভার রাসেলের প্রাক্তন সেক্রেটারি ফ্রাঙ্কফুর্টের একটা হাসপাতালে তিনি ভর্তি আছেন। সেখানে ফোন করলেন। ডাক্তার বললেন–উনি মারা গেছেন, দুদিন আগে, কোমা থেকে কখনও আর জীবনের স্পন্দনে ফিরে আসতে পারেন নি।

ফ্রাঙ্ক ফোন করলেন গভর্নর হাউসটনকে।

–আমি দুঃখিত, সেক্রেটারী বললেন, গভর্নরহাউসটন ওয়াশিংটনের পথে যাত্রা করেছেন।

দশ মিনিট কেটে গেছে। ফ্রাঙ্ক এগিয়ে চলেছেন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে। কিন্তু তখন বড্ড বেশি দেরী হয়ে গেছে।

.

প্লেন থেকে প্যাসেঞ্জাররা নামছেন। ফ্রাঙ্ক দেখতে পেলেন, পিটার ট্যাগার এগিয়ে চলেছেন, এক সুন্দরী স্বর্ণকেশিনীর হাতে হাত রাখলেন। ভদ্রমহিলার বয়স বছর চল্লিশ। তারা দুজন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কথা বললেন। ট্যাগার ভদ্রমহিলাকে নিয়ে লিমুজিনের ভেতর ঢুকে গেলেন।, দুর থেকে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখলেন ফ্রাঙ্ক। আঃ, এই ভদ্রমহিলার সাথে যে করেই হোক কথা বলতে হবে। তিনি শহরে ফিরে এলেন। ফোন করার চেষ্টা করলেন। বোঝা গেল, ওই ভদ্রমহিলা কোথায় উঠেছেন। তাকে ফোরসিলিন হোটেলে পাওয়া যাবে।

.

জ্যাকি হাউসটন প্রাইভেট স্টাডিতে ঢুকলেন। ওভাল অফিসে। অলিভার রাসেল তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি জ্যাকি হাউসটনের হাতে হাত রেখে বললেন–এই দুর্ঘটনার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। শোক প্রকাশের কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না জ্যাকি।

সতেরো বৃছর আগে এই মহিলার সঙ্গে অলিভারের দেখা হয়েছিল। চিকাগোর এক আইনজীবীদের সম্মেলনে।

তখন জ্যাকি সবেমাত্র লসকু থেকে পাশ করেছেন। এক বুদ্ধিমতী তরুণী। তাদের ইতিমধ্যে বন্ধুত্বের প্রহর রচিত হয়েছিল।

সতেরো বছর কেটে গেছে। চোলির বয়স ষোলো বছর।

অলিভার চোলি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না। তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ঘরে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা।

অলিভার ভাবলেন, জ্যাকি বোধহয় অতীতের স্মৃতিচারণ করবেন। তিনি তাকালেন বাইরের দিকে।

জ্যাকি হাউসটন বললেন–পুলিশের অনুমান পল ইয়ারবাইয়ের সঙ্গে চোলির মৃত্যু একটা যোগাযোগ।

–পুলিশ ঠিকই অনুমান করেছে।

–না।

না কেন?

–পল চোলিকে খুবই ভালোবাসত। পল চোলির এই ক্ষতি কখনওই করতে পারবে না। ভদ্রমহিলার গলা ভেঙে গেছে। তারা আজ অথবা আগামীকাল বিয়ে করত।

–আমার তথ্যানুসারে জ্যাকি, হোটেলের ঘরে ওই ছেলেটির হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, যে হোটেলের ঘরে ওই মেয়েটির মৃত্যু হয়।

জ্যাকি হাউসটন বললেন–খবরের কাগজে লেখা আছে, মনরো আর্মস হোটেলে ইমপিরিয়াল স্যুইটে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

–আপনি ঠিকই বলেছেন।

–অলিভার, চোলির হাতে সামান্য পয়সা দেওয়া হয়েছিল। পলের বাবা একজন, অবসরপ্রাপ্ত কেরানী। চোলি কীভাবে এত টাকা পাবে?কীভাবেইমপিরিয়াল সুইট বুক করবে? ব্যাপারটা আমার কাছে অবাক লাগছে।

... কেউ এর অন্তরালে আছে। আমি বুঝতে পারছি না, কে আমার মেয়েকে হত্যা করেছে? তার পরিচয় না জানা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না।

তিনি বললেন–আপনার সাথে চোলি দেখা করতে এসেছিল? দেখা হয়েছিল?

থমথমে নীরবতা- না, আমাকে শেষ মুহূর্তে ওই ব্যাপারটা বাতিল করতে হয়।

.

শহরের শেষ প্রান্তে আর একটি অ্যাপার্টমেন্ট, বিছানায় শুয়ে আছে দুটি নগ্ন শরীর। একজন অন্যজনকে পাগলের মতো আদর করছে।

বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, যে কোনো কারণেই তোক মেয়েটি যথেষ্ট চিন্তিত।

-তুমি ভালো আছো জো?

–আমি ভালো আছি অ্যালেক্স।

–মনে হচ্ছে তোমার মনটা অনেক দূরে চলে গেছে। তুমি কী চিন্তা করছ?

–কিছুই না। জোয়ান ম্যাগরা জবাব দিল।

সত্যি কিছু না?

-তোমাকে সত্যি কথা বলব? আমি ওই ছোট্ট মেয়েটার কথা ভাবছি, যাকে হোটেলে হত্যা করা হয়েছে।

–হ্যাঁ, আমি পড়েছি, সে কোনো এক গভর্নরের কন্যা।

–হ্যাঁ।

–পুলিশ কি জানতে পেরেছে ওই মেয়েটি কার সঙ্গে ছিল?

না। তারা সকলকেই প্রশ্ন করেছে।

–তোমাকেও?

–হ্যাঁ, আমি বলেছি, ওই টেলিফোন কলের ব্যাপারে।

–কোন টেলিফোন?

–কেউ ওই সুইট থেকে হোয়াইট হাউসে ফোন করেছিল।

তার সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে শান্তভাবে বলল, এটাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। হোয়াইট হাউসে কত ফোন আসে। আঃ, তুমি কি আর একটু ম্যাপল সিরাপ খাবে?

.

ফ্রাঙ্ক তার অফিসে ফিরে এসেছেন, এয়ারপোর্ট থেকে। টেলিফোনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

-হ্যালো ফ্রাঙ্ক, আমি শ্যালে গ্রুট বলছি।

ওয়াটার গেটের সঙ্গে সংযুক্ত।

–এখনও কি তুমি হট টিপস পাবে?

কতটা হট তার ওপর নির্ভর করছে।

–পাঁচ হাজার ডলার দরকার।

–গুডবাই।

–এক মিনিট অপেক্ষা করো। তুমি কি জানো, যে ছেলেটি মনরো আর্মসে মারা গেছে তার সম্পর্কে খবর।

ফ্রাঙ্কের হৃৎপিন্ড দ্রুত হয়েছে- কী বলছ?

–তুমি কি আমার সঙ্গে কোথাও দেখা করবে?

–আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি রিকোতে আসছি।

.

দুটো বেজেছে, ফ্রাঙ্ক এবং অ্যালেক্সকে রিকোতে দেখা গেল। অ্যালেক্স এক পাতলা চেহারার মানুষ। ফ্রাঙ্ক এ জাতীয় মানুষদের ঘেন্না করে। কথায় কথায় শুধু টাকার আবদার। কিন্তু কী করা যাবে? মাঝে মধ্যে অ্যালেক্স এক-একটা এমন গোপন খবর তুলে দেয়, তখন তাকে সাবাস বলতেই হয়।

কোথা থেকে এই খবরগুলো আসে অ্যালেক্স কুপার তা ভাঙেন না।

আগেও অ্যালেক্স এমনভাবে অনেক খবর ফ্রাঙ্কের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ফ্রাঙ্ক বললেন–তুমি আমার সময় নষ্ট করছ না তো?

অ্যালেক্স বললেন–না, আমি তোমার সময় নষ্ট করছি না। তুমি কী জানো, এই মেয়েটির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের সংযোগ আছে।

তার মুখে দুষ্টু হাসির চিহ্ন।

ফ্রাঙ্ক কোনোরকমে উত্তেজনা দমন করে বললেন–বলে যাও, বলতে থাকো।

-পাঁচ হাজার ডলার।

–এক হাজার।

দুই।

কথা বলো, দিচ্ছি।

–আমার এক গার্লফেন্ড মনরো আর্মসের টেলিফোন অপারেটর।

–তার নাম কী?

–জোয়ান ম্যাগরা।

–তাতে কী হয়েছে?

–ইমপিরিয়াল স্যুইট থেকে কেউ একজন ফোন করেছিল। তখন ওই মেয়েটি স্যুইটে ছিল।

লেসলি স্টুয়ার্টের কথা মনে পড়ে গেল–আমি সুনিশ্চিত প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারের সঙ্গে সংযুক্ত।

-তুমি কোথা থেকে এই খবরটা পেয়েছ?

ঘোড়ার মুখ থেকে।

–আমি এটার সত্যতা নির্ধারণ করব। যদি এটা সত্যি হয়, তা হলে তুমি টাকা পাবে। তুমি কি এই কথাটা আর কাউকে বলেছ?

–না, ঈশ্বরের দোহাই।

–ঠিক আছে, ফ্রাঙ্ক বললেন, আমরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রাখব।

–আর একটা কথা। কুপার বললেন।

ফ্রাঙ্ক বললেন–বলো।

–তুমি আমাকে এই ব্যাপারে বাইরে থাকতে বলেছ? মনে হয় জোয়ান হয়তো কাউকে বলেনি।

–এতে কোনো সমস্যা নেই।

অ্যালেক্স কুপার এখন একা। দু-হাজার ডলার কীভাবে খরচ করবেন? জোয়ানকে ভাগ দেওয়া যাবে না।

.

মনরো আর্মসের সুইচবোর্ড। কিউবিক্যালের পাশে, রিসেপশন ডেস্কের আড়ালে। ফ্রাঙ্ক হেঁটে গেলেন। জোয়ান ম্যাগরাকে ডিউটিতে দেখা গেল।

জোয়ান বলল–আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম।

কাউকে মাউথপি্সে কথা বলছেন।

তিনি ফ্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললেন–স্যার, আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব?

–আমি টেলিফোন কোম্পানি থেকে এসেছি। আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে।

জোয়ান ম্যাগরা তাকালেন কী ধরনের সমস্যা?

–কেউ বলেছে, আপনারা নাকি মিথ্যে মিথ্যে কলের জন্য চার্জ নিচ্ছেন? অক্টোবরের পনেরো তারিখ, জার্মানিতে একটা কল করা হয়েছিল, তার চার্জ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু জার্মানিতে কোনো কল হয়নি। এটা ভালো নয়।

আমি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছি। জোয়ান বললেন, গতমাসে জার্মানিতে কোনো কল না, আমার তো ঠিক মনে পড়ছে না।

–পনেরোই অক্টোবর তারিখে, রেকর্ড আছে?

অবশ্যই।

–আমি সেটা একবার দেখব।

–দেখুন।

জোয়ান একটা ফোল্ডার তুলে দিল। সুইচবোর্ডে শব্দ হচ্ছে। আবার কারও কল পেয়েছে।

ফ্রাঙ্ক পরপর দেখল। অক্টোবর, ১২, ১৩, ১৪, ১৬।

আশ্চর্য, ১৫ তারিখটাকে কে যেন সেখান থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে।

.

ফ্রাঙ্ক লবিতে অপেক্ষা করছেন। জ্যাকি হাউসটন হোয়াইট হাউস থেকে ফিরে আসবেন–এই প্রত্যাশায়।

–গভর্নর হাউসটন।

উনি পেছন দিকে তাকালেন ইয়েস।

–ফ্রাঙ্ক, আমি ওয়াশিংটন ট্রিবিউন থেকে আসছি। আপনার এই ঘটনার জন্য আমরা খুবই মর্মাহত গভর্নর।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনি কি এক মিনিট আমার সঙ্গে কথা বলবেন?

আমার মনের অবস্থা এখন ভালো নয়।

–হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, তিনি মেন লবির লাউঞ্জের দিকে ইঙ্গিত করলেন। ওখানে একটু যাবেন কি?

–ঠিক আছে যাচ্ছি।

তারা লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে পাশাপাশি বসলেন।

–আমি জানি, আপনার মেয়ে হোয়াইট হাউসে এসেছিল, যেদিন তার..

ফ্রাঙ্ক কথা শেষ করলেন না।

–হ্যাঁ, সে তার স্কুলের বন্ধুদের সাথে ওয়াশিংটন ভ্রমণে এসেছিল, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য সে খুব উত্তেজিত ছিল।

ফ্রাঙ্ক বললেন তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট রাসেলের দেখা হয়েছিল কি?

-হ্যাঁ, আমি এর ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রেসিডেন্ট আমার অনেক দিনের বন্ধু।

সত্যি দেখা হয়েছিল, গভর্নর হাউসটন?

–না, প্রেসিডেন্ট সময় দিতে পারেননি।

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর বুজে গেছে। একটা ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত।

-কী ব্যাপার, ম্যাডাম?

–পল ইয়ারবাই তাকে খুন করতে পারে না। তারা একে অপরকে পাগলের মতো ভালোবাসত।

কিন্তু পুলিশের তাই অনুমান। পুলিশ কী বলছে আমি তা বিশ্বাস করি না। তারা একটা অসহায় ছেলেকে গ্রেপ্তার করল। সে ছেলেটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল। ব্যাপারটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

ফ্রাঙ্ক ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকালেন- যদি পল ইয়ারবাই আপনার মেয়েকে হত্যা না করে থাকে। তাহলে কি আপনি বলতে পারেন সম্ভাব্য হত্যাকারী কে? ওয়াশিংটনে সে আর কার সঙ্গে দেখা করেছিল?

–না, আমি জানি না। এখানে কাউকে সে চিনত না। সে কোথায় বা যাবে?

ভদ্রমহিলার চোখে জল–আমি দুঃখিত, এবার কি আমি ছুটি পাব?

-হ্যাঁ, আপনি আমাকে যেটুকু সময় দিলেন, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ গভর্নর হাউসটন।

.

ফ্রাঙ্কের পরবর্তী পদক্ষেপ হল মর্গ। হেনেল চুহান অটোপসি রুম থেকে বেরিয়ে আসছেন।

–কে?

–হাই ডক্টর।

–ফ্রাঙ্ক, তুমি এখানে কেন এসেছ?

–পল ইয়ারবাই সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে পারবে?

হেলেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন- ব্যাপারটা ভাবতেই খারাপ লাগছে, ছেলেটি এত বাচ্চা।

–ছেলেটি আত্মহত্যা করল কেন?

হেলেন চুহান কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললেন–কে জানে?

–তুমি কি ঠিক বলছ, সে আত্মহত্যা করেছে?

–যদি না করে থাকে তাহলে কী? বেল্টটা তার গলায় ফাঁস দেওয়া ছিল। এমন জোরে সে ফাঁস দিয়েছে যে গলায় রক্তের দাগ।

আর কোনো দাগ আছে তার শরীরে? হয়তো কোনো এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র?

অবাক চোখে তাকালেন হেলেন কেন?

ফ্রাঙ্ক মাথা নাড়লেন- ঠিক আছে, তোমার হাতে এখন অনেক কাজ, তাই তো?

.

আউটসাইড করিডরে একটা ফোনবুথ–ডেনভার ইনফরমেশন অপারেটরকে চাওয়া হল। ফ্রাঙ্ক পল ইয়ারবাইয়ের মা-বাবার নাম্বার পেয়ে গেছেন।

শ্রীমতী ইয়ারবাই কথা বললেন, গলার শব্দে বিষণ্ণতা ধরা পড়েছে।

–হ্যালো?

মিসেস ইয়ারবাই? আমি আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত, আমি ফ্রাঙ্ক, আমি ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের সাথে যুক্ত।

–আমি কিছু বলব না।

এক মুহূর্ত কেটে গেছে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মিঃ ইয়ারবাই ফোন ধরলেন–আমি দুঃখিত। আমার স্ত্রী কথা বলার মতো অবস্থাতে নেই। সংবাদপত্রের লোকেরা বারবার বিরক্ত করছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি না।

–এক মিনিট মিঃ ইয়ারবাই, ওয়াশিংটনের কিছু কিছু মানুষ বিশ্বাস করছে যে আপনার ছেলে চোলি হাউসটনকে মেরে ফেলেছে।

-না, এ ব্যাপারে তার কোনো দোষ নেই। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর আরও তীক্ষ্ণ, কখনওই সে এই কাজ করতে পারে না।

–ওয়াশিংটনে তার কোনো বন্ধু আছে, মিঃ ইয়ারবাই?

না, ওয়াশিংটনে সে কাউকে চেনে না।

–ঠিক আছে, পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

–মিঃ রিপোর্টার, আপনি একটা কাজ করতে পারবেন? আমরা পলের মৃতদেহটা ফেরত পেতে চাইছি। আমি জানি না, কীভাবে এটা পাওয়া যায়, আপনি কি জানেন, কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?

–হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি সমাধান করব।

–অসংখ্য ধন্যবাদ।

.

হোমিসাইড ব্রাঞ্চ অফিস, যে সার্জেন ডিউটিতে ছিলেন, তিনি পল ইয়ারবাইয়ের ফাইল ঘেঁটে দেখছিলেন।

তিনি বললেন–কিছুই নেই এই কভারের মধ্যে। একটা কিশোরের জামাকাপড়, আর একটা ক্যামেরা।

ফ্রাঙ্ক সেখানে এগিয়ে গেলেন। একটা কালো চামড়ার বেল্ট পাওয়া গেল।

বেল্ট পরিষ্কার আছে, কোথাও কাটার চিহ্ন নেই।

.

ফ্রাঙ্ক প্রেসিডেন্ট রাসেলের অ্যাপয়ন্টমেন্ট সেক্রেটারির কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি লাঞ্চে যাচ্ছিলেন।

–ফ্রাঙ্ক, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?

ডেবরো, আমার একটা সমস্যা হয়েছে।

–বলল, কী সমস্যা?

ফ্রাঙ্ক তাকালেন- অক্টোবরের পনেরো তারিখে প্রেসিডেন্টের একটা গোপন মিটিং ছিল। চিন থেকে কোনো প্রতিনিধি এসেছিলেন। তিব্বতের ব্যাপারে আলোচনা করতে।

–আমি এমন কোনো মিটিং-এর কথা শুনিনি।

–তুমি কি একবার চেক করে বলবে?

–কোন্ তারিখ বলছ?

পনেরোই অক্টোবর।

ডেবরো অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা নিয়ে এলেন ড্রয়ার থেকে। দেখলেন, অক্টোবর পনেরো, ছটার সময় মিটিং অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল।

দশটার সময় ওভাল অফিসে।

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন–দশটার সময় প্রেসিডেন্ট জেনারেল হোয়াইটম্যানের সঙ্গে মিটিং-এ ব্যস্ত ছিলেন।

ফ্রাঙ্ক রেগে গেছেন–একথা তো আমি শুনিনি, আমি কি একবার এই খাতাটা দেখব?

–সরি, এটা অত্যন্ত গোপনীয় ফ্রাঙ্ক।

–ঠিক আছে। পরে দেখা হবে কেমন? ধন্যবাদ, ডেবরা।

.

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। ফ্রাঙ্ক জেনারেল স্টিভ হোয়াইটম্যানের সঙ্গে কথা বলছেন।

–জেনারেল, ট্রিবিউন আপনার সম্বন্ধে একটা কভারেজ ছাপাতে চাইছে। আপনি অক্টোবরের পনেরো তারিখে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটা গোপন বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে নিশ্চয়ই কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

জেনারেল মাথা নাড়লেন–আমি তো এই ব্যাপারটার কিছুই বুঝতে পারছি না। সাংবাদিক, এই খবরটা কোথায় পেলেন? শেষ পর্যন্ত মিটিংটা বাতিল করে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্টের আর একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট ছিল।

–আপনি কি ঠিক বলছেন?

–হ্যাঁ, আমার কোনো ভুল হবে না।

–আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জেনারেল।

.

ফ্রাঙ্ক হোয়ইট হাউসে ফিরে এলেন। তিনি ডেবরো ক্যানারের অফিসে আবার গেলেন।

ফ্রাঙ্ক, আবার কী আবদার?

–একটা ব্যাপার, অক্টোবর পনেরো তারিখে প্রেসিডেন্ট রাত দশটার সময় চিনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। আমি গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়েছি।

ভদ্রমহিলা এবার বিরক্ত হয়ে ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালেন।

উনি বললেন আমি কতবার বলব, এমন কোন মিটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়নি।

ফ্রাঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন কী করব বুঝতে পরেছি না। আমার বস এই ব্যাপারে একটা প্রতিবেদন চাইছেন। খবরটা বিরাট। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

–আচ্ছা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো। এই খবরটা কোথাও দিও না, প্রেসিডেন্ট রেগে যাবেন।

এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়।

ডেবরো ইতস্তত করে বলতে থাকেন–ওই সময় প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুইটম্যানের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। তুমি এটা কী করে ভুলে যাচ্ছো?

না, আমি ভুলব না। ডেবররা আবার অ্যাপয়মেন্ট বুকটা বার করলেন। তারিখটা দেখলেন। এখানে প্রেসিডেন্টের সব অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেখা থাকে। দেখো, অক্টোবর পনেরো।

ডেবররা দশটার সময় কী ঘটেছিল, দেখলেন।

–দেখো, পরিষ্কার লেখা আছে।

–তুমি ঠিকই বলেছ। ফ্রাঙ্ক বললেন।

ফ্রাঙ্ক পাতাগুলো দেখলেন। রাত তিনটের সময় একটা এনট্রি দেখা যাচ্ছে।

চোলি হাউসটন?

ওভাল অফিস

১৯.

ওভাল অফিস, কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। বাতাসে আলোচনার শব্দ ভাসছে। ডিফেন্স সেক্রেটারি বললেন আর এক মুহূর্ত দেরি করলে ব্যাপারটা আমাদের হাতের বাইরে চলে যাবে। এখনই অনেকটা দেরি হয় গেছে।

জেনারেল স্টেফান বললেন–আমরা কীভাবে কাজ করব? সি. আই. এর সঙ্গে কথা বলতে হবে। এই ব্যাপারে আপনারা কতটা সুনিশ্চিত।

–ঠিক বলতে পারব না। লিবিয়া কিন্তু ইরান আর চিনের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র কিনছে।

অলিভার তার সেক্রেটারি অফ স্টেটের দিকে তাকিয়ে বললেন–লিবিয়া তো এই অভিযোগকে অস্বীকার করেছে।

–হ্যাঁ, চিন এবং ইরানও স্বীকার করতে চাইছে না।

অলিভার জানতে চাইলেন–আরবের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর খবর কী?

সি. আই. এর প্রধান বললেন–আমি যথেষ্ট খবর পেয়েছি মিঃ প্রেসিডেন্ট। ইজরায়েলের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ হবে। সব আরব দেশগুলো জোটবদ্ধ হয়েছে। তারা ইজরায়েলকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে চাইছে।

তারা সকলে অলিভারের দিকে তাকালেন।

অলিভার জানতে চাইলেন–লিবিয়াতে আমাদের গোয়েন্দা আছে কি?

–হ্যাঁ, স্যার।

প্রত্যেককে সজাগ করতে হবে। প্রতি মুহূর্তের খবর আমার কাছে পাঠাবেন। যদি আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহলে আমরা রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

মিটিং সমাপ্ত ঘোষণা করা হল।

অলিভারের সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর ইন্টারকমে শোনা গেল–মিঃ ট্যাগার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট।

–তাকে এক্ষুনি আসতে বলুন।

.

মিটিং কেমন হল? পিটার ট্যাগার জানতে চাইলেন।

–যেমন হয়ে থাকে, অলিভার তেতো সুরে বললেন, যুদ্ধ শুরু করতে হবে, আজ অথবা আগামীকাল।

ট্যাগার সহানুভূতির সঙ্গে বললেন–বাইরের দেশের লড়াই।

-ঠিকই বলেছেন।

আমাদের জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

বসুন।

পিটার ট্যাগার বসলেন ইউনাইটেড আরব সম্পর্কে তোমার কী অভিমত?

–আমি কিছুই জানি না, অলিভার বললেন, কুড়ি বছর আগে পাঁচ-ছটা আরব রাষ্ট্র একসঙ্গে একটা কোয়ালিশন তৈরি করেছিল।

-সাতটা আরব রাষ্ট্র, তারা ১৯৭১ সালে সংঘবদ্ধ হয়। তখন তারা খুব একটা শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু এখন এই আমীরশাহী খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা খুব উঁচু জীবনযাত্রার মান পালন করে।

অলিভার বললেন একটা ব্যাপারে নজর রাখতে হবে।

–ঠিকই বলেছ, আরবশাহীর লোকেরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

–আমি আমার প্রতিরক্ষা সচিবের সঙ্গে কথা বলেছি।

না, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

–আপনি কি ঠিক বলছেন? আমি বুঝতে পারছি না।

–অলিভার, তাদের কাউন্সিল তোমার সঙ্গে কথা বলতে উদগ্রীব। এই কাউন্সিলের প্রভাব সর্বত্র আছে। একে মজলিস বলে। তুমি এখনই কথা বলার চেষ্টা করো।

–আমি কী আর ভালো থাকব? শরীরটা কেমন লাগছে।

–আমি সব ব্যবস্থা করছি।

অনেকক্ষণের নীরবতা–কোথায় কথা বলতে হবে?

–ওদের একটা প্রমোদ তরণী আছে, অ্যানা পোলিসে, তুমি সেখানে শান্তভাবে চলে যাবে এবং গোপনে।

অলিভার বসে থাকলেন, সিলিং-এর দিকে তাকালেন। ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন–আজ বিকেলে আমার সব অ্যাপয়ন্টমেন্ট বাতিল করে দাও।

.

২১২ ফুট লম্বা একটা প্রমোদ তরণী। ডকের কাছে নোঙর করা। তারা অপেক্ষা করছিলেন। সদস্যরা সবাই আরব দেশের বাসিন্দা।

স্বাগতম মিঃ প্রেসিডেন্ট, আলি আল খুলানি, সংযুক্ত আরব আমীর শাহীর অন্যতম সেক্রেটারি, বললেন, ভেতরে আসুন।

নৌকোটি এখন এগিয়ে চলেছে।

আমরা কি জলের তলায় যাব?

অলিভার চিন্তা করলেন, কী করব? সেখানে গেলে আমাকে কি অপহরণ করা হবে? নাকি হত্যা করা হবে? ইজরায়েলের ওপর কখন আক্রমণ হানা হবে?

অলিভার আলি আল খুলানিকে অনুসরণ করলেন, নীচের দিকে এগিয়ে গেলেন, অসাধারণ সেলুন। মধ্য প্রাচ্যের শৈলীতে সাজানো। চারজন দীর্ঘদেহী আরবি দাঁড়িয়ে ছিল রক্ষী হিসেবে। কৌচের ওপর একজন বসেছিলেন। অলিভার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আলি আল খুলানি বললেন–মিঃ প্রেসিডেন্ট, ইনি হলেন মহামান্য রাজা হামেদ, আজমানের।

দুজনে করমর্দন করলেন।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি এসেছেন বলে ধন্যবাদ। আপনি কি চা খাবেন?

–না, এখন দরকার নেই।

-আমার মনে হয় এই বৈঠকটা ভালোই হবে, মিঃ প্রেসিডেন্ট। কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের মধ্যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। দার্শনিক সমস্যা, ভাষাগত সমস্যা, ধার্মিক সমস্যা ইত্যাদি। পৃথিবীর নানা স্থানে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। ইহুদিরা প্যালেস্তানীয়দের জায়গা দখল করেছে। কিন্তু কানসাস অথবা ওমাহাতে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। এখানে জীবন একই ছন্দে এগিয়ে চলেছে। জেরুজালেমের সিনাগগে বোমা পড়ে। রোমের ইতালিয়রা এই ব্যাপারে নজর দেন না।

অলিভার বুঝতে পারছেন, যুদ্ধের সঙ্কেত হয়তো বেজে উঠবে।

সারা পৃথিবীতে যে অঞ্চলটি সবথেকে বেশি রক্ত স্নান দেখেছে, সেটি হল মধ্যপ্রাচ্য।

রাজা বলছেন–এখন এই উন্মত্ততা আমাদের বন্ধ করতেই হবে।

অলিভার ভাবলেন, এবার উনি আসল কথাটা বলবেন।

–বিভিন্ন আরব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আপনার কাছে একটা প্রস্তাব এনেছেন।

কী ধরনের প্রস্তাব?

–শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব। আমরা ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছি। আপনি এই ব্যাপারে নজর দিন। দোহাই, ইরানকে আর অস্ত্র দেবেন না। আমরা এই

লড়াই শেষ করতে চাইছি। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে অস্ত্র সরবরাহ করে, তাহলে ওখানে কোনো দিন শান্তি স্থাপিত হবে না। আরবের সমস্ত দেশ এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এমনকি ইরান, লিবিয়া এবং সিরিয়াও রাজি হয়েছে। আমরা সকলে মিলে আলোচনা করব। যাতে ইজরায়েলের সাথে চিরস্থায়ী শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে। সে ব্যাপারে ইতিবাচক আলোচনা হবে।

অলিভার অবাক হয়ে গেছেন, কোনোরকমে তিনি বললেন–এ কাজ আপনারা কেন করছেন?

–ভাববেন না, আমরা ইজরায়েলবাসীদের ভালোবাসি, অথবা আমেরিকানদের স্বার্থে এটা করছি। এটা আমরা করছি, আমাদের নিজেদের স্বার্থে। অনেক সন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে। আমরা চাইছি এর একটা শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটাতে।

অলিভার বললেন কিছু চা হলে ভালো হত।

.

অলিভার পিটার ট্যাগারকে বলছিলেন–আমি সেখানে গেলে ভালো হত। কিন্তু এখন যাওয়াতো সম্ভব নয়। তারা তাদের সোনার খনির তেল পৃথিবীর সর্বত্র দিতে চাইছে। এইজন্য শান্তির উৎসাহ।

ট্যাগার উৎসাহের সঙ্গে বললেন–ব্যাপারটা কিন্তু ভালো। সত্যি সত্যি শান্তিচুক্তি সই হলে সকলে তোমাকে বীর মহানায়কের আসনে বসাবে।

হ্যাঁ, নিজের স্বার্থে আমাকে এটা করতেই হবে। প্রথমে কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন করব। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তাকে সবরকম সাহায্য করতে হবে।

ট্যাগারের দিকে তাকিয়ে অলিভার বললেন সেখানে আমার মনে হয়েছিল, আমাকে বোধহয় কিডন্যাপ করা হবে।

ট্যাগার বললেন–না-না, তোমার কোনো চিন্তা নেই। একটা হেলিকপ্টার সবসময় তোমার ওপর নজর রেখেছিল। আমাদের নৌকাও তৈরি ছিল।

.

-সেনেটর ডেভিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন মিঃ প্রেসিডেন্ট, তার কোনো অ্যাপয়ন্টমেন্ট ছিল না। কিন্তু উনি বলছেন, ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

–আমার পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্টটা একটু বাদে দাও। আর সেনেটরকে পাঠিয়ে দাও।

দরজা খুলে গেল। টড ঢুকলেন।

টড, আপনাকে দেখে খুবই ভালো লাগছে। সবকিছু ঠিক মতো চলছে তো?

সেনেটর ডেভিস চেয়ারে বসে বললেন–সবকিছু ঠিক আছে অলিভার। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম।

অলিভারের মুখে হাসি আজ সারাদিন দারুণ কাজের চাপ কিন্তু। আপনি যখন এসেছেন

–আমি মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময় নেব। পিটার ট্যাগারের সঙ্গে কথা হল। আরবদের সঙ্গে তোমার কী আলোচনা হয়েছে?

–ব্যাপারাটা ভারী সুন্দর। আমরা বোধহয় মধ্যপ্রাচ্যের চিরস্থায়ী শান্তির চাবিকাঠি খুঁজে পাব। অনেক বছর পরে, এই জন্য হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাকে মনে রাখবে।

সেনেটর ডেভিস শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন- এটা কি তুমি ঠিকভাবে চিন্তা করেছ, অলিভার?

–কেন? আপনি কী বলতে চাইছেন?

শান্তি কথাটা ছোটো, কিন্তু এর অন্তরালে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। এর মানে শুধু অর্থনৈতিক সুবিধা নয়। যুদ্ধের সময় কী হয় বলো তো? কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি হয়। এই অস্ত্র বিক্রির ওপরেই আমাদের দেশের অর্থনীতিটা নির্ভর করে। শান্তির সময় আমরা কি সেই বাজারটা রাখতে পারব?ইরান আর তার তেল সস্তায় বিক্রি করবেনা। তেলের দাম বেড়ে যাবে। তাতে আমাদের কী উপকার হবে?

অলিভার অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকেন টড, আপনি কী বলছেন? জীবনে এমন সুযোগ বার বার আসে না।

–আবেগপ্রবণ হয়ে কী লাভ? অলিভার, ভেবে দেখো তেতা, ইজরায়েল এবং আরবের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকলেই তো আমরা উপকৃতহব। মনে করলে আমরা এই শান্তি আগে স্থাপন করতে পারতাম না? ইজরায়েল তো একটা ছোট্ট দেশ। যে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ইজরায়েল শান্তি স্থাপন করত। কিন্তু কেন তারা ব্যাপারটাকে জিইয়ে রেখেছিলেন? আমাকে ভুল বুঝো না। ইহুদিরা খুব ভালো মানুষ। আমি বেশ কয়েকজন ইহুদি সেনেটরের সঙ্গে কাজ করেছি।

-আপনার কথা আমার মাথায় ঢুকছে না।

অলিভার, শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হলে দেশের স্বার্থ হানি হবে। আমি এটা কখনও করতে দেব না।

–আমি এটা করবই।

–অলিভার রাগ করো না। তুমি ভুলে যেও না, কে তোমাকে এই চেয়ারে বসিয়েছে।

অলিভার শান্তভাবে বললেন–টড, আপনি হয়তো আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন, কিন্তু এই অফিসটাকে তো আপনি শ্রদ্ধা করবেন। যে-ই আমাকে বসিয়ে থাকুন না কেন, আমি তো এদেশের প্রেসিডেন্ট।

সেনেটর ডেভিস উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট? তুমি কে, আমি কী তা জানি না? নষ্ট চরিত্রের এক উচ্ছন্নে যাওয়া মানুষ। তুমি হলে আমার ডামি, অলিভার। আমার ইচ্ছে

মতো তুমি এখানে থাকবে, ইচ্ছে না হলে তোমাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। দেখি, তুমি কী করে। জিততে পারো?

অলিভার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন–টড, সত্যি করে বলুন তো, ওখানে আপনি আর আপনার বন্ধুরা কতগুলো তেলের খনি কিনেছেন?

–এটা তোমার দেখার বিষয় নয়। যদি তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি জেদ করতে যাও, তোমাকে আমি একেবারে শেষ করে দেব। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ? চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম, তার মধ্যে তোমাকে মত পাল্টাতেই হবে।

.

সেদিন সান্ধ্য ভোজের আসর, জ্যান বলল, বাবা আমাকে বলেছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে। অলিভার, বাবাকে দেখে মনে হল, খুবই মুষড়ে পড়েছে।

অলিভার টেবিলের ওপর তাকালেন। বউয়ের দিকে। কিছু বলার চেষ্টা করলেন।

বাবা আমাকে সমস্ত ঘটনা বলেছে।

–সত্যি! সত্যি?

–হ্যাঁ, তুমি যা করছ, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।

অলিভার কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি বললেন, কিন্তু তোমার বাবা এটার বিরোধিতা করছেন।

আমি জানি, বাবার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। সাহায্য করব কি তোমায়? শান্তি স্থাপনে?

অলিভার অবাক হয়ে জ্যানের কথাগুলো শুনছেন। অলিভার ভেবেছিলেন, জ্যান এই দেশে ফার্স্টলেডি হয়ে বোধহয় একেবারে পাল্টে গেছে। সে এখন দাঁতব্য কাজের সঙ্গেই যুক্ত থাকে। কিন্তু এখন তার চরিত্রের অন্য একটা দিক অলিভারের সামনে উন্মোচিত হল।

আজ রাতে কি একটা বিরাট মিটিং আছে?

না, অলিভার বললেন, আমি মিটিংটা ক্যানসেল করব। আমি আজ বাড়িতেই থাকব।

সেই সন্ধ্যায় অলিভার জ্যানকে খুবই ভালো বেসেছিলেন। অনেক সপ্তাহ বাদে একবার। ব্যাপারটা সুন্দর। সকালবেলা তিনি ভাবলেন, পিটারকে বলব, ওই অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে দিতে।

.

ডেস্কের ওপর একটা নোট পড়েছিল–তারিখ ১৫ অক্টোবর, মনরো আর্মস হোটেল, গ্যারেজে আমি লুকিয়েছিলাম। তোমাকে সেখানে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। পরের দিন আমি ওই কিশোরী কন্যা হত্যার ঘটনাটা শুনলাম। আমি জানি, তুমি গিয়েছিলে,

এলিভেটরে বোতাম টিপে তোমার হাতের ছাপ পৌঁছে দিতে। আমি জানি, সমস্ত খবরের কাগজ আমার গল্প শোনার জন্য উদগ্রীব। এরজন্য তারা আমাকে অনেক অর্থ দেবে। কিন্তু আমি বলছি, আমি তোমার প্রচণ্ড গুণমুগ্ধ। আমি এমন কিছু করবনা, যাতে তোমার কিংবা তোমার পেশার কোনো ক্ষতি হতে পারে। আমি হয়তো কিছু আর্থিক সাহায্য চাইব, তুমি কি তা আমাকে দেবে?

এটা তোমার আর আমার মধ্যেই থাকবে। বিশ্বাস করো, তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারবে না। কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে কথা বলব। এর মধ্যে তুমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করো।

ইতি তোমার একজন কাছের মানুষ।

লমবার্ডো শান্তভাবে বললেন–হায় যিশু, অবিশ্বাস্য, এটা কী করে এল?

পিটার ট্যাগার বলেছিলেন- পোস্টে এসেছে, প্রেসিডেন্টের কাছে, লেখা আছে ব্যক্তিগত।

লমবার্ডো বললেন–কেউ হয়তো আমাদের...

–সিন, আমরা সামান্যতম সুযোগ নিতে পারি না। এই ব্যাপারটা প্রেসিডেন্টকে ধ্বংস করে দেবে। তাই এখন থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কী করে ব্যবস্থা করব?

–দেখতে হবে চিঠিখানা কে পাঠিয়েছে।

.

পিটার ট্যাগার ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেসটিগেশনের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে গেছেন। পেনসিলভেনিয়া এভিনিউতে অবস্থিত। স্পেশ্যাল এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন।

-পিটার, আপনি বললেন, এটা খুবই জরুরি। তাই তো?

–হুঁ, পিটার একটা ব্রিফকেস খুললেন। একটা কাগজ নিলেন।

সেই কাগজটা এজেন্ট পড়তে থাকলেন চিৎকার করে।

আমি বলতে চাইছি, আমি আপনার একজন ফ্যান, কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

বাকি সব কিছু কেটে দেওয়া হয়েছে।

জ্যাকব তাকিয়ে বললেন–এটা কী?

–এটার মধ্যে দারুণ সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট জানতে চেয়েছেন, কে এই চিঠিখানি পাঠিয়েছে। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করতে হবে।

ক্লে জ্যাকব কাগজটা আবার দেখলেন। চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ- এটা কখনওই করা উচিত হয় না।

-কেন?

এর মধ্যে একটা গণ্ডগোল আছে।

–আপনি কি বের করতে পারবেন না কে এই চিঠিটা পাঠিয়েছে?

–হ্যাঁ, তা হয়তো পারব।

পিটার ট্যাগার মাথা নাড়লেন- তার হাতের ছাপ তো থাকবে।

জ্যাকব বললেন–একটু অপেক্ষা করুন।

ট্যাগার জানলা দিয়ে তাকালেন, চিঠির কথা চিন্তা করছেন। ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাও।

সাত মিনিট বাদে ক্লে জ্যাকব ফিরে এলেন।

উনি বললেন–আপনার ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে।

পিটার ট্যাগারের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়েছে আপনি কোনো সূত্র পেয়েছেন?

–হ্যাঁ, জ্যাকব ট্যাগারের হাতে একটা কাগজ তুলে দিলেন। যে মানুষটি এই চিঠি পাঠিয়েছে, একবছর আগে তার একটা ট্রাফিক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। তার নাম কার্ল গরম্যান। সে মনরো আর্মসের ক্লার্ক।

–আর কিছু?

পিটার ট্যাগার বললেন–না, ঠিক আছে।

.

ফ্রাঙ্ক লরেনগান লাইনে আছেন। মিস স্টুয়ার্ট? ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

–আমি দেখছি। লেসলি ফোনটা ধরে বলল, ফ্রাঙ্ক?

–আপনি কি একা?

–ঠিক আছে।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। আমি আসছি।

দশ মিনিট বাদে কথা শুরু হল।

.

লেসলি স্টুয়ার্ট ম্যাক বেকারের অফিসে ঢুকে পড়েছে।

কথা আছে ম্যাক, অলিভার রাসেল চোলি হাউসটনকে হত্যা করেছেন, আমি আগেই এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম।

-হ্যাঁ, কিন্তু এর অন্তরালে সত্যি কোথায়?

–ফ্রাঙ্ক এক্ষুনি আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি গভর্নর হাউসটনের সঙ্গে কথা বলেছেন। গভর্নরের স্থির বিশ্বাস পল ইয়ারবাই তার মেয়েকে হত্যা করেনি। ফ্রাঙ্ক পল ইয়ারবাইয়ের মা বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন। তারাও এটা বিশ্বাস করছে না।

এছাড়া আর কোনো সূত্র?

এখনই এত অধৈর্য হবেন না, এটা তো গল্পের শুরু। ফ্রাঙ্ক মর্গে গিয়েছিলেন। করোনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। করোনার বলেছে, পল নাকি বেল্টের ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বেল্টটা এত শক্তভাবে বসে গিয়েছিল, যে তার গলা কেটে যায়।

তো?

–ফ্রাঙ্ক ইয়ারবাইয়ের জিনিসপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। বেল্ট সেখানে পড়ে আছে। এতটুকু দাগ লাগেনি।

ম্যাক বেকারের চোখ এবার বড়ো বড়ো- তা হলে? তাকে জেলখানার মধ্যেই হত্যা করা হয়? এই তো?

–আমারও তাই অনুমান। যা সত্যি তা প্রকাশ করতে হবে। অলিভার রাসেল আমাকে একবার ওই মারাত্মক ওষুধ দিয়েছিল। যখন ও গভর্নর পদের জন্য লড়াই করছিল, তখন ওর সেক্রেটারিকে মেরে ফেলা হয়। যখন ও গভর্নর পদে বসেছিল, তখন ওর সেক্রেটারিকে একটা পার্কে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। তার কোমা হয়েছিল। ফ্রাঙ্ক জানতে পেরেছেন, অলিভার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলেছিল, মেয়েটিকে মেরে ফেলতে।

লেসলি আরও বলল–ইমপিরিয়াল সুইট থেকে একটা টেলিফোন এসেছিল, হোয়াইট হাউসে। যে রাতে চোলি হাউসটনের মৃত্যু হয়। ফ্রাঙ্ক হোটেল টেলিফোন রেকর্ড পরীক্ষা করেছেন। ১৫ অক্টোবরের তথ্য লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, সেক্রেটারি বললেন। সেদিন নাকি প্রেসিডেন্টের সাথে জেনারেল হুইটম্যানের জরুরি বৈঠক ছিল। আসলে কোনো বৈঠক হয়নি। ফ্রাঙ্ক গভর্নর হাউসটনের সঙ্গে কথা বলেছেন। ভদ্রমহিলা বলেছেন চোলি হোয়াইট হাউসে গিয়েছিল। তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। চোলির ইচ্ছে ছিল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবে।

দীর্ঘশ্বাস। নীরবতা–ফ্রাঙ্ক এখন কোথায়?

উনি কার্ল গরম্যানের সঙ্গে কথা বলছেন। গরম্যান হলেন সেই হোটেলে ক্লার্ক, যিনি ইমপিরিয়াল স্যুইট বুক করেছিলেন।

.

জেরেমি রবিনসন বললেন, আমি দুঃখিত, আমরা আমাদের কর্মচারীদের ব্যাপারে বক্তিগত খবর দিতে পারব না।

ফ্রাঙ্ক বললেন–আমি শুধু ওনার বাড়ির ঠিকানাটা চাইছি।

কাজ হবে না, গরম্যান এখন ছুটিতে।

–খুব খারাপ, আমার কয়েকটা বিষয় জানার ছিল।

–কী বিষয়ে?

–গভর্নর হাউসটনের কন্যার মৃত্যুর ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন। এই হোটেলেই মেয়েটি মারা যায়। গরম্যানের কাছে হয়তো কিছু লুকোনো খবর আছে।

ফ্রাঙ্ক কাগজ কলম বের করে বললেন–কতদিন ধরে এই হোটেলটি এখানে আছে? আমরা সমস্ত জানতে চাইছি।

জেরেমি রবিনসন রেগে গেছেন–একটু অপেক্ষা করুন, ব্যাপারটা কি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ? মেয়েটি তো অন্য কোথাও মরতে পারত।

ফ্রাঙ্কের কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি–তা তো হয়নি, মৃত্যুটা এখানেই ঘটেছে। আপনার হোটেলটা ওয়াটার গেটের মতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

মিস্টার...

–লনেরগান। —

মিঃ লনেরগান, আপনি কি... এই ধরনের প্রচার আমাদের হোটেলের বদনাম করবে। আর কোনো উপায় নেই।

লনেরগান ভাবলেন–হ্যাঁ, যদি আমি মিঃ গরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম, তাহলে ব্যাপারটা অন্যভাবে বিচার করা যেত।

.

ফ্রাঙ্ক এখন একটু চিন্তিত। ঘটনাটা নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, এটা নিশ্চয়ই হত্যার পরিকল্পনা, হোটেল ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার আগে একবার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে যাওয়া দরকার। বউ রিটা আছে, নিশ্চয়ই খাবার তৈরি করছে। লাল চুলের সেই মেয়েটি। উজ্জ্বল দুটি সবুজ চোখ। গায়ের রং ধবধবে ফরসা। স্বামীকে আসতে দেখে সে অবাক হয়ে গেছে।

–ফ্রাঙ্ক, এ সময় এলে যে?

–তোমাকে হ্যালো বলতে এলাম।

–কী হয়েছে বলো তো?

–না, কতদিন তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওনি।

–হ্যাঁ, গত সপ্তাহে দেখা হয়েছে। কেন?

–আজকে আবার যাবে কি সোনামনি?

–কিছু খারাপ খবর?

–খারাপ? না-না, আমরা হয়তো পুলিজার পুরস্কার পেতে চলেছি।

–কী বলছ তুমি?

–আমি এমন একটা খবর দেব, যা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দেবে। এটা হল আমার জীবনের–সবথেকে উত্তেজক প্রতিবেদন।

-আমাকে মায়ের কাছে পাঠাচ্ছো কেন?

–আমি কোনো বিপদের সম্ভাবনা রাখতে চাইছি না। অনেকে চাইছে, খবরটা যাতে না বেরোয়। তাই বলছি, তুমি কদিন বাইরে থাকো। কয়েকটা দিন, প্লিজ।

-কিন্তু তোমার যদি কোনো ক্ষতি হয়?

–আমার কোনো ক্ষতি হবে না।

–তুমি এতটা নিশ্চিত হলে কী করে?

–হ্যাঁ, নিজের ওপর আমার অনন্ত বিশ্বাস। রাতে তোমায় ফোন করব কেমন?

–ঠিক আছে, রিটা শান্তভাবে বললেন।

লনেরগান ঘড়ির দিকে তাকালেন–আমি কি তোমাকে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে দেব?

.

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, লনেরগান একটা সাধারণ ইটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। হুইটটন অঞ্চলে। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কলিংবেলে হাত রাখলেন। কোনো উত্তর নেই। বারবার বেল বাজালেন। দরজাটা খুলে গেল।

মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রমহিলা, দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন সন্দেহের চোখে বলুন?

–আমি ইন্টারনাল রেভোনিউ সার্ভিস থেকে আসছি। পরিচয় পত্র বের করলেন ফ্রাঙ্ক। আমি কার্ল গরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

–আমার ভাই তো এখন এখানে নেই।

–উনি কোথায় আছেন?

–আমি জানি না।

ব্যাপারটা খুবই খারাপ। ঠিক আছে, আমি দেখব।

–কী ব্যাপার? কীসের কথা বলছেন?

–আপনার ভাই কিছু বলেনি?

কী বিষয়ে?

–ওনার ভীষণ বিপদ।

–কী ধরনের বিপদ?

–আমি ঠিক বলতে পারছি না, আমার তো মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের স্বভাবটা ভালোই।

–হ্যাঁ, কার্ল খুব ভালো ছেলে।

–আমারও তাই ধারণা। কিন্তু ওনাকে তো অবিলম্বে ডেকে পাঠানো হবে। বেশ কিছু প্রশ্ন করা হবে।

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে বিপদের আশঙ্কা–কী বিষয়ে প্রশ্ন?

-উনি আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন। ব্যাপারটা খুবই খারাপ। আমি কিছু কিছু সূত্র ধরিয়ে দিতাম। কিন্তু উনি যখন এখানে নেই, তখন তো তা করা যাবে না।

–একটু অপেক্ষা করুন। আমার ভাই যেখানে আছে সেখানকার ঠিকানা দেব কি? কাউকে বলবেন না কিন্তু।

-ঠিক আছে।

–এটা হল সানসাইন ফিসিং লজ, রিচমন্ড লেকের ধারে, ভার্জিনিয়াতে।

–ঠিক আছে, আমি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

ব্যাপারটা খুবই ভালো, আপনি সব সামাল দিতে পারবেন তো?

–হ্যাঁ, আপনি চিন্তা করবেন না।

.

ফ্রাঙ্ক দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন। রিচমণ্ড একটা ছোট্ট শহর। দেড়শো মাইল দূরে। কয়েক বছর আগে ফ্রাঙ্ক সেখানকার লেকের জলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন।

সেবার ভাগ্য তার সহায় ছিল। কিন্তু এবার?

টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, কার্ল গরম্যান কিছুই মনে করেননি। এখনই মাছেরা চার খায়। তিনি কয়েক বছর ধরেই মাছ ধরছেন। বুদবুদ দেখা দিচ্ছে, ঢেউয়ের ছোটো ছোটো নাচন। ভারী সুন্দর পরিবেশ। না, ধৈর্যের পরীক্ষা, ঠিক জায়গায় ঠিক মাছকে পাকড়াও করতে হবে। মনে পড়ল, মনরো আর্মসের সেই ঘটনার কথা। জ্যাকেটটা ফেলে

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

এসেছিলেন, গ্যারেজের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রাইভেট এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। কে বেরিয়ে এলেন? কার্ল অবাক হয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ চলতে ফিরতে পারেননি। সেই মানুষটি আবার ফিরে এলেন। পাগলের মতো হাতের ছাপ নিচ্ছেন। তারপর গাড়ি করে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালবেলা। কিশোরী কন্যার হত্যা রহস্য। দুয়ে দুয়ে চার, আহা, ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হচ্ছে। সত্যি, আমি তার একজন অনুগামী। সমস্যাটা শুরু হয়েছে। বিখ্যাত হওয়ার এই এক জ্বালা। আপনি কোথায় যাচ্ছেন, সকলে তার খবর রাখবে। না, কত টাকায় বাজিটা জেতা যেতে পারে? একবার টাকা বের করতেই হবে। তারপর? অনন্তকাল ধরে শুধু দোহনের পালা।

এবার? এবার মনে হচ্ছে, মাছ চার খেয়েছে। নাঃ, খেলিয়ে তুলতে হবে।

একটা স্পিডবোট এগিয়ে আসছে। কার্ল চিৎকার করলেন–আঃ, এত কাছে আসবেন না।

স্পিডবোটটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে।

–একী? একী? হায়-হায়।

স্পিডবোটটা আক্রমণ করল। গরম্যানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গরম্যান বাঁচার জন্য চেষ্টা করলেন। সম্ভব হচ্ছে না। স্পিডবোটটা তখনও ঘুরছে। কার্ল গরম্যানের মনে হল, মাথার খুলিটা বুঝি ভেঙে গেছে। চোখের সামনে তখন ঘন অমানিশার অন্ধকার।

.

যখন ফ্রাঙ্ক এলেন, পুলিশের গাড়ি এসে গেছে। ফায়ার ইঞ্জিন এবং অ্যাম্বুলেন্স। অ্যাম্বুলেন্সটা নীল আলো জ্বালিয়ে বেরিয়ে গেল।

ফ্রাঙ্ক গাড়ি থেকে নামলেন। জিজ্ঞাসা করলেন এত উত্তেজনার কারণ কী?

–লেকে একটা দুর্ঘটনা, আহা এক হতভাগা মরে গেল।

লনেরগান সবকিছু বুঝতে পারলেন।

.

মধ্যরাত, ফ্রাঙ্ক তাঁর কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছেন। অ্যাপার্টমেন্টে তখন তিনি একা। এমন একটা গল্প যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে শেষ করে দেবে। তাকে বহু আকাঙ্খিত পুলিৎজার পুরস্কার দেবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উডওয়ার্ড এবং বার্নস্টাইনের থেকেও তার খ্যাতি বেশি হবে। এটি হবে শতাব্দীর সেরা কাহিনী।

দরজায় কার আঘাত? উনি উঠলেন। দরজা খুলে দিলেন।

-কে?

লেসলি স্টুয়ার্টের কাছ থেকে একটা খবর।

নতুন কোনো খবর?

উনি দরজা খুললেন। ধাতব পরশ! অসম্ভব যন্ত্রণা। হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

তারপর? তারপর শুধুই সীমাহীন শূন্যতা।

.

২০.

ফ্রাঙ্কের লিভিং রুম দেখে মনে হল, সেখান দিয়ে বুঝি ঝড় বয়ে গেছে। ড্রয়ার ক্যাবিনেট সবকিছু তছনছ করা হয়েছে। জিনিসপত্র টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘরের ভেতর ফেলে রাখা হয়েছে।

নিক রিস ফ্রাঙ্কের মৃতদেহটা দেখলেন। সেটা সরিয়ে দেওয়া হল। তিনি ডিটেকটিভ স্টিভ ব্রাউনের দিকে তাকালেন।

–কী দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বুঝতে পারলেন?

–না।

পড়শিদের সঙ্গে কথা বলেছেন?

–এই অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটা বোধহয় একটা বিচিত্র চিড়িয়াখানা। বাঁদররা এখানে বসবাস করে। তারা কেউ কিছু দেখেনি। কিছু শোনেনি। কোনো ব্যাপারে কথা বলতে চায় না। শ্রীমতী যে কোনো মুহূর্তে এখানে এসে পড়বেন। তিনি রেডিওতে এই সংবাদটা শুনেছেন। গত ছমাসে এখানে অনেকগুলো ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

–আমি সুনিশ্চিত এটা ডাকাতির ঘটনা নয়।

–আপনি কী বলতে চাইছেন?

লনেরগানকে হেডকোয়ার্টারে দেখা গেছে। পল ইয়ারবাইয়ের জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। আমি জানতে চাইছি, লনেরগান কী বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন? দেখুন তো ড্রয়ারে কোনো কাগজ আছে কিনা?

-না, কোনো কাগজ নেই।

–কোনো নোট?

না।

হয় উনি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন। অথবা কেউ সবকিছু নিয়ে চলে গেছে।

নিক টেবিলের দিকে হেঁটে গেলেন। একটা কেবল ঝুলছে, কোনো কিছুর সঙ্গে তার সংযুক্তি নেই। তিনি বললেন–এটা কী?

ব্রাউন বললেন–ওটা কম্পিউটারের পাওয়ার কেব। হয়তো একসময় এটা চালু ছিল। ব্যাকআপটা কোথাও হয়তো আছে।

তার মানে কম্পিউটারটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কপিগুলো কী ফাইলে সেট করা নেই? দেখা যাক।

.

ব্যাকআপ ডিস্কটা পাওয়া গেল। অটোমোবাইলের ব্রিফকেসে পড়ে আছে। রিস সেটা ব্রাউনের হাতে তুলে দিলেন।

আমি এটাকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাব।হয়তো কোনো পাশ ওয়ার্ড পাওয়া যেতে পারে, ক্রিশ কলবির সঙ্গে কথা বলতে হবে। উনি এব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনের দরজা খুলে গেল। রিটা ঢুকলেন। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, খবরটা তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। তার শরীর বিধ্বস্ত। তিনি এগিয়ে এলেন সামনের দিকে।

আপনি কি শ্রীমতী লনেরগান?

–আপনারা কে?

–আমি ডিকেটটিভ নিক রিস, উনি হলেন ব্রাউন।

তার মানে?

–আপনার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা বুঝতে পারছি, সময়টা খুবই খারাপ। কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

শ্রীমতীর চোখে জল। মনে উত্তেজনা এবং ভয়। কীসের ভয়?

–আপনার স্বামী কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে কাজ করছিলেন, তাই তো?

স্বামীর কণ্ঠস্বর মনে পড়ল–আমি এমন একটা প্রতিবেদন পেশ করব রিটা, সেটা পৃথিবীর সকলকে স্তম্ভিত করে দেবে। জীবনে আমি এত উত্তেজক ঘটনার পিছনে কখনও ছুটে যাইনি।

শ্রীমতী লনেরগান?

না-না, এব্যাপারে আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। আমি কিছুই জানি না।

–আপনি কি জানেন, উনি কী বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন?

–ফ্রাঙ্ক কখনও এবিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেনি।

রিটা মিথ্যে বলছেন, গোয়েন্দারা বুঝতে পারলেন।

-কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে, এবিষয়ে আপনার কোনো অনুমান?

রিটা পরিষ্কারভাবে দেখলেন, চারদিকে তাকালেন। বললেন–মনে হচ্ছে ডাকাতদের কাজ।

ডিটেকটিভ নিক এবং ব্রাউন পরস্পরের দিকে তাকালেন।

আমাকে একটু একলা থাকতে দেবেন কী?

আমরা আপনাকে কোনো সাহায্য করব?

–না-না, শুধু একটু একলা থাকতে দিন।

–ঠিক আছে, আমরা ফিরে আসব, সময় এবং সুযোগ হলেই।

নিক রিস বললেন।

.

নিক পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলেন। ম্যাক বেকারকে ফোন করলেন। পরিচয় দিলেন। বললেন–আমি ফ্রাঙ্ক লনেরঞ্জন হত্যাকাণ্ডের সমাধান করতে চাইছি। আপনি কি বলবেন যে, উনি কী বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন?

-হ্যাঁ, ফ্রাঙ্ক চোলি হাউসটনের হত্যারহস্য নিয়ে কাজ করছিলেন।

–কোনো প্রতিবেদন কি পেশ করা হয়েছে?

–না, যে কোনো মুহূর্তে সেটা আসতো।

ধন্যবাদ মিঃ বেকার।

-কোনো খবর থাকলে আমাকে জানাবেন কিন্তু।

-হ্যাঁ, আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব। নিক বললেন।

.

পরের দিন সকালবেলা। ডানা ইভান্স টম হকিন্সের অফিসে গেছে–আমি ফ্রাঙ্কের মৃত্যু। সম্পর্কে একটা রির্পোট লিখতে চাইছি। আমি তার বিধবা পত্নীর সাথে কথা বলতে চাইছি।

–ঠিক আছে, আমি তোমাকে ক্যামেরা ক্রু ব্যবস্থা করছি।

.

সন্ধ্যেবেলা। ডানা ইভান্স এবং তার ক্যামেরা ক্রু ফ্রাঙ্ক লনেরগানের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ পৌঁছে গেছে। ডানা বেলে হাত রাখল। এই ধরনের ইন্টারভিউ নিতে ডানা খুবই ভয় পায়। টেলিভিশনে এই খবরগুলো দেখানো উচিত নয়। কিন্তু দুঃখটাকে ভাগ করতে হবে।

দরজা খুলে গেল। রিটা দাঁড়িয়ে আছেন।

-আপনি কে?

–আপনাকে রিবক্ত করার জন্য আমার খারাপ লাগছে। আমি ডানা ইভান্স, ডবলিউ টি ই-র পক্ষ থেকে আসছি। আপনি কি এই ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া জানাবেন?

রিটা ভয়ে বিমর্ষ হয়ে গেছেন। চিৎকার করে উঠলেন- তোমরা, তোমরাই আমার স্বামীকে হত্যা করেছ।

তিনি অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে ছুটে গেলেন।

ডানা ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকাল। বলল–এখানে অপেক্ষা করুন।

ডানা ভেতরে ঢুকে গেল। রিটাকে বেডরুমে দেখতে পেল।

মিসেস লনেরগান?

বেরিয়ে যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান, আপনি আমার স্বামীকে হত্যা করেছেন।

ডানা অবাক আপনি কী বলতে চাইছেন?

আপনারা আমার স্বামীকে এমন একটা কাজ দিয়েছিলেন, সে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। আমাকে পর্যন্ত শহর থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে ভেবেছিল, আমার জীবনে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাবে।

ডানা তাকাল–কী? কী বলছেন? কোন বিষয় নিয়ে উনি কাজ করছিলেন?

–ফ্রাঙ্ক কখনও আমাকে বলে না, মনে হল বিকারে বোধহয় হিস্টিরিয়া হয়েছে। সে বলেছিল, ব্যাপারটা সাংঘাতিক এবং বিপজ্জনক। এই প্রতিবেদনটা প্রকাশিত হলে সে হয়তো পুলিৎজার। পুরস্কার পাবে।

রিটা কাঁদতে শুরু করেছেন।

ডানা এগিয়ে গেলেন। গায়ে হাত রাখলেন–আমি খুব দুঃখিত। উনি কি আর কিছু বলেছেন?

–না, ও আমাকে চলে যেতে বলেছিল। আমাকে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে দেয়। তারপর কোনো, একজন হোটেল ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে যায়।

–কোথায়?

–মনোরা আর্মস হোটেলে।

.

–মিস ইভান্স, আপনি কেন এখানে এসেছেন বুঝতে পারছি না। জেরেমি রবিনসন বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। লনেরগান বলেছিলেন যদি আমি সাহায্য করি, তাহলে এই হোটেলের কোনো খারাপ খবর বেরোবে না।

মিঃ রবিনসন, লনেরগান বেঁচে নেই, আমরা এখন কিছু খবর চাইছি।

জেরেমি বললেন না, এ বিষয়ে আমি কোনো খবর দিতে পারব না।

–আপনি মিঃ লনেরগানকে কী বলেছিলেন?

উনি কার্ল গরম্যানের ঠিকানা চাইছিলেন। হোটেলের ক্লার্ক। আমি ঠিকানাটা দিয়েছিলাম।

লনেরগান কি দেখা করতে গিয়েছিলেন?

এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

–ওই ঠিকানাটা আমার চাই।

–হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোক তার বোনের সঙ্গে থাকেন।

কয়েক মিনিট কেটে গেছে। ডানা ঠিকানাটা পেয়েছেন। রবিনসন দেখল, ডানা হোটেল থেকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হোয়াইট হাউসে ফোন করলেন।

রবিনসন বুঝতেই পারছেন না, সকলেই এই ঘটনাটা নিয়ে এত উৎসাহী কেন?

.

ক্রিশ কলবি, ডিপার্টমেন্টাল কম্পিউটার এক্সপার্ট। ডিটেকটিভ রিসের অফিস ঘরে চলে গেলেন, তাঁর হাতে একটা ফ্লপি ডিস্ক। তিনি উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন।

ডিটেকটিভ নিক জানতে চাইলেন কী দেখলেন?

ক্রিশ কলবি বললেন–এই ব্যাপারটা জানতে পারলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। দেখুন প্রিন্ট আউটে কী লেখা আছে।

নিক পড়তে শুরু করলেন। একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি তার মুখে ফুটে উঠেছে। তিনি চিৎকার করলেন- হায় ভগবান, এটা তো এক্ষুনি ক্যাপ্টেন মিলারকে দেখাতে হবে।

.

ক্যাপ্টেন অটো মিলার প্রিন্ট আউটটা পড়লেন। তিনি ডিটেকটিভ রিসের দিকে তাকালেন এই ধরনের প্রিন্ট আউট আমি কখনও দেখিনি।

–হ্যাঁ, এখন কী করা উচিত? ডিটেকটিভ রিস বললেন।

ক্যাপ্টেন মিলার শান্তভাবে বললেন আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

.

অ্যাটর্নি জেনারেল বারবারা কার্টলিন। তার ঘরে অনেকে এসেছেন। ফেডারেল ব্যুরো ইনভেসটিগেশন থেকে এসেছেন ওয়াশিংটন পুলিশের প্রধান। সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের ডিরেক্টর, সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস।

বারবারা কার্টলিন বললেন–আপনাদের এখানে কেন ডাকা হয়েছে, জানেন তো? আমি আপনাদের পরামর্শ চাইছি। সত্যি কথা বলতে কী, ব্যাপারটা কীভাবে সমাধান করা উচিত, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ফ্রাঙ্ক লনেরগান ছিলেন ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের একজন রিপোর্টার। যখন তাঁকে হত্যা করা হয়, তখন তিনি চোলি হাউসটনের মৃত্যু রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছিলেন। পুলিশ তার ডিস্কের একটা ট্রান্সকিপ্ট বের করেছে। এই দেখুন সেই প্রিন্ট আউটটা। আমি পড়ে সেটা আপনাদের শোনাচ্ছি।

...আমাকে বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট অন্তত একটা হত্যার সঙ্গে যুক্ত। তিনি আরও চারটি হত্যার অন্তরালে কাজ করেছেন।

চিৎকার করে উঠলেন পুলিশ প্রধান- কী বলছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন–এখনও শেষ হয়নি, আমাকে পড়তে দিন। আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে নিম্মলিখিত খবরগুলি পেয়েছি। লেসলি স্টুয়ার্ট, ওয়াশিংটন ট্রিবিউন পত্রিকার প্রকাশক এবং মালিক, আমাকে জানিয়েছেন, অলিভার রাসেল তাকে উত্তেজক পানীয় খেতে বাধ্য করেছিলেন।

... অলিভার রাসেল যখন কেনটাকির গভর্নর পদের জন্য লড়াই করছিলেন, তখন তার সেক্রেটারি লিসা পারনেটিকে ধর্ষণ করেন।

পরের দিন ওইহতভাগ্য মহিলার দেহ পাওয়া যায় কেনটাকিনদীতে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাকে তরল উত্তেজক পদার্থ খাওয়ানো হয়েছিল।

...গভর্নর হয়ে অলিভার রাসেল আর একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। তার সেক্রেটারি মিরিয়াম ফ্রেডল্যান্ডের অচেতন দেহটা একটা পার্কের বেঞ্চের নীচে পাওয়া যায়, ভদ্রমহিলা কোমাতে চলে যান। তাকেও ওই উত্তেজক পানীয় দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ অপেক্ষায় ছিল। কিছুদিন বাদে হয়তো ওনার জ্ঞান ফিরত। অলিভার রাসেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ফোন করেন। তিনি বলেন, এখনই যেন মেয়েটিকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। মিরিয়াম ফ্রেডল্যান্ড আর কোমা থেকে ফিরে আসতে পারেননি।

...চোলি হাউসটনকে আবার উত্তেজক পানীয় দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। যে রাতে মেয়েটি মারা যায়, সেই রাতে হোটেল সুইট থেকে হোয়াইট হাউসে ফোন করা হয়েছিল। হোটেলের টেলিফোন রেজিস্টার পরীক্ষা করেছিলাম, ওই পাতাটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।

... আমাকে বলা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ওদিন রাতে বিশেষ মিটিং-এ ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমি দেখেছি, মিটিংটা বাতিল হয়েছিল, ওই রাতে প্রেসিডেন্ট কোথায় ছিলেন, তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

..পল ইয়ারবাইকে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়। ক্যাপ্টেন অটো মিলার বলেছিলেন, ইয়ারবাইকে আটকে রাখা হয়েছে। পরদিন সকালে ইয়ারবাইকে তার সেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। বলা হয় সে নাকি গলায় বেল্ট জড়িয়ে মারা গেছে। কিন্তু আমি যখন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে তার জিনিসপত্র পরীক্ষা করলাম, দেখলাম, সেখানে বেল্টটা অক্ষত অবস্থায় আছে।

.. এফ বি আই-তে আমার একজন বন্ধু আছে, তার কাছ থেকে আমি একটা খবর পেয়েছি। আমি শুনেছি হোয়াইট হাউসে একটা ব্ল্যাকমেল চিঠি পাঠানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট রাসেল এফ বি আই-কে বলেছেন চিঠির ওপর আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ইনফাস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে এফ বি আই আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করতে পেরেছে।

...এই চিঠির ওপর যে আঙুলের ছাপ ছিল, সেটা কার্ল গরম্যানের। উনি হলেন মনরো আর্মস হোটেলের একজন ক্লার্ক। উনি হয়তো হত্যাকারীকে দেখেছিলেন। ওনাকে একটা ফিশিং ক্যাম্পে পাওয়া গেল। ওনার নামটা হোয়াইট হাউসের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি যখন ক্যাম্পে পৌঁছোলাম, দেখলাম গরম্যানকে মেরে ফেলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, এটা নেহাতই একটা অ্যাকসিডেন্ট।

...তাহলে? এইসব ঘটনা পরম্পরা থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি প্রেসিডেন্ট অনেকগুলো হত্যার অন্তরালে কাজ করেছেন। আমি এই তদন্তের কাজটা আরও চালিয়ে যাব। কিন্তু, আমার ভয় হচ্ছে, তবে এ রেকর্ড রইল, যদি আমার কোনো ক্ষতি হয়, এই রেকর্ড থেকে যেন সকলে সত্যিটা জানতে পারে।

এফ বি আই-এর প্রধান চিৎকার করে উঠলেন–অসম্ভব, অসম্ভব।

ঘরের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল কার্টলিন বললেন–লনেরগান এটা বিশ্বাস করেছেন, তাই হয়তো তাকে। হত্যা করা হয়েছে।

চিফ জাস্টিস প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট যদি ছজনকে হত্যা করে থাকেন, তাহলে কীভাবে তার বিচার হবে?

হ্যাঁ, তাঁকে ইমপিচ করতে হবে? গ্রেপ্তার করতে হবে? জেলে পুরতে হবে?

সবকিছু করার আগে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্টলিন বললেন–এই ট্রান্সকিপ্টটা প্রেসিডেন্সের কাছে দেওয়া উচিত। দেখা যাক, তিনি এ বিষয়ে কী মন্তব্য করেন?

মৃদু গুঞ্জন।

এর মধ্যে আমি বলছি, তার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বের করা উচিত, ব্যাপারটা খুবই জরুরি। ঘরে উপস্থিত একজন ভাবলেন, এখনই পিটার ট্যাগারকে খবর দিতে হবে।

.

পিটার ট্যাগার টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। যে কথা শুনলেন, তা বিচার করতে বসলেন। তিনি উঠে গেলেন, ডাবরো কানারের অফিসে।

–এখনই প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে হবে।

উনি এখন মিটিং-এ ব্যস্ত আছেন।

–ডাবরো, ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

ডাবরো বললেন–এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। টেলিফোন নিলেন, বোম টিপলেন–স্যার, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।মিঃ ট্যাগার এখানে এসেছেন। উনি এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ভদ্রমহিলা বললেন পাঁচ মিনিট।

.

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। ওভাল অফিসে ট্যাগার এবং প্রেসিডেন্ট রাসেল ছাড়া আর কেউ নেই।

–এত গুরুত্বপূর্ণ, কী ব্যাপার পিটার?

–অ্যাটর্নি জেনারেল এবং এফ বি আই-এর প্রধান মনে করছেন, তুমি ছটা হত্যার সঙ্গে যুক্ত।

অলিভারের মুখে হাসি ব্যাপারটা হাসির বিষয়, তাই তো?

-না, ওদের স্থির বিশ্বাস তুমি চোলি হাউসটনকে হত্যা করেছ।

অলিভারের মুখ বিবর্ণ আর কী?

–হ্যাঁ, যা বলা হয়েছে, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। তথ্য একেবারে নিখুঁত। আমার মনে হয় না তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে। ওই রাতে তুমি কোথায় ছিলে? যেদিন মেয়েটি মারা যায়।

অলিভার নিশ্চুপ।

পিটার ট্যাগার অপেক্ষা করলেন–অলিভার, তাড়াতাড়ি বলল, তুমি কি উত্তর দিতে পারবে?

অলিভার আমতা আমতা করছে না, আমি বলতে পারব না।

–তোমাকে বলতেই হবে।

অলিভার বললেন–পিটার, আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

.

পিটার সেনেটর ডেভিসের সঙ্গে দেখা করলেন।

–পিটার, এত তাড়ার কী আছে?

–এটা প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে একটা সমস্যা।

–তাই নাকি?

–অ্যাটর্নি জেনারেল এবং এফ বি আই-এর প্রধান মনে করছেন, অলিভার একজন হত্যাকারী।

সেনেটর ডেভিস উঠে দাঁড়ালেন–তুমি কী বলছ?

–ওঁরা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে, অলিভার একাধিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। আমি এফ বি আই-এর এক বন্ধুর কাছ থেকে খবরটা পেয়েছি।

ট্যাগার সব কথা বললেন।

সেনেটর ডেভিস শান্তভাবে বললেন–কুকুরির বাচ্চা, এর মানে কী, তুমি বুঝতে পারছ?

–হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি।

–অলিভারের নিকুচি করেছে। এত লক্ষ কোটি ডলার আমি বিনিয়োগ করেছি, এখন কী হবে? আমার হাতে সমস্ত ক্ষমতা, আমি এ ব্যাপারটা করতে দেব না। দেখা যাক, কী হয়?

–আপনি এখন কী করবেন?

–হ্যাঁ, তুমি তো বলছ, সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট আছে?

–হ্যাঁ, এমন প্রমাণ যা সহজে নষ্ট করা যাবে না। কিন্তু অ্যালিবাই নেই।

প্রেসিডেন্ট এখন কোথায়?

উনি এখন ওভাল অফিসে আছেন।

–ঠিক আছে, আমি কিছু ভালো খবর নিয়ে যাচ্ছি।

.

সেনেটর টড ডেভিস বললেন। সেনেটর ডেভিস অলিভারের মুখোমুখি বসে আছেন, ওভাল অফিসে।

-খুব খারাপ খবর শুনলাম, অলিভার। ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করছি না। কেউ বোধহয় তোমাকে ফাঁসাতে চাইছে।

–আমিও না। আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি, টড।

–তুমি করোনি, কিন্তু এ ধরনের কাজ হল কী করে? এটা তোমার পেশাকে কতখানি প্রভাবিত করবে, তুমি বুঝতে পারছ?

নিশ্চয়ই। কিন্তু...

–দুটি বিষয় জানতে হবে। এই অফিসটা সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে, অলিভার, তুমি কি ছেড়ে দেবে?

–টড, আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি।

-হ্যাঁ, চোলি হাউসটনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? তুমি সেদিন কোথায় ছিলে, বলো দেখি?

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর একটি তীক্ষ্ণ উত্তর–না।

সেনেটর ডেভিস হাসলেন–কী হল তোমার স্মৃতির জগতে? সেই সন্ধ্যায় তুমি কোথায় ছিলে? কোথায় কাটিয়েছিলে?

অলিভার তাকালেন–কী জিজ্ঞাসা করছেন?

–হ্যাঁ, তোমার অ্যালিবাই, আর কোনো প্রশ্ন আমি জানতে চাইছি না। আমি তোমাকে বাঁচাতে চাইছি।

অলিভার বললেন–এর বিনিময়ে আপনি কী চান, টড?

সেনেটর ডেভিস বললেন–আমরা মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি সম্মেলনটা শুরু করব। আমাদের অনেকগুলো পরিকল্পনা আছে। এখনই সব নষ্ট করতে দিচ্ছি না।

–আমি শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করব।

–তুমি কী বলবে?..

–হ্যাঁ, আমি ওই চুক্তিটা সম্পাদন করবই।

–তুমি কী করতে চাইছ?

–আমি জানি।

সেনেটর ভালোভাবে বসলেন। অলিভারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন–তোমাকে মার্ডার চার্জের আসামি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অলিভার। তুমি কি বুঝতে পারছ, এর ফলশ্রুতি কী হবে? বাকি জীবনটা তোমার জেলের অন্ধকারে কাটবে।

ইন্টারকমে একটা শব্দ শোনা গেল–মিঃ প্রেসিডেন্ট, কয়েকজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্টলিন, এফ বি আই থেকে মিঃ ব্রান্ডন, চিফ জাস্টিস গ্রেটস এবং...

–ওঁদের পাঠিয়ে দিন।

সেনেটর ডেভিস বললেন–আমি কি একটা ভুল করলাম অলিভার? তুমিও তোমার জীবন নিয়ে খেললে, আমি তোমাকে ধ্বংস করে দেব।

দরজা খুলে গেল, সকলে প্রবেশ করলেন।

জাস্টিস গ্রেটস বললেন–সেনেটর ডেভিস?

টড ডেভিস মাথা নাড়লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বারবারা কার্টলিন ঘরটা বন্ধ করলেন। তিনি ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন।

–মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনাকে প্রশ্ন করতে খারাপ লাগছে, কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন করতেই হবে।

অলিভার বললেন আমি জানি, আপনারা কেন এখানে এসেছেন? কিন্তু আবার বলছি, ওই সব মৃত্যুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

–আমরা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত, স্কট ব্রান্ডন বললেন, আমরা কেউই বিশ্বাস করছি না। কিন্তু হাতে তথ্য প্রমাণ থাকা চাই। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

–আমরা বুঝতে পারছি।

–মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি কি কখনও উত্তেজক পানীয় ব্যবহার করেছেন?

না।

সকলে মুখের দিকে তাকালেন।

পনেরোই অক্টোবর তারিখে আপনি কোথায় ছিলেন, দয়া করে বলবেন কি? যে সন্ধ্যায় চোলি হাউসটনের মৃত্যু হয়েছে?

একটু নীরবতা।

মিঃ প্রেসিডেন্ট?

–আমি দুঃখিত, বলতে পারব না।

–মনে করার চেষ্টা করুন। ওই সন্ধ্যায় আপনি কী করেছিলেন?

আবার নীরবতা।

–মিঃ প্রেসিডেন্ট?

–আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। পরে বলব।

কত পরে? একজন জানতে চাইলেন।

–রাত্রি আটটার সময়।

ওঁরা চলে গেলেন। অলিভার ছোট্ট সিটিং রুমে গিয়ে বসলেন। জ্যান সেখানে কাজ করছিল। জ্যান দেখল, অলিভার ঢুকছেন।

অলিভার বললেন–আমাকে একটা স্বীকারোক্তি করতে হবে।

.

সেনেটর ডেভিস খুবই রেগে গেছেন। আমি এত বোকা? একটা ভুল লোককে নির্বাচিত করলাম? লোকটা আমার সর্বনাশ করে দেবে। লোকে আমার দিকে আঙুল তুলবে। বলবে, আমি নাকি এই ষড়যন্ত্রের অন্তরালে আছি।

–মিস স্টুয়ার্ট, ফোন তুলে নিয়ে সেনেটর ডেভিস বললেন, তুমি বলেছিলে, তোমাকে বেশি কিছু দেবার থাকলে যেন তোমাকে ফোন করি।

ইয়েস, স্যার।

-তোমাকে একটা কথা আমি পরিষ্কার বলতে চাইছি, ট্রিবিউনের পুরো সমর্থন আমার দরকার। শুরু হবে তীব্র প্রচার অভিযান। একটার পর একটা বিস্ফোরক সম্পাদকীয়। •

–এর বিনিময়ে আমি কী পাব?

-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পদ। অ্যাটর্নি জেনারেল এই মাত্র একটা ওয়ারেন্ট বের করেছেন, একজনকে গ্রেপ্তার করা হবে, অনেকগুলো হত্যার অপরাধী হিসেবে।

–আপনি বলুন, আমি শুনছি।

.

লেসলি অত্যন্ত দ্রুত কথা বলছে। ম্যাক বেকার বুঝতে পারছেন না।

বেকার বললেন–চুপ করো, তুমি কী বলতে চাইছ?

–প্রেসিডেন্ট, শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফাঁদে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এই মাত্র সেনেটর টড ডেভিসের সঙ্গে কথা হল। সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস, পুলিশের প্রধান ডিরেক্টর, এফ বি আই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল, সকলেই প্রেসিডেন্টের অফিসে বসে আছেন। একটা ওয়ারেন্ট বের করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট অনেকগুলো মার্ডারের সঙ্গে যুক্ত। সাক্ষ্য প্রমাণের পাহাড় জমে গেছে। ম্যাক, প্রেসিডেন্টের কোনো অ্যালিবাই নেই। এই গল্পটা শতাব্দীর সেরা ঘটনা, কী বলেন?

–এটা কিন্তু আমরা ছাপতে পারব না।

লেসলি অবাক–কেন?

–লেসলি, প্রত্যেকটা তথ্য প্রমাণকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

-হ্যাঁ, শেষ অব্দি এটা আমরা ছাপব। ওয়াশিংটন পোস্টে হেডলাইন হিসেবে। এই খবরটা আমরা কখনও হাতছাড়া হতে দেব না।

যথেষ্ট সাক্ষ্য না থাকলে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হত্যার অপরাধে অপরাধী করতে পারি না। সে কথা জানো তো?

লেসলির মুখে হাসি ম্যাক, আমি তো তা করব না। আমরা খালি লিখব, তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে। এটাই তার রাজনৈতিক ভাগ্যকে একেবারে শেষ করে দেবে।

–সেনেটর ডেভিস?

উনি এখন জামাইয়ের বিরুদ্ধাচারণ করছেন। উনি বিশ্বাস করেন যে, প্রেসিডেন্ট সত্যি সত্যি দোষী।

–ব্যাপারটা এখানেই শেষ করা উচিত নয়। দেখো, এই ঘটনাটা সত্যি কিনা।

ক্যাথেরিন গ্রাহামকে মনে আছে? তাকে কি ভুলে গেছেন? আমরা এই খবরটা ছাপব কী ছাপব না?

–না, এখনই বলতে পারছি না।

–আর কার সঙ্গে কথা বলতে হবে? এটা আমার কাগজ, আমি যেটা ভালো বুঝব, তাই করব।

না, এটা অবিবেচকের কাজ হবে। আমি কখনও চাইব না, এই খবরটা ছাপা হোক।

–আমি নিজেই এই প্রতিবেদনটা লিখব।

–লেসলি যদি তুমি তাই করো, আমি কিন্তু চিরদিনের জন্যে অফিস ছেড়ে চলে যাব।

–ম্যাক আপনি আর আমি পুলিৎজার পুরস্কার ভাগ করে নেব।

.

লেসলি ইন্টারকমের বোম টিপল। ডোলটেয়ারকে এখানে আসতে বলো তো।

ডোলটেয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে লেসলি প্রশ্ন করলন–আগামী চব্বিশ ঘণ্টা, আমার ভাগ্যে কী লেখা আছে, একবার দেখবেন?

পকেট থেকে একটা ছোট্ট পাঁজি বের করে ডোলটেয়ার বলতে থাকলেন-খুব ভালো একটা ঘটনা ঘটবে। দেখুন, মঙ্গল প্রবেশ করছে নবম ঘরে, প্লটো আরও তিনদিন বাদে আসবে। এমন একটা ঘটনা, যা সারা জীবন আপনি মনে রাখবেন। আপনাকে আরও বিখ্যাত করে তুলবে। সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আপনার নাম পৌঁছে যাবে।

লেসলির মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা জেগেছে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আমার নাম পৌঁছে যাবে?

চোখ বন্ধ করল সে, মনে পড়ল, পুলিৎজার পুরস্কার, স্পিকার ঘোষণা করছেন এবছরের পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে মিস লেসলি স্টুয়ার্টের হাতে। হাততালির শব্দ।

মিস স্টুয়ার্ট?

লেসলি স্বপ্নের জগত থেকে আবার বাস্তবে ফিরে এল।

–আর কিছু শুনবেন?

না, আপনাকে ধন্যবাদ ডোলটেয়ার, আপনি অনেক কিছু বলে দিয়েছেন।

.

সন্ধ্যে সাতটা, গল্পটা ভালোই হয়েছে। শিরোনাম দেওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্ট রাসেলের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে ছটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে।

লেসলি গল্পটা আর একবার দেখে নিল। তার কপিটা ব্যানিস্টারের হাতে দিল। ব্যানিস্টার তার ম্যানেজিং এডিটর।

সে বলল–এটা এক্ষুনি ছাপবার ব্যবস্থা করুন। এক ঘণ্টার মধ্যে খবরটা যেন সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। একই সময়ে ডবলিউ টি ই থেকে এই ব্যাপারটা ব্রডকাস্ট করতে হবে।

ব্যানিস্টার রাজী হচ্ছেন না ম্যাক বেকারের সঙ্গে কথা বলেছেন তো?

–এটা ওনার কাগজ নয়, এই কাগজের মালিক আমি। আমি যা চাইব, তাই ছাপা হবে।

-ইয়েস ম্যাডাম, টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন ব্যানিস্টার, একটা নাম্বারে ফোন করলেন- বললেন, আমরা কাজটা করতে চলেছি।

.

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, সাতটা বেজে তিরিশ মিনিট। বারবারা কার্টলিন এবং অন্যান্য সকলে হোয়াইট হাউসে ঢুকে পড়েছেন। বারবারা শান্তভাবে বললেন–মনে হচ্ছে এটা ব্যবহার করতে হবে না। তবে তৈরি থাকতে হবে। আমি প্রেসিডেন্টের ওয়ারেন্টটা নিয়ে এসেছি।

.

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে, অলিভারের সেক্রেটারি বলল–অ্যাটর্নি জেনারেল কার্টলিন এবং অন্যান্যরা এসেছেন।

–ওঁদের আসতে বলুন।

অলিভার ঘড়ির দিকে তাকালেন, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওরা ওভাল অফিসে এসে ঢুকলেন, জ্যান অলিভারের পাশে বসেছিল। একটা হাত দিয়ে অলিভারের হাতটা চেপে ধরেছে।

বারবারা কার্টলিন প্রশ্ন করলেন- মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি এখন আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন তো?

অলিভার ঘাড় কাত করে বললেন–হ্যাঁ, আমি তৈরি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, চোলি হাউসটনের সঙ্গে কি আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল? পনেরোই অক্টোবর তারিখে?

–হ্যাঁ, ছিল।

–চোলির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

না, আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করেছিলাম।

অলিভারের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তিনটের সময় একটা গোপন টেলিফোন এসেছিল, ডার্লিং, আমি বলছি, আমি বড্ড একা, আমি মেরিল্যান্ড লজে আছি। পুলের ধারে নগ্ন হয়ে বসে আছি।

–আচ্ছা, আমি ভেবে দেখছি, কী করা যায়।

–কখন তুমি আসতে পারবে?

–আমি এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

অলিভার সকলের দিকে তাকালেন–আমি ব্যাপারটা বলতে চাইছিলাম না, হয়তো ভেবেছি, এই ঘটনাটা প্রকাশিত হলে দেশের ক্ষতি হয়ে যাবে। অন্য দেশের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি হবে। কিন্তু এখন আমাকে বলতেই হবে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

সকলে অবাক হয়ে অলিভারের দিকে তাকালেন।

অলিভার ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। একটা দরজা খুলে দিলেন। সিলভা বিকোনো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

–ইনি হলেন সিলভা বিকোনো, ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী। পনেরোই অক্টোবর তারিখে শ্রীমতী বিকোনো এবং আমরা একসঙ্গে ওনার লজ মেরিল্যান্ডে ছিলাম। বিকেল চারটে থেকে রাত্রি দুটো পর্যন্ত। চোলি হাউসটনের হত্যা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অন্য কোনো হত্যার সাথেও আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

.

২১.

ডানা টম হকিন্সের অফিসে প্রবেশ করল।

টম, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর শোনাব। ফ্রাঙ্ক লনেরগানকে হত্যা করার আগে তিনি কার্ল গরম্যানের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওই ভদ্রলোক মনরো আর্মসের ক্লার্ক ছিলেন। গরম্যানকে একটা বোটিং অ্যাকসিডেন্টে মেরে ফেলা হয়েছে। উনি ওনার দিদির সঙ্গে থাকতেন। আমি এক ক্রু-এর সঙ্গে দেখা করেছি। এই খবরটা আজ দশটার সময় প্রচার করতে চাইছি।

–তোমার কি মনে হচ্ছে, এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়?

–না, এর ভেতর হত্যার ছায়া আছে।

টম হকিন্স বললেন–দেখি কী করা যায়।

-ধন্যবাদ, এই হল ঠিকানা, আমি ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখন কাজটা শুরু করতে হবে।

.

ডানা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল, হঠাৎ তার মনে হল, কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। সারাজেভোতে যে মৃত্যুর আবহাওয়া, বিপদের অঙ্গীকার, এখানেও তেমনটা মনে হচ্ছে। কেউ এখানে ঢুকে পড়েছে। সে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ধীরে ধীরে ঢুকে গেল। ক্লোসেট পরীক্ষা করল। না, কিছুই তো মনে হচ্ছে না। তবে এটা কি আমার কল্পনা? ডানা নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। তবুও তার মনে হচ্ছে, কিছু একটা হবে।

.

ডানা সেই বাড়িতে গেল, যেখানে কার্ল গরম্যানের বোন থাকতেন। ক্যামেরাম্যান এসে গেছে। বিরাট একটা ভ্যান এসেছে, অ্যান্টেনা এবং অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে।

মিল প্রশ্ন করলেন কোথায় ইন্টারভিউটা হবে?

–আমি বাড়ির মধ্যে যেতে চাইছি, আপনাদের ডেকে নেব।

–ঠিক আছে।

ডানা বেল বাজাল, মারিয়ান গরম্যান দরজা খুলে দিলেন। বললেন–আসুন।

-আমি—

আমি জানি, আপনি কে, টেলিভিশনে আপনার ছবি দেখেছি।

–আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে পারি কি?

মারিয়ানা গরম্যান একটু ভেবে বললেন–ভেতরে আসুন।

ডানা তাকে অনুসরণ করে লিভিং রুমে পৌঁছে গেল।

মারিয়ানা গরম্যান একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন–আমার ভাই সম্পর্কে তো?

...হ্যাঁ, তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমি সুনিশ্চিত।

-কে তাকে মেরেছে? আপনার কোনো অনুমান?

দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে- না, আমি বলতে পারব না।

ফ্রাঙ্ক লনেরগান কি এখানে এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে?

মহিলার চোখ ছোটো হয়ে এল, সে আমাকে ভুল বুঝিয়েছে। এখন একথা বলে কী লাভ? সে তো মরেই গেছে?

চোখে জল।

লনেরগান কী বলেছিল? আপনার ভাই সম্পর্কে?

–উনি বলেছিলেন যে, উনি ট্যাক্স বিভাগ থেকে আসছেন।

ডানা বসল, কথাগুলো শোনার চেষ্টা করল। তারপর প্রশ্ন করল- আমি কি একটা ছোট্ট টেলিভিশন ইন্টারভিউ নিতে পারি? কয়েকটা কথা বলতে হবে আপনার ভাইয়ের হত্যা সম্বন্ধে। আপনি এই শহরের পরিস্থিতি সম্পর্কেও দু-চার কথা বলবেন।

মারিয়ানা গরম্যান বললেন–ঠিক আছে, আমি রাজী আছি।

ধন্যবাদ। ডানা সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।দরজা খুলল। তার ক্যামেরাম্যানদের ভেতরে ডেকে নিল।

–আমি এ ধরনের ইন্টারভিউ কখনও দিইনি। কেমন ভয় লাগছে। মারিয়ানা বললেন।

ডানা বলল ভয় পাবার কিছু নেই। মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে।

ক্যামেরাম্যান ভারনন ভেতরে ঢুকে পড়েছেন ক্যামেরা নিয়ে আমরা এখানে শুট করব?

উনি বললেন, এটাই তো লিভিং রুম। আপনারা ওইখানে ক্যামেরা রাখতে পারেন।

ভারনন ক্যামেরা রাখলেন, ডানার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি মাইক্রোফোনটা ঠিক জায়গায় রেখে দিলেন। ওই মহিলার জ্যাকেটের নীচে।

–আপনি যেমন খুশি বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই।

মারিয়ানা গরম্যান বললেন–না, একটু অপেক্ষা করুন, আমি এটা করতে পারব না।

-কেন?

ডানা জিজ্ঞাসা করল।

ব্যাপারটা সাংঘাতিক, আমি কি আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে পারি?

ডানা ভারননের দিকে তাকাল–ক্যামেরাটা থাক, আপনাকে ডেকে নেব।

ভারনন প্রশ্ন করলেন- আমরা ভ্যানে থাকব কী?

ডানা মারিয়ানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল কেন টেলিভিশনে ইন্টারভিউ দিলে কী হতে পারে?

মারিয়ানা শান্তভাবে বললেন–আমি চাই না, ওরা আমাকে দেখে ফেলুক।

–আপনি কাদের কথা বলছেন?

মারিয়ানা বলতে চেষ্টা করলেন–কার্ল কিছু একটা করছিল, এটা করা উচিত হয়নি। তাকে এই কারণে হত্যা করা হয়েছে। যে তাকে মেরেছে, সে কিন্তু আমাকেও মেরে ফেলবে।

ভয়ে থরথর করে মারিয়ানা কাঁপছেন।

কার্ল কী করেছিলেন?

–হায় ঈশ্বর, মারিয়ানার গোঙানি, আমি এটা না করতে বলেছিলাম।

–কী না করতে? ডানার প্রশ্ন।

–ও একটা চিঠি লিখেছিল, কাউকে ব্ল্যাকমেল করে।

ডানা অবাক হয়ে গেছে–ব্ল্যাকমেল করে লেখা চিঠি?

-হুঁ, আমাকে বিশ্বাস করুন। কার্ল কিন্তু অত্যন্ত ভালো মানুষ। এটা হঠাৎ উত্তেজনার বশে করে ফেলে। সামান্য বেতনে বেচারী চালাতে পারছিল না। তাই কিছুটাকা আয় করতে চেয়েছিল। এই চিঠিটার জন্য ওকে মরতে হয়েছে। ওরা চিঠিখানা পায়, তারপর জানতে পারে সবকিছু। আমাকেও মেরে ফেলা হবে। আমি জানি না, কী করে বাঁচব।

–এই চিঠি সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি?

মারিয়ানা গরম্যান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন–আমার ভাই ছুটিতে এসেছিল। সে তার জ্যাকেটটা আনতে ভুলে যায়। সে জ্যাকেটটা আনতে হোটেলের পেছন দিকে চলে গিয়েছিল। জ্যাকেটটা নিয়ে সে গ্যারেজে চলে আসে। ইমপিরিয়াল সুইটের এলিভেটরটা খুলে যায়। কার্ল একজন মানুষকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। ওই ভদ্রলোককে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। ওই ভদ্রলোক এলিভেটরে হাতের ছাপ মুছছিলেন। কার্ল বুঝতে পারেনি, ওখানে কী হয়েছে। পরের দিন সে ওই কিশোরী কন্যার মৃত্যুর খবরটা শুনতে পায়। সে বুঝতে পারে, ওই ভদ্রলোকই মেয়েটিকে হত্যা করেছেন। তারপর কার্ল হোয়াইট হাউসে চিঠিখানা পাঠিয়েছিল।

ডানা জানতে চাইল হোয়াইট হাউসে?

-হ্যাঁ।

কাকে চিঠিখানা লেখা হয়েছিল?

–যে মানুষটিকে কার্ল ওই গ্যারেজে দেখে, তার নাম পিটার ট্যাগার।

.

২২.

পেনসিলভেনিয়া এভিনিউ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। হোয়াইট হাউসের পাশের রাস্তা, যন্ত্রযানের শব্দ দেওয়াল ভেদ করে এখানে আসছে। উনি সব ব্যাপারটা পর্যালোচনা

করার চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, এখন উনি বোধহয় সম্পূর্ণ নিরাপদ। অলিভার রাসেলকে গ্রেপ্তার করা হবে, যে হত্যা তিনি করেননি, তার জন্য। ভাইস প্রেসিডেন্ট মেলভিন উইকস হবেন প্রেসিডেন্ট। সেনেটর ডেভিসের কোনো সমস্যা হবে না। আহা, ভাইস প্রেসিডেন্ট উইকস, হাতের পুতুল। কোনো মৃত্যুর সাথেই আমার সম্পর্ক নেই, ট্যাগার মনে মনে ভাবলেন।

প্রতি সন্ধ্যায় একটি করে প্রার্থনার অনুষ্ঠান। পিটার ট্যাগার সেই অনুষ্ঠানে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। উপস্থিত সকলে তার ভাষণ শুনে অবাক হয়ে যান। তিনি সুন্দরভাবে ধর্ম এবং শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন। চোদ্দো বছর বয়স থেকে পিটার ট্যাগার মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ বোধ করতেন। ঈশ্বর তাকে এক অসামান্য উপহার দান করেছেন। অত্যন্ত শক্তিশালী অনুভূতি। পিটারের কেবলই মনে হত, তিনি বোধহয়, অনাকর্ষণীয়, বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গে র কাছে, তবে মেয়েরা কিন্তু তার চোখের তারায় এক অদ্ভুত দ্যুতি দেখতে পেত। ঈশ্বর পিটারকে অনেক কিছু দিয়েছেন, দিয়েছেন মানুষকে চট করে জয় করার ক্ষমতা। সেই শক্তি কাজে লাগিয়ে তিনি অনেককে প্রলুব্ধ করেছিলেন, কখনও গাড়ির পেছনের সিটে, কখনও হোটেলে, আবার কখনও শয্যাতে। একজন গর্ভবতী হয়ে পড়ে, পিটার তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন, এই ভাবেই দুটি সন্তানের জনক হয়েছেন তিনি। এখন সমস্যাটা আকাশ ছুঁয়েছে, প্রতি মুহূর্তে তাকে বিব্রত অবস্থার সাথে লড়াই করতে হয়। একবার ভেবেছিলেন, মন্ত্রীসভায় যোগ দেবেন, তখনই সেনেটর টড ডেভিসের সঙ্গে দেখা হয়। জীবনটা একেবারে পাল্টে যায়। তিনি এখন রাজনীতি নামের এক নিরাপদ অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন।

.

প্রথমে কোনো সমস্যা হয়নি, এই গোপন গভীর সম্পর্ক। এক বন্ধু তার হাতে একটি উত্তেজক পানীয় তুলে দিয়েছিলেন। পিটার এই পানীয়টা অনেকের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছেন। যেমন, লিসা বারনেট্টি, ফ্রাঙ্কফুর্টের এক সদস্যা। কিছু একটা খারাপ হয়েছিল। মেয়েটি মারা যায়। কেনটাকি নদীতে তার মৃতদেহটা পাওয়া যায়।

এরপর আর একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে যায়। মিরিয়াম ফেইথল্যান্ড, অলিভার রাসেলের সেক্রেটারি, তার ওপরেও খারাপ প্রভাব পড়ে। সে কোমাতে চলে যায়। নাঃ, এটা আমার কোনো ত্রুটি নয়, পিটার ট্যাগার ভাবলেন। আমি তো ওর কোনো ক্ষতি করিনি। মিরিয়াম হয়তো আরও অনেক ড্রাগ নিত, এভাবেই সে...

হায় হতভাগ্য চোলি হাউসটন, করিডরে মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গিয়েছিল। হোয়াইট হাউসে, মেয়েটি রেস্টরুমের খোঁজ করছিল।

মেয়েটি তাকে চিনতে পারে, তাকে দেখে খুবই খুশি হয় সে।

সে বলে- আপনি পিটার ট্যাগার? সব সময় টেলিভিশনের পর্দায় আপনার মুখ ভেসে ওঠে।

–হ্যাঁ, আমি তোমাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি। তোমাকে কোনো ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি?

–লেডিস রুমটা কোথায়?

পিটার ট্যাগারকে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করেছিল।

পিটার ট্যাগার দেখেছিলেন, কিশোরী এবং অত্যন্ত রূপবতী।

-হোয়াইট হাউসে তো পাবলিক রেস্টরুম নেই, মিস।

–তাহলে?

উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন–মনে হচ্ছে, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। তুমি আমাকে অনুসরণ করো।

মেয়েটিকে নিয়ে তিনি ওপরতলায় চলে গিয়েছিলেন। একটা প্রাইভেট বাথরুমের সামনে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেয়েটি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

পিটার ট্যাগার জানতে চেয়েছিলেন- তুমি কি ওয়াশিংটনে প্রথম এলে?

–হ্যাঁ।

–আমি তোমাকে আসল ওয়াশিংটন শহর দেখাব। তোমার তা ভালো লাগবে।

পিটার ট্যাগারের মনে হল, মেয়েটি তাকে দেখে আকর্ষিত হয়েছে।

–আমি জানি না, এটা সত্যি হবে কিনা, আপনার তো কষ্ট হবে।

-তোমার মতো এক সুন্দরী কন্যার জন্য আমি অনেক কষ্ট স্বীকার করতে পারি। আজ রাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার খাব, কেমন?

মেয়েটির মুখে হাসি আপনার কথা আমাকে উত্তেজিত করছে।

–আমি কথা দিচ্ছি, তুমি এটা কিন্তু কাউকে বলো না। এটা গোপন থাকবে।

–ঠিক আছে, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

–আমার একটা মিটিং আছে, মনরো আর্মস হোটেলে।

চকিতে পিটার মেয়েটির চোখের দিকে তাকালেন- হা, মেয়েটি পটে গেছে। আমরা ইমপিরিয়াল সুইটে ডিনার খাব। তারপর? তারপর কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াব, কেমন? তুমি সন্ধ্যা সাতটার সময় আসতে পারবে তো?

মেয়েটি পিটারের দিকে তাকিয়ে বলেছিল- ঠিক আছে, আমি নিশ্চয়ই যাব।

পিটার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কীভাবে সুইটে ঢুকতে হবে।

–কোনো সমস্যা হবে না। ওখানে পৌঁছে আমাকে জানিয়ে দিও, কেমন?

মেয়েটি কথা মতো কাজ করেছিল।

.

শুরুটা হয়েছিল এইভাবে। চোলি হাউসটন প্রথমে রাজী হয়নি। পিটার তাকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন।

মেয়েটি বলেছিল–না-না, আমি কিন্তু এখনও একেবারে কুমারী।

এই কথাটা পিটারকে আরও উত্তেজিত করে তোলে।

পিটার বলেছিলেন- আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। তুমি না চাইলে আমি জোর করব না। আমরা বসে বসে গল্প করব, কেমন?

–তুমি কি দুঃখ পেয়েছো?

পিটার মেয়েটির হাতে হাত রেখেছিলেন, ছোটো ছোটো মোচড় না, প্রিয়তমা, আমি মোটেই দুঃখ পাইনি।

উনি এক বোতল উত্তেজক পানীয় বের করেছিলেন। দুটি গ্লাসে ভরতি করেছিলেন।

–এটা কী? চোলির প্রশ্ন।

–এটা এক ধরনের উত্তেজক পানীয়। চিয়ারস।

গ্লাসে গ্লাস ঠেকে গিয়েছিল, মেয়েটি এক ঢেকে সবটা পানীয় খেয়ে ফেলল।

চোলি বলেছে- বাঃ, বেশ ভালো লাগছে তো।

পরবর্তী আধ ঘণ্টা তারা দুজন গল্প করেছিলেন। পিটার বসেছিলেন, এক্ষুনি ওই মারাত্মক ওষুধটা কাজ করতে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত তিনি চোলিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। এখন আর কোনো বাধা নেই।

জামাকাপড় খুলে ফেলো, পিটারের কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব এবং আদেশ একসঙ্গে ঝরছে।

–হ্যাঁ, এখনই খুলছি।

পিটার দেখলেন, মেয়েটি বাথরুমে ঢুকে পড়েছে। তিনি নিজেকে উলঙ্গ করতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ বাদে পরিপূর্ণ নগ্ন হয়ে চোলি বেরিয়ে এল। মেয়েটিকে দেখে পিটার অত্যন্ত উত্তেজিত, আহা, এমন সৌন্দর্য! রূপকথা বুঝি স্পষ্ট হয়েছে। চোলি বিছানাতে উঠে বসল। পিটারের পাশে গুটিসুটি হয়ে। শুরু হল ভালোবাসার খেলা। মেয়েটি একেবারে অনভিজ্ঞ। কিন্তু সে যে কুমারী, অচুম্বিতা এবং অস্পর্শিতা, এই শব্দগুলো পিটারকে তখন ভীষণভাবে আকর্ষণ করছে। একটা উত্তেজনা, একটা আকর্ষণ, একটা আবেগ। পিটার তখন একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন।

চোলির ঘুম পেয়েছিল। হঠাৎ মাথাটা ঘুরছিল তার। সে নিষ্কৃতি চাইছিল।

–ডিয়ার, তুমি ঠিক আছে তো?

–আমি ঠিক আছি, কিন্তু কেমন যেন লাগছে।

মেয়েটি বিছানাতে শুয়ে পড়েছিল একটু ঘুমিয়ে নিই, তাহলেই ঠিক হবে।

একটু বাদে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। পিটার তাকিয়ে আছেন, তার পা টলছে। সে হাঁটতে পারছে না। লোহার টেবিলের কোণাতে তার মাথা লেগে গেল। রক্তধারা ফিনকি দিয়ে ছুটে আসছে।

পিটার চিৎকার করছেন ভয়ে–চোলি! চোলি!

নাঃ, মেয়েটি মরে গেছে। হায় ঈশ্বর, এটা কী করে হল? এটাও তো আমার কোনো দোষ নয়, মেয়েটা পড়ে গেছে, এটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা।

তিনি চারদিকে তাকালেন। এই ঘটনার কোনো চিহ্ন রাখা যাবে না। তিনি পোশাক পরে নিলেন। বাথরুমে গেলেন। তোয়ালে ভেজালেন। সব জায়গা থেকে হাতের চিহ্ন মোছা শুরু করলেন। চোলির পার্সটা নিয়ে নিলেন। না, এই ঘরে হত্যার কোনো চিহ্ন নেই। এলিভেটরে চড়ে গ্যারেজে চলে গেলেন। আর একটা কাজ করা বাকি রয়ে গেছে। এলিভেটরের বোতামের ওপর হাতের ছাপ আছে। তার মানে? চোলির মৃত্যুর সাথে কেউ আমাকে যুক্ত করতে পারবে না পরিতৃপ্ত পিটার ট্যাগার, শেষ পর্যন্ত এটাই ভেবেছিলেন।

এবার ওই ব্ল্যাকমেল করা চিঠিখানা এসেছে- কার্ল গরম্যান, হোটেলের ক্লার্ক। তাকে দেখতে পেয়েছে। পিটার সাইলকে পাঠিয়েছিলেন, গরম্যানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য।

বলা হয়েছিল, প্রেসিডেন্টকে বাঁচাবার জন্য এটা করা হচ্ছে। এভাবেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

ফ্রাঙ্ক লনেরগান নতুনভাবে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন- ফ্রাঙ্ককেও সরিয়ে দেওয়া হল। এখন আর কেউ নেই, হৈ-হল্লা কে করবে?

দুটো জায়গা থেকে রিপোর্ট আসতে পারে, মারিয়ানা গরম্যান এবং ডানা ইভান্স।

সাইলকে কাজে লাগানো হয়েছে। এই দুজনকে অবিলম্বে পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো সরাতে হবে।

.

২৩.

মারিয়ানা গরম্যান আবার বললেন–হ্যাঁ, ওনার নাম পিটার ট্যাগার।

ডানা হতভম্ব হয়ে গেছে- আপনি কি ঠিক বলছেন?

-হ্যাঁ, ভদ্রলোকের চেহারায় একটা আলাদা ছাপ আছে। চোখের ওপর কাটা দাগ আছে।

আমি কি আপনার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি? ডানা অত্যন্ত দ্রুত টেলিফোনের দিকে ছুটে গেল। ম্যাক বেকারের নাম্বারে ফোন করল।

সেক্রেটারি উত্তর দিলেন, মিঃ বেকারের অফিস।

–আমি ডানা কথা বলছি। এক্ষুনি বেকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

–একটু খানি ধরুন প্লিজ।

এক মুহূর্ত কেটে গেছে। ম্যাক বেকারকে ফোনে পাওয়া গেল ডানা, কোনো কিছু খারাপ ঘটনা?

ডানা বলল–ম্যাক, এইমাত্র আমি জানতে পেরেছি, চোলি হাউসটনের হত্যাকারী কে ছিলেন?

–আমরা জেনেছি, তিনি হলেন

পিটার ট্যাগার।

কী?

ম্যাক প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করছেন।

আমি কার্ল গরম্যানের দিদির ঘরে বসে আছি। কার্ল গরম্যান হলেন সেই হোটেল ক্লার্ক, যাকে হত্যা করা হয়েছে। কার্ল গরম্যান ট্যাগারকে দেখেছিলেন, ট্যাগার হাতের ছাপ মুছে দিচ্ছিলেন, এলিভেটরের নব থেকে। ওই রাতে চোলি হাউসটনের মৃত্যু হয়। গরম্যান ট্যাগারকে একটা ব্ল্যাকমেল করার চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। এই কারণেই গরম্যানকে মরতে

হয়েছে। আমার সাথে ক্যামেরা ক্রু আছে। আপনি কি চাইছেন, এটা আমি আজ প্রকাশ করি?

না, এখনই কিছু করো না। ম্যাকের আদেশ। আমি এটা দেখব। দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে ফোন করো।

তিনি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। হোয়াইট টাওয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন। লেসলি অফিসে ছিল।

লেসলি, এটা ছাপা যাবে না।

লেসলি তাকাল–কেন? প্রেসিডেন্ট রাসেলের বিরুদ্ধে মার্ডার ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে।

লেসলির কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক উত্তেজনা ম্যাক এদিকে তাকিয়ে দেখুন।

–লেসলি–অন্য একটা খবর আছে।

–এটাই একমাত্র খবর, যা আমি চাইছি। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আপনি চলে যেতে পারেন। আমার তাতে কিছু আসে যাবে না। এই খবরটা আমি প্রকাশ করবই ম্যাক।

ম্যাক দাঁড়িয়ে আছেন, তাকিয়ে আছেন লেসলির দিকে। আঃ, বুঝতে পারা যাচ্ছে না, তিনি বারবার ডাকার চেষ্টা করছেন- লেসলি?

আমাকে বিরক্ত করবেন না। আপনার কিছু বলার আছে কি?

ম্যাক বেশ কিছুক্ষণ লেসলির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন–আমি তোমাকে চিরদিনের মতো গুডবাই জানাচ্ছি।

লেসলি দেখল, ভদ্রলোক দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

.

২৪.

মারিয়ানা গরম্যান জানতে চাইলেন–এখানে কী হচ্ছে? আমার কোনো বিপদ হবে না তো?

ডানা বলেছিল- আপনি ভয় পাবেন না, আপনাকে সব রকমের সাহায্য করা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে একটা সিদ্ধান্ত নিলো–মারিয়ানা, আমরা একটা জীবন্ত ইন্টারভিউ নেব। আমি টেপ চালিয়ে দেব, এটা এফ বি আই-এর হাতে দেওয়া হবে। যে মুহূর্তে ইন্টারভিউটা শেষ হবে, আমি আপনাকে এই ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাব।

বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল।

মারিয়ানা জানলা দিয়ে তাকালেন, বললেন–হায় ঈশ্বর।

ডানা তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে- কী হয়েছে?

সিম লমবার্ডো গাড়ির থেকে নামছেন। তিনি বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন। দরজার দিকে এগিয়ে আসছেন।

মারিয়ানা চিৎকার করলেন এই মানুষটা, এই মানুষটা আমার কাছে কার্লের কথা জানতে চেয়েছিল। যেদিন কার্লের মৃত্যু হয়। আমি জানি, আজ সে আবার সেই কাজটাই করতে এসেছে।

ডানা ফোনটা নিল, দ্রুত একটা নাম্বার ডায়াল করল।

–মিঃ হকিন্সের অফিস?

তার সঙ্গে এখনই কথা বলতে হবে।

–তিনি এখানে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবেন।

ন্যাট এরিকসন কি আছেন?

ন্যাট এরিকসন হকিনসের সহকারী। তিনি ফোন ধরলেন–ডানা।

–আমি আপনার সাহায্য চাইছি। তাড়াতাড়ি। একটা সাংঘাতিক খবর আছে, আপনি অত্যন্ত দ্রুত আসুন।

এরিকসন বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন–এ ব্যাপারটা টম দেখছেন।

ডানা বললেন–এখন আর সময় নেই।

জানলার দিকে ডানা তাকাল, দেখতে পেল সিম লমবার্ডো ধীরে ধীরে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে।

.

নিউজ ভ্যানে ভারনন মিল বসে আছেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন, না আজ আর ইন্টারভিউটা হবে না বোধহয়। এটা কি বাতিল করতে হবে?

.

ঘরের ভেতর ডানা বলছে–এটা জীবন এবং মৃত্যুর প্রশ্ন ন্যাট, আমাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এটা এখনই করতে হবে।

সে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। টেলিভিশন সেটের দিকে এগিয়ে গেল। চ্যানেল সিক্সটা খুলে দিল।

একটা সোপ অপেরা এগিয়ে চলেছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক তরুণীর সাথে কথা বলছেন।

–তুমি আমাকে বুঝতে পারো না কেন ক্রিস্টিন?

–সত্যিটা হল, আমি কাউকে বুঝতে পারি না। তাই আমি ডিভোর্স চাইছি জর্জ।

আর কিছু আছে কী?

ডানা অত্যন্ত দ্রুত বেডরুমে চলে গেল। সেটটা সেখানে রাখল।

সিম লমবার্ডো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দরজায় হাত দিয়ে আঘাত করলেন।

–এটা খোলা হবে না। ডানা মারিয়ানাকে সাবধান করল।

ডানা দেখল, তার মাইক্রোফোনটা ঠিক আছে কিনা।

দরজায় হাতের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে।

–আমরা এখান থেকে চলে যাব, পেছনের দরজা দিয়ে। মারিয়ানা ফিসফিসিয়ে বলল।

তখনই সামনের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল।সিম ভেতরে ঢুকে পড়েছেন।তিনি হাসতে হাসতে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। দরজাটা ভেতর দিয়ে কোনোরকমে বন্ধ করে দিয়েছেন।

তিনি বললেন–দুটো শিকারকেই হাতের কাছে পেয়ে গেছি।

ডানা টেলিভিশন সেটের দিকে তাকিয়ে আছে। উদ্বিগ্ন চোখে।

–এটা তোমার দুর্ভাগ্য জর্জ।

—হ্যাঁ, হয়তো আমি মেনে নিচ্ছি।

সিম লমবার্ডো একটা পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবার সেমিঅটোমেটিক পিস্তল হাতে নিয়েছেন। সাইলেনসার লাগানো।

না, ডানা বলতে থাকে, আপনি এটা করতে পারবেন না।

সিম চিৎকার করছেন চুপ করো, চুপ করো, বেডরুমে চলে যাও।

মারিয়ানার কণ্ঠে আর্তনাদ- হায় ভগবান!

–শুনুন, ডানা বলতে থাকে।

–আমি এক্ষুনি তোমার গলা চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দেব।

ডানা টেলিভিশন সেটের দিকে তাকিয়ে আছে।

–আমি দ্বিতীয় সুযোগে বিশ্বাস করি ক্রিস্টিন, আমি তোমাকে হারাতে চাইছি না। আমরা কী আবার আগের মতো হতে পারব না।

একই শব্দ শোনা যাচ্ছে বেডরুমের টেলিভিশন সেট থেকে।

সিমের কণ্ঠে আদেশ–এক্ষুনি চলে যাও। ওই ঘরে।

দুজন আতঙ্কিত মহিলা, ধীরে ধীরে বেডরুমের দিকে এগিয়ে চলেছে। ক্যামেরার লাল আলো হঠাৎ জ্বলে উঠেছে। ক্রিস্টিন এবং জর্জের ছবি ক্রমশ আবছা হয়ে যাচ্ছে। ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল

ঘোষক বলল–আমরা হুইটন অঞ্চলের একটা লাইভ অনুষ্ঠান দেখাতে চলেছি।

সোপ অপেরা শেষ হয়ে গেছে। গরম্যানের লিভিং রুম স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে। ডানা এবং মারিয়ানাকে দেখা যাচ্ছে। সিম পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। সিম অবাক হয়ে গেছেন। হতভম্ব। টেলিভিশনে নিজেকে দেখতে পেয়েছেন।

–এটা কী হচ্ছে? এটা কী?

ভ্যানে টেকনিশিয়ানরা সবকিছুর ওপর নজর রেখেছেন। ভারনন মিল বললেন, এ কী, আমাদের ছবি দেখানো হচ্ছে কী করে?

ডানা স্ক্রিনের দিকে তাকাল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। সে ক্যামেরার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, আমি ডানা ইভান্স, কার্ল গরম্যানের বাড়ি থেকে কথা বলছি। কার্ল গরম্যানকে কদিন আগে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এমন একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই, যিনি এই হত্যা সম্পর্কে অনেক কথা জানেন।

ডানা সিমের দিকে মুখ ঘোরাল বলল, আপনি বলুন তো কী ঘটেছিল?

লমবার্ডো অবাক হয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে তার যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। টেলিভিশনের পর্দায় তার মুখ। তিনি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছেন। কিছু বলতে পারছেন না।

টেলিভিশন সেটে শোনা যাচ্ছে তার আর্তনাদ। নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছেন। তিনি ডানার দিকে ফিরলেন–এটা? এটা তোমরা কী করছ? এটা কী ধরনের ম্যাজিক?

–এটা কোনো ম্যাজিক নয় মশাই, আমাদের সকলকেই টেলিভিশনে দেখা যাচ্ছে, একেবার জীবন্ত অবস্থায়। কুড়ি লক্ষ লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এটা মনে রাখবেন।

লমবার্ডো দেখতে পেলেন তার সব কাজই ধরা পড়ছে টেলিভিশনের পর্দায়। তিনি চট করে বন্দুকটা পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

ডানা, মারিয়ানা গরম্যানের দিকে তাকিয়ে আছে, তারপর তাকাল সিম লবামার্ডোর দিকে পিটার ট্যাগার এই ঘটনার অন্তরালে, তাই না?

.

ডালি বিল্ডিং, নিক তার অফিসে বসে আছেন। একজন সহকারী ছুটে এলেন–তাড়াতাড়ি এর দিকে তাকান। এটা হল গরম্যানের বাড়ি।

তিনি টেলিভিশন সেটটা ঠিক করে দিলেন- চ্যানেল ছয়। ছবিটা ফুটে উঠেছে স্ক্রিনের ওপর।

পিটার ট্যাগার কি আপনাকে বলেছিলেন কার্ল গরম্যানকে হত্যা করতে?

–আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কার কথা বলছ? এই টেলিভিশন সেটটা এখনই আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দাও।

–সে কী? আর আপনি কুড়ি লক্ষ মানুষের সামনে আমাদের হত্যা করবেন, তাই তো?

–হা ঈশ্বর, নিক রেসি চিৎকার করছেন, এখনই পেট্রল গাড়ি ওখানে পাঠাও। তাড়াতাড়ি।

.

হোয়াইট হাউসের ব্লুরুম, অলিভার এবং জ্যান ডবলিউ টি ই-র স্টেশনটা দেখছেন। তারা অবাক হয়ে গেছেন।

অলিভার চিৎকার করলেন–আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। পিটার-পিটার।

.

পিটার ট্যাগারের সেক্রেটারী অত্যন্ত দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

–মিঃ ট্যাগার, আপনি এক্ষুনি চ্যানেল সিক্সটা দেখুন।

ভদ্রমহিলাকে দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোনো একটা অভাবিত দৃশ্য দেখে তিনি একেবারে উত্তেজিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তিনি আবার কিছু বলার চেষ্টা করলেন।

পিটার ট্যাগার রিমোটটা নিলেন, বোম টিপলেন। টেলিভিশন স্ক্রিনে চ্যানেল সিক্স ফুটে উঠেছে।

ডানা বলছে পিটার ট্যাগার চোলি হাউসটনকে হত্যা করেছেন, তাই তো?

–আমি জানি না কিছু। আপনি ট্যাগারকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করুন।

পিটার ট্যাগার টেলিভিশন সেটের দিকে তাকিয়ে আছেন–বিশ্বাস করতে পারছেন না এটা কী করে হল। ভগবান! তিনি লাফিয়ে উঠলেন। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। না, আমি কিছুতেই ধরা দেব না। আমাকে লুকোতে হবে। তারপর ভাবলেন, কোথায় আমি যাব? তিনি ডেস্কের ওপাশে চলে গেলেন। চেয়ারে বসে রইলেন। অপেক্ষা করতে থাকলেন।

.

অফিসে বসে লেসলি স্টুয়ার্ট এই ইন্টারভিউটা দেখছিল। পিটার ট্যাগার? না-না, লেসলি ফোনটা তুলে নিল একটা নাম্বারে ফোন করল। লাইলি, গল্পটা বন্ধ করো। এটা যেন প্রকাশিত না হয়। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

মিস স্টুয়ার্ট আধ ঘণ্টা আগে খবরের কাগজ স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেছে। আপনিই তো বলেছিলেন।

ধীরে ধীরে লেসলি রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। সে হেডলাইনটার দিকে তাকাল ওয়াশিংটন ট্রিবিউন, প্রেসিডেন্ট রাসেলের বিরুদ্ধে হত্যার ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে।

তারপর ফ্রন্ট পেজের দিকে তাকাল। লেখা আছে, অন্য কোনো খবর।

এখন তুমি যতটা বিখ্যাত তার থেকেও অনেক বেশি খ্যাতি তুমি পাবে। সারা পৃথিবীতে তোমার নাম পৌঁছে যাবে।

সত্যি সারা পৃথিবীর কাছে কাল আমি এক হাসির পাত্রীতে পরিণত হব।

.

গরম্যানের বাড়ি। সিম লমবার্ডো শেষবারের মতো চেষ্টা করছে নিজেকে বাঁচাবার। তিনি বললেন আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন, দরজাটা খুললেন। দেখলেন, পুলিশের অনেকগুলো গাড়ি চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

.

২৫.

জেবকনারসকে দেখা গেল, ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে, সঙ্গে ডানা কামালের প্লেন যে কোনে মুহূর্তে আসবে।

–ওকে নরক থেকে তুলে আনা হয়েছে। ডানা বলতে থাকে। ও কিন্তু অন্য কোনো ছেলের মতো নয়। তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে।

ডানা আন্তরিকভাবে চাইছে, জেব যেন কামালকে মেনে নেয়।

জেব ডানার উদ্বিগ্নতা বুঝতে পারেন। বলেন, ভয় পেও না, ডারলিং, আমি জানি সে খুব ভালো ছেলে।

–ওই দেখো ও আসছে।

হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, সেই উড়ানপাখি, ৭৪৭।

ডানা জেবের হাত ধরল- ও এসে গেছে।

.

প্যাসেঞ্জাররা ধীরে ধীরে প্লেন থেকে নেমে আসছে। কিন্তু সে কোথায়?

অবশেষে কামালকে দেখা গেল। ডানা সারাজেভোতে তার জন্য যে পোশাক কিনেছিল, সেটাই পরেছে। মুখটা পরিষ্কার। সে র‍্যাম্পের ওপর হেঁটে এল। যখন ডানাকে দেখল, সে থমকে থেমে গেল। তারা দুজনে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলতে পারছে

না। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর তারা ছুটে এল। ডানা তাকে শক্ত করে ধরল। বুঝতে পারল, ছেলেটি তাকে পেয়ে আনন্দেউন্মাদ হয়ে গেছে। তারপর তাদের দুজনের চোখে জল এসে গেছে।

ডানা তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়েছে। সে বলল তোমাকে আমেরিকা স্বাগত জানাচ্ছে।

কামাল ঘাড় কাত করল, কথা বলতে পারছে না।

কামাল, আমি তোমাকে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাব। এ হল জেব কনারস।

জেব নীচু হলেন- হ্যালো কামাল, আমি তোমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।

কামাল তখনও ডানাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

–তুমি এখানে আমার সঙ্গে থাকবে। ডানা বলল, তুমি তা পছন্দ করবে তো?

কামাল ঘাড় কাত করল, সে আর কোথাও যাবে না।

ডানা তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল–এখনই যেতে হবে, হোয়াইট হাউসে একটা স্পিচ কভার করতে হবে।

.

দিনটা চমৎকার। আকাশ পরিষ্কার নীল। শীতল হাওয়া বইছে কোটোম্যাক নদী থেকে।

তারা রোজ গার্ডেনে দাঁড়িয়ে আছে। আরও অনেক রিপোর্টারকে সঙ্গে নিয়ে। ডানার ক্যামেরা প্রেসিডেন্টের দিকে তাক করা। উনি একটা উঁচু বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যান পাশে।

প্রেসিডেন্ট অলিভার রাসেল বলছেন- আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, লিবিয়া, ইরান এবং সিরিয়া একটা শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করবে। তারা ইজরায়েলের সঙ্গে আর শত্রুতা বজায় রাখবে না। আমি তাদের কাছ থেকে কথা পেয়েছি। ভালোভাবে কথা এগিয়ে চলেছে। দুই-একদিনের মধ্যে এই চুক্তিটা সম্পাদিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এই চুক্তিটাকে সমর্থন করবে বলে কথা দিয়েছে।

অলিভার তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। উনি হলেন সেনেটর টড ডেভিস।

এবার সেনেটরকে কিছু বলতে হবে। উনি মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সাদা স্যুট পরা। সাদা লেহন হ্যাট, উনি জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন–এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে । এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অনেক বছর ধরেই আমরা শান্তির কথা বলেছি। বিশেষ করে আরব ও ইজরায়েলের সাথে। এটা খুব শক্ত কাজ, এখন আমরা শেষ পদক্ষেপ ফেলেছি। আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্টের সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হত না।

উনি অলিভারের দিকে তাকালেন–আমরা আমাদের প্রেসিডেন্টকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি এই গ্রহে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন।

ডানা ভাবছিল, তাহলে? একটা যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আর একটা যুদ্ধ শুরু হল কি? আমরা এমন একটা পৃথিবীর বাসিন্দা হব, যেখানে ভালোবাসাই বাঁচবে, যেখানে ছোটো ছোটো ছেলেরা আতঙ্ক আর আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হবে না। বোমের শব্দে রাতের ঘুম ভেঙে যাবে না। মেশিন গান থেকে আগুন উৎক্ষিপ্ত হবে না। আহা, এদিন কবে আসবে?

সে কামালের দিকে তাকাল, কামাল জেবের সঙ্গে কথা বলছে। ডানার মুখে হাসি। জেব ইতিমধ্যেই ডানাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। কামাল একজন বাবা পাবে, আহা, আমরা একটা পরিবার পাব। আমি কী খুবই ভাগ্যবতী! ডানা ভাবল।

ভাষণ শেষ হয়ে গেছে।

ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা বন্ধ করে দিল। আর পিডিয়ামকে দেখানো হচ্ছে না। এখন ডানার ছবি ফুটে উঠেছে। ডানা তাকাল। লেন্সে তার গলা। হাসতে হাসতে সে বলল–আমি ডানা ইভান্স, ডবলিউ টি ই ওয়াশিংটন ডিসির তরফ থেকে আপনাদের এই খবর শোনাচ্ছি।...